বঙ্গানুবাদ

খোৎবাতুল আহ্‌কাম

লেখক
কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক
মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস এম, এম

এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ ঢাকা

সূচী-পত্র

খোৎবা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়

মূল—পাকিস্তানের মুফতীয়েআযম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ শফী ছাহেব

(১) জুমুআর নামাযে খোৎবা পাঠ করা শর্ত। খোৎবা ব্যতিরেকে জুমুআ আদায় হয় না। শুধু মাত্র যেক্‌রুল্লাহ দ্বারাই উক্ত শর্ত আদায় হয়।

—বাহরোর রায়েক

(২) জুমুআ, ঈদুলফেত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার খোৎবা আরবীতে পাঠ করা সুন্নত। আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় পাঠ করা বেদআত (নাজায়েয) —মোছাফ্‌ফা শরহে মোয়াত্তা, কেতাবুল আযকার, দোররে মোখতার, শুরুতুচ্ছালাত শরহে এহ্‌ইয়াউল উলূম।

(৩) এইরূপে আরবীতে খোৎবা পাঠ করিয়া নামায আরম্ভ করার পূর্বে স্থানীয় (অন্য) ভাষায় উহার তরজমা পাঠ করিয়া শুনানও বেদআত। ইহা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে। হাঁ, তবে নামাযের পরে শুনাইলে ক্ষতি নাই ; বরং ইহাই উত্তম।

(৪) ঈদুলফেত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার নামাযে খোৎবা আরবীতে পাঠ করিয়া পরে উহার তরজমা শুনাইলে দোষ হইবে না। তবে তরজমা পাঠ করার সময় মিম্বর হইতে নীচে অবতরণ করিবে। কারণ, তাহা হইলে খোৎবা ও তরজমার মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হইবে। —মুসলিম শরীফের হাদীসের ভিত্তিতে তাকরীযুর্‌ রেছালাতিল আ'জুবাহ কিতাবে এইরূপ লিখিত আছে।

খোৎবা পাঠের সুন্নত তরীকা

(৫) খোৎবা ওযূ সহকারে পাঠ করা সুন্নত। বিনা ওযূতে খোৎবা পাঠ করা মাকরূহ। —বাহ্‌রোররায়েক

(৬) দাঁড়াইয়া খোৎবা পাঠ করিতে হইবে। বসিয়া পড়া মাকরূহ।

—আলমগিরী, বাহরোর্‌রায়েক।

(৭) সমবেত মুছল্লীদের দিকে মুখ করিয়া খোৎবা পাঠ করা সুন্নত। কেব্‌লা-মুখী হইয়া অথবা অন্য কোন দিকে মুখ ফিরাইয়া খোৎবা পাঠ করা মাকরূহ। —আলমগিরী, বাহ্‌রোর্‌রায়েক।

(৮) ইমাম আবু ইউসুফের মতে খোৎবা আরম্ভ করার পূর্বে চুপে চুপে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্‌ শায়ত্বানির রাজীম" পাঠ করা সুন্নত। —বাহ্‌রোর রায়েক

(৯) খোৎবা বুলন্দ আওয়াযে পাঠ করা সুন্নত, যেন মুছল্লীগণ উহা শুনিতে পায়। অনুচ্চ শব্দে পাঠ করা মাকরূহ। —বাহ্‌রোর রায়েক, আলমগিরী

(১০) খোৎবা সংক্ষিপ্ত হওয়াই সুন্নত। অধিক লম্বা খোৎবা পাঠ করিবে না। * তেওয়ালে মোফাছ্ছাল সূরাসমূহের যে কোন একটির সম পরিমাণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উহার অধিক পাঠ করা মাকরূহ।

—শামী, বাহ্‌রোর রায়েক, আলমগিরী

(১১) খোৎবার মধ্যে নিম্নলিখিত দশটি বিষয়ের উল্লেখ থাকা সুন্নত। উহা এই :— (১) হাম্‌দ ও সানা দ্বারা খোৎবা আরম্ভ করা। (২) আল্লাহ তাআলার সানা ও ছিফত বর্ণনা করা। (৩) কলেমা শাহাদাতাইন পাঠ করা। (৪) দুরূদ শরীফ পাঠ করা। (৫) ওয়ায নছীহত বিষয়ক কথা বলা। (৬) ক্বোরআন শরীফের কোন একটি বা ততোধিক আয়াত পাঠ করা। (৭) দুই খোৎবার মাঝে ক্ষণিক বসা। (৮) সকল মুসলিম নরনারীর জন্য দোআ করা। (৯) সানী খোৎবায় পুনর্বার আলহামদুলিল্লাহ, সানা ও দুরূদ পাঠ করা। (১০) উভয় খোৎবা এরূপ সংক্ষিপ্ত হওয়া, যেন উহার কোনটিই তেওয়ালে মোফাছ্ছাল সূরা অপেক্ষা অধিক লম্বা না হয়।

—বাহ্‌রোর-রায়েক, আলমগিরী

এই খোৎবার বিশেষত্ব :

(১) ইহার প্রতিটি খোৎবায় শরীঅতের গুরুত্বপূর্ণ ফরয, ওয়াজেব বা উহার পরিপূরক আহ্‌কামের মধ্যে কোন না কোন একটি সন্নিবেশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ খোৎবার মূল উদ্দেশ্যও ইহাই।

(২) উক্ত আহ্‌কামের কতকগুলি যাহেরী অর্থাৎ যাহার সম্পর্ক দেহের সহিত, আর কতকগুলি বাতেনী, যাহার সম্পর্ক অন্তরের সহিত। এক কথায় ইহা ফেকাহ ও তাসাউফের সমষ্টি। আহ্‌কামসমূহের প্রামাণ্যে অধিকতর ক্বোরআন মজীদের আয়াত ও হাদীস লওয়া হইয়াছে।

(৩) হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে ইহার প্রতিটি খোৎবা সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে ইহার কোন খোৎবা সূরা-মোরছালাত অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ হয় নাই।

(৪) ইহার সকল খোৎবাই প্রায় সমান সমান।

(৫) ইহার অধিকাংশ এবারত হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী প্রণীত এহ্ইয়াউল উলূম কিতাবের মোয়াফেক্। প্রাথমিক হাম্‌দ ও ছালাত অধিকাংশই উক্ত কিতাব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব, এহ্ইয়া কিতাব ও তাহার গ্রন্থকারের বরকত অত্র খোৎবায় শামিল রহিয়াছে।

---

* সূরা-হুজুরাত হইতে সূরা-বুরূজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সূরাকে "তেওয়ালে মোফাছ্ছাল" বলা হয়।

(৬) যে সব আহ্কামের প্রাথমিক বর্ণনাসমূহের তাফ্সীর বা ব্যাখ্যা মশ্হুর নয়, অথচ উহার অধিকাংশ তাসাউফ বিষয়ক, উহার ব্যাখ্যা ও পূর্ণ বিবরণ মতন ও টীকায় সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদ্দ্বারা বিশেষ বিশেষ মাসআলার তাহ্কীক অবগত হওয়া অতি সহজ হইয়াছে।

(৭) এই খোৎবার এবারত সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মূল বিষয় এত অধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, সূক্ষ্ম ও পারদর্শী ব্যক্তি উহা দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইবেন যে, মহাসমুদ্রকে কিরূপে একটি ছোট পেয়ালায় ভরিয়া রাখা সম্ভব হইল? তদুপরি শব্দের ছন্দালংকার এবং সাথে সাথে উহার সহজ অর্থ—বিশেষতঃ তাসাউফের অংশটি এরূপ ভাবেই সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, যদি কেহ এহ্ইয়াউল উলূম কিতাবখানি দেখিয়া ইহার দিকে নজর করেন, তিনি বলিবেন যে, ইহা এহ্ইয়া কিতাবেরই মতন। আবার মতনও এরূপ যে, উহাতে ব্যাখ্যার মৌলিক বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত আছে। উহা দেখিয়া যদি কেহ এহ্ইয়া কিতাবখানি দেখেন, তিনি এহ্ইয়াউল উলূমকে ইহার ব্যাখ্যা বলিবেন। বস্তুতঃ এতসব বিষয়ের যথাযথ সংরক্ষণ গ্রন্থকারের সাধ্যাতীত ছিল। ইহা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহ্মতেরই ফল। আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বেনে'মাতিহী তাতেম্মুচ্ছালেহাত।

—আশ্রাফ আলী

পূর্ণ বৎসরে এই খোৎবা ভাগ করিয়া পড়ার নিয়ম

বৎসরের জুমুআসমূহে এই খোৎবা ভাগ করিয়া পড়িবার নিয়ম এই যে, এখানে দুই ঈদ ও এস্তেস্কার খোৎবা ব্যতীত সর্বমোট পঞ্চাশটি খোৎবা আছে। আর সাধারণতঃ চান্দ্র বৎসরে এতগুলি জুমুআই হইয়া থাকে। কিন্তু শরীঅতে বা হিসাবের দিক দিয়া এক জুমুআ কম বা বেশী হওয়াও বিচিত্র নয়। অতএব, এই খোৎবা যে মাসের যে জুমুআ' হইতেই আরম্ভ করা হউক না কেন, খোৎবা শেষ হওয়ার সাথে সাথে বৎসরও শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু কদাচ যদি বৎসরে এক জুমুআ কম হয় কিংবা কয়েক বৎসরের খণ্ডাংশ একত্র হইয়া এক জুমুআ' বাড়িয়া যায়, আর স্বভাবের তাগিদে বৎসরের প্রথম জুমুআ ঠিক রাখিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত অবস্থায় শেষ খোৎবা বাদ দিবে, আর দ্বিতীয় অবস্থায় শেষের খোৎবা দুই জুমুআয় পড়িবে। আর যদি বৎসরের প্রথম জুমুআ' ঠিক রাখার প্রয়োজন অনুভব না করে, তাহা হইলে ক্রমাগত উহা পড়িয়া যাইবে। বৎসরের মধ্যভাগে ছেলছেলা ভাঙ্গিবার কোন আবশ্যক নাই। হাঁ, তবে যে খোৎবায় বিশেষ সময়ের বিশেষ আমলের কথা আলোচিত হইয়াছে। যেমন, রোযা, হজ্জ, কোরবাণী, ইত্যাদি, যখন সেই

সময় আসিয়া পড়িবে, তখন ছেলছেলা ভাঙ্গিয়া সেই বিশেষ সময়ের খোৎবা পাঠ করিবে ; তৎপর আবার ছেলছেলা অনুযায়ী পড়িতে থাকিবে। এইরূপ খোৎবা সাধারণতঃ ধারাবাহিক খোৎবাসমূহের পরে অর্থাৎ ৩৮নং খোৎবার পরে রাখা হইয়াছে। উক্ত খোৎবাসমূহ সময় বিশেষিক হওয়ার কথা প্রত্যেক খোৎবার প্রারম্ভে আরবীর সঙ্গে বাংলায়ও লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে আরবী না-জানা খতীবও অতি সহজে উহা বুঝিতে পারেন। আর দুই ঈদ এবং এস্তেস্কার খোৎবা যেহেতু জুমুআর সাথে খাছ নয়, উহা উল্লিখিত নিয়ম হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। আর যেহেতু উহা সেই নির্দিষ্ট সময়ে পড়া হয়। জুমুআর খোৎবাসমূহের ন্যায় উহা উক্ত সময়ের নিকটবর্তী নয়, এই হেতু উহা একেবারে শেষে রাখা হইয়াছে। সকল খোৎবার সানী খোৎবা একটিই। উহা একেবারে শেষে রাখা হইয়াছে।

এই খোৎবার একটি বিশেষ সৌন্দর্য এই যে, সব খোৎবার একটি অন্যটির প্রায় সমান সমান, এমন কি সানী খোৎবা দুই ঈদ ও এস্তেস্কার খোৎবা অর্থাৎ প্রায় সূরা-মোরছালাতের সমান। হাঁ, তবে দুই ঈদের খোৎবায় তাক্‌বীরসমূহ বর্ধিত করা হইয়াছে। ঈদুল ফিত্‌রে আট তাক্‌বীর এবং ঈদুল আযহায় দশ তাক্‌বীর। ফোকাহাগণও ঈদুল ফিত্‌রের তুলনায় ঈদুল আযহায় বেশী তাক্‌বীর বলা মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

—০—

সংকলক—মোঃ মোছলেহুদ্দীন

জুমুআ র দিনের নামকরণ

শুক্রবার দিনের নাম কেন জুমুআ রাখা হইল, এসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। হাদীস শরীফে আছে, হযরত সুলায়মান (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জান, জুমুআ র দিনের নাম কেন "জুমুআ" হইল? আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহার কারণ তো আমার জানা নাই। তিনি ফরমাইলেন, এই দিন তোমাদের পিতা হযরত আদম আলাইহেস্ সালামকে তৈয়ারীর কাদামাটি জমা করা হইয়াছিল। এই জন্যই এই দিনের নাম "জুমুআ" রাখা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, হযরত আদম (আঃ)-এর পাঁজর হইতে আদি-মাতা হাওয়াকে সৃষ্টি করার পর আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর মধ্যে শুক্রবার দিনই প্রথম মিলন ঘটিয়াছিল। এই জন্যই এই দিনের নাম জুমুআ রাখা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেনঃ বেহেশ্‌ত হইতে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকার পর আদম ও হাওয়ার মধ্যে পুনরায় এই দিনই মিলন হইয়াছিল। তাই এই দিনের নাম জুমুআ রাখা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই দিনই ক্বিয়ামত হইবে এবং সমস্ত মানবকে হাশরের ময়দানে বিচারের জন্য জমায়েত করা হইবে। এই জন্যই এই দিনের নাম জুমুআ রাখা হইয়াছে।

—গুনিয়াতুত্ তালেবীন

জুমুআ র দিনের ফযীলত

হাদীস শরীফে আছে—রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ জুমুআ র দিনে ফেরেশ্‌তাগণ জামে মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান থাকিয়া আগতদের নাম ধারাবাহিক ভাবে লিখিতে থাকেন। যে প্রথমে আসে তাহার নাম সকলের উপরে তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় এইভাবে লেখা হয়। যেব্যক্তি সর্বপ্রথম মস্‌জিদে প্রবেশ করে, তাহার নামে একটি উট কোরবানীর সওয়াব লিখা হয়, তারপর যে আসে তাহার নামে একটি গরু ক্বোরবানীর, তার পরবর্তী ব্যক্তির নামে একটি বকরী ক্বোরবানীর, তার পরবর্তী ব্যক্তির নামে একটি মুরগী ক্বোরবানীর ও তার পরবর্তী ব্যক্তির নামে একটি মুরগীর ডিম ক্বোরবানীর সওয়াব লিখা হয়। যখন ইমাম ছাহেব খোৎবা পড়ার জন্য দণ্ডায়মান হন তখন ফেরেশ্‌তাগণ লেখা বন্ধ করিয়া খোৎবা শুনিতে থাকেন।

—বেহেশ্‌তী জেওর

জুমুআ র নামাযের প্রস্তুতি

হাদীস—নাফেয়্ ইব্‌নে উমর হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমুআ'র দিন (জুমুআ র নামায পড়ার

মানসে) গোসল করে, তাহার (পূর্বকৃত) সমস্ত গোনাহ আল্লাহ পাক মা'ফ করিয়া দেন এবং তাহাকে আদেশ করা হয় যে, (পূর্বের গোনাহর প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিরাশ হইও না বরং) এখন হইতে নূতনভাবে এবাদত করিতে থাক।

জুমআ'র দিন যখন গোসল করিবে তখন বলিবে, হে খোদা! আমি তোমারই নৈকট্য লাভের আশায় গোসল করিতেছি এবং এই গোসল দ্বারাই জুমুআ'র নামায পড়ার ইচ্ছা রাখি। ওযূ করার সময়ও ঐরূপ নিয়ত করিবে। জুমুআ'র দিন নখ কাটিবে, শরীর হইতে সকল প্রকার দুর্গন্ধ দূর করিবে, খোশবু লাগাইবে, ভাল কাপড় পরিবে। যাহাদের ভাল কাপড় নাই, আতর লাগাইবার সামর্থ্য নাই, তাহারা অতি বিনয়ের সহিত মসজিদে যাইবে এবং মনে মনে এই প্রকার ধারণা করিবে যে, আয় আল্লাহ! আমি গরীব, তাই এত ফযীলতের দিনেও আমি ভাল কাপড় পরিতে পারি নাই, সুগন্ধ লাগাইতে পারি নাই ইত্যাদি। হে খোদা! তুমি যদি কোন দিন আমাকে সামর্থ্য দাও, তবে নিশ্চয় আমি এই মহান দিনের কদর করিব। —গুনিয়াতুত্তালেবীন

জুমুআ'র নামাযের তাকীদ ও ফযীলত

জুমুআ'র নামায ফরযে আ'ইন। ক্বোরআনের স্পষ্ট বাণী, মোতাওয়াতের হাদীস ও এজ্‌মায়ে উম্মত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই ফরয অস্বীকার করিলে কাফের এবং অকারণে ত্যাগ করিলে ফাসেক হইবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞

"হে মু'মেনগণ। যখন জুমুআ'র নামাযের জন্য আযান হয় তখন তোমরা ক্রয় বিক্রয় (সাংসারিক কাজকর্ম) ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র (খোৎবা ও নামাযের) জন্য ধাবিত হও। তোমরা যদি বুঝ, তবে ইহা তোমাদের জন্য (অতি) উত্তম।

১। হাদীস—ছহীহ্ বুখারীতে আছে ঃ যে ব্যক্তি জুমুআ'র দিন গোসল করিয়া যথাসম্ভব পাকছাপ হইয়া, চুলে তৈল মাখাইয়া এবং খুশ্‌বু ব্যবহার করিয়া জুমুআ'র নামাযের জন্য যাইবে এবং মসজিদে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও তাহার জায়গা হইতে না উঠাইয়া দিয়া যেখানে স্থান পায় সেখানেই বসে, যে পরিমাণ নামায তাহার ভাগ্যে জুটে তাহা পড়ে, তারপর ইমাম খোৎবা দিবার সময় চুপ করিয়া খোৎবা শুনে, তাহার গত জুমুআ হইতে এই জুমুআ পর্যন্ত যত ছগীরা গোনাহ্ হইয়াছে তাহা মা'ফ হইয়া যাইবে।

২। হাদীস—শরয়ী গোলাম, স্ত্রীলোক, নাবালেগ ছেলে এবং রুগ্ন ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানের উপরই জুমুআ'র নামায জামাতের সহিত পড়া ফরয এবং আল্লাহ্র হক্। —আবুদাউদ

হাদীস—যে ব্যক্তি আলস্য করিয়া তিন জুমুআ তরক করে, আল্লাহ্ তাআলা তাহার উপর নারায হইয়া যান এবং তাহার অন্তরে মোহর মারিয়া দেন।—তিঃমিঃ।

হাদীস—যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমুআ'র নামায ত্যাগ করে, তাহার নাম (আল্লাহ্র দরবারে) মুনাফেকের তালিকাভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। —মিশ্কাত

জুমুআ'র নামাযের জন্য পায় হাঁটিয়া গমন করিলে প্রত্যেক কদমে এক বৎসরকাল নফল রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়। —তিরমিযী

মাসআলা—সুন্নত বা নফল নামায পড়ার সময় যদি খোৎবা শুরু হইয়া যায়, তবে সুন্নত নামায ছোট সূরা দ্বারা পুরা করিবে, আর নফল নামায হইলে দুই রাকআত পুরা করিয়া সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে। —বেহেশ্তী জেওর।

মাসআলা—ইমাম যখন দুই খোৎবার মাঝখানে বসেন, তখন হাত উঠাইয়া মুনাজাত করা মকরূহ্। তবে মনে মনে দোআ করা যায়। —বেঃ জেওর

মাসআলা—খোৎবার মধ্যে যখন হযরত নবী করীমের নাম মুবারক পড়া হয়, তখন মনে মনে দুরূদ শরীফ পড়িবে। —বেহেশ্তী জেওর

মাসআলা—কিতাব দেখিয়া খোৎবা পড়া বা মুখস্থ পড়া উভয়ই জায়েয আছে।

মাসআলা—যখন ইমাম খোৎবার জন্য দাঁড়াইবেন, তখন হইতে খোৎবার শেষ পর্যন্ত নামায পড়া এবং কথাবার্তা বলা মকরূহ্ তাহ্রীমি। (অবশ্য যে ব্যক্তি ছাহেবে তর্তীব সে তাহার কাযা নামায পড়িতে পারে।) — বেহেশ্তী জেওর

মাঃ—খোৎবা শুরু হইলে উপস্থিত সকলেরই মনোযোগের সহিত খোৎবা শ্রবণ করা ওয়াজেব এবং যে কাজ বা কথায় খোৎবা শুনার ব্যাঘাত হয় তাহা মাক্রূহ তাহ্রিমী। এইরূপে খোৎবার সময় পানাহার করা, কথাবার্তা বলা, হাঁটা, সালাম করা, সালামের জওয়াব দেওয়া, তস্বীহ পড়া, মাসআলা বলা ইত্যাদি কাজ নামাযের মধ্যে যেমন হারাম, খোৎবার মধ্যেও তেমনি হারাম। অবশ্য ইমাম নেক কাজের আদেশ ও বদ কাজের নিষেধ করিতে বা মাসআলা বলিতে পারেন।

—বেহেশ্তী জেওর

হাদীস—হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন: জুম্আ'র খোৎবা পড়ার সময় যদি কেহ কাহাকেও বলে যে, "তুমি চুপ্ থাক, কথা বলিও না" তবে যে ব্যক্তি "চুপ্ থাক" বলিল, সেই ব্যক্তিও গোনাহ্গার হইল এবং জুম্আ'র ছওয়াব হইতে মাহ্রূম রহিল। হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, আমি হযরত রাসূলে খোদা (দঃ)কে এইরূপ বলিতেই শুনিয়াছি যাহা উপরে বর্ণিত হইল। —গুনিয়াতুত্তালেবীন

আমি মাওলানা মোঃ ইউনুস ছাহেব অনূদিত খোৎবাতুল আহ্‌কাম এবং আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সাঈদ অনূদিত পরিশিষ্ট খোৎবাসমূহের পাণ্ডুলিপি মনোযোগের সহিত দেখিয়াছি এবং প্রয়োজনমত যথাস্থানে উহা সংশোধন করিয়া দিয়াছি।

মূল খোৎবার বিষয়-বস্তুগুলি অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। পরিশিষ্ট খোৎবাগুলি আধুনিক এবং বিশেষ জরুরী ; ভাষা সরল ও অনুবাদ সহজবোধ্য। অল্প শিক্ষিত লোকও অনায়াসে ইহা বুঝিতে সক্ষম হইবেন। আশা করি, সকল শ্রেণীর লোকই ইহা হইতে উপকৃত হইবেন।

আহ্‌কার ঃ

মোঃ ওবায়দুল হক

মোহাদ্দেস—মাদ্রাসা আলিয়া, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বঙ্গানুবাদ

খোৎবাতুল আহ্কাম

الخطبة الاولى فى فضل العلم و وجوبه

খোৎবা—১

এল্‌মের ফযীলত ও উহা শিক্ষা করা ওয়াজেব হওয়া সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْاَكْرَمِ - اَلَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَكَرَّمَ -

(১) সর্ববিধ প্রশংসা সেই মহা সম্মানী আল্লাহ্‌র জন্য যিনি মানবজাতিকে

وَعَلَّمَهٗ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ يَعْلَمْ - (٢) فَسُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يُحْصٰى

সৃষ্টি করিয়া তাহাকে সম্মান দান করিয়াছেন এবং সেই ভাষা শিক্ষা দিয়াছেন যাহা সে জানিত না। (২) আমরা তাঁহারই পবিত্রতা বর্ণনা করি যাঁহার

اِمْتِنَانُهٗ بِاللِّسَانِ وَلَا بِالْقَلَمِ - (٣) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অনুগ্রহ মুখে বলিয়া বা কলমে লিখিয়া শেষ করা যায় না। (৩) আর আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি

وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (٤) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

একক, তাঁহার কোনও শরীক নাই। (৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে,

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْٓ اُوْتِىَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ - وَكَرَائِمَ

আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, যাঁহাকে ব্যাপক ভাষা-জ্ঞান এবং মর্যাদাপূর্ণ হেকমৎ ও

الْحِكَمِ - وَمَكَارِمَ الشِّيَمِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ

উন্নত চরিত্র দান করা হইয়াছে। আল্লাহ তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও

وَاَصْحَابِهٖ نُجُوْمِ الطَّرِيْقِ الْاَمَمِ - (৫) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ عِلْمَ

ছাহাবীগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন যাঁহারা ছিলেন সরল পথের দিশারি তারকা তুল্য। (৫) অতঃপর—এল্‌মে শরীঅত ও উহার বিধি-নিষেধ-এর জ্ঞান

الشَّرَائِعِ وَالْاَحْكَامِ - هُوَ اَعْظَمُ فَرَائِضِ الْاِسْلَامِ - (৬) وَمِنْ

অর্জন করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। (৬) এই কারণেই উম্মতগণকে সেই এল্‌ম

ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ وَحُضَّ عَلَيْهِ تَعْلِيْمًا وَّتَعَلُّمًا - (৭) فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ

শিক্ষা করা ও শিক্ষা প্রদানের নির্দেশ ও উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। (৭) কাজেই

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً - (৮) وَقَالَ

রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা আমার পক্ষ হইতে যদি একটি বাণীও হয় জনসমাজের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। (৮) রাসূলুল্লাহ

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ

(দঃ) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি এল্‌মে দীন শিক্ষার জন্য পথ চলে আল্লাহ

اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

তা'আলা তাহার জন্য বেহেশ্‌তের পথ সহজ করিয়া দেন। (৯) হুযূর (দঃ)

وَالسَّلَامُ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ - (১০) وَقَالَ

আরও বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে তিনি ধর্ম বিষয়ক জ্ঞান দান করেন। (১০) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ - وَاِنَّ

ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয় আলেমগণ নবীদের ওয়ারেস। আর বস্তুতঃ

(৭) বোখারী। (৮) মোসলেম। (৯) বোখারী। (১০) আহ্‌মদ, তিরমিযী।

الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما - وانما ورثوا العلم

নবীগণ (আঃ) ত্যাজ্য সম্পদ হিসাবে কখনও দীনার বা দেরহাম রাখিয়া যান না।

فمن اخذه اخذ بحظ وافر- (১১) وقال عليه الصلوة والسلام

তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পদ শুধু এল্‌মে-দীন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই এল্‌ম অর্জন করে সে ত্যাজ্য সম্পত্তির এক বড় অংশ লাভ করে। (১১) রাসূলুল্লাহ (দঃ) আরও

طلب العلم فريضة على كل مسلم - (১২) وقال عليه الصلوة

বলেন: 'এল্‌ম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয'। (১২) তিনি

والسلام من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القيمة

আরও বলেন: যে ব্যক্তি কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া জানা সত্ত্বেও উহা গোপন রাখে, ক্বিয়ামত দিবসে তাহাকে আগুনের লাগাম পরান

بلجام من نار - (১৩) وقال عليه الصلوة والسلام من تعلم

হইবে। (১৩) নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন: যে এল্‌ম দ্বারা আল্লাহ্‌র

علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا

সন্তুষ্টী লাভ করা যায়, যদি কেহ উহা পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যেই

من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيمة يعنى ريحها -

শিক্ষা করে, ক্বিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তি বেহেশ্‌তের ঘ্রাণও পাইবে না।

(১৪) وقال عليه الصلوة والسلام تعلموا الفرائض والقران

(১৪) নবী (দঃ) বলিয়াছেন: তোমরা ধর্মীয় বিধানগুলি এবং কোরআন শরীফ

(১১) ইবনে-মাজা। (১২) আহ্‌মদ, আবু-দাউদ, তিরমিযী। (১৩) আহ্‌মদ, আবু-দাউদ, ইবনে-মাজা। (১৪) তিরমিযী।

وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَاِنِّىْ مَقْبُوضٌ - (১৫) اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

শিক্ষা কর, অপরকে শিক্ষা দাও, কারণ আমাকে মরিতেই হইবে। (১৫) বিতাড়িত

الرَّجِيْمِ - (১৬) اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَاۤئِمًا

শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (১৬) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) কি ঐ ব্যক্তি (উত্তম) যে নিশিথে সেজ্‌দায় পড়িয়া এবং দাঁড়াইয়া

يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ

দাঁড়াইয়া এবাদতে বিভোর হয়, পরকালের ভয় করে এবং তাহার প্রতিপালকের রহ্‌মতের আশা রাখে, (না ঐ ব্যক্তি যে নাফরমান? হে রাসূল!) আপনি

يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ٥

বলিয়া দিন, যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না তাহারা কি সমান হইতে পারে? নিশ্চয় তাহারাই চিন্তা করিয়া থাকে যাহারা জ্ঞানবান।

الخطبة الثانية فى تصحيح العقائد

(খোৎবা—২

আকীদা দুরুস্ত করা সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيْمِ الْخَبِيْرِ - الْمُتْقِنِ نِظَامَ الْعَالَمِ

(১) যাবতীয় তা'রীফ আল্লাহ তা'আলার নিমিত্ত যিনি সকল বিষয়ের জ্ঞান ও সংবাদ রাখেন, যিনি কাহারও সাহায্য ও সহায়তা ব্যতিরেকেই জগতের

بِلَا مُعِيْنٍ وَّنَصِيْرٍ - (২) فَسُبْحَانَ اللّٰهِ الَّذِىْ حِكْمَتُهٗ بَالِغَةٌ وَّعِلْمُهٗ

সমস্ত শৃঙ্খলা সুদৃঢ়ভাবে কায়েম রাখিয়াছেন। (২) অতঃপর আমরা সেই খোদার

عَزِيْزٍ - وَنِعْمَةُ وَاصِلَةٌ اِلٰى كُلِّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ - (৩) وَنَشْهَدُ اَنْ

পবিত্রতা বর্ণনা করি যাঁহার হেকমত অসীম এবং জ্ঞান অতীব গভীর। ছোট বড় সকলের নিকটই তাঁহার নেয়ামত পৌঁছিয়া থাকে। (৩) আমরা সাক্ষ্য

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِىْ نَقِيْرٍ وَّلَا قِطْمِيْرٍ -

দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বস্তুর মধ্যেও তাঁহার কোনও শরীক নাই।

(৪) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ

(৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের মহামান্য নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও তাঁহারই রাসূল, যিনি উজ্জ্বল কিতাবের

هَدَانَا بِكِتَابٍ مُّنِيْرٍ - (৫) وَدَعَانَآ اِلَى اللّٰهِ بِالْاِنْذَارِ

মাধ্যমে আমাদিগকে হেদায়ত করিয়াছেন। (৫) এবং যিনি (দোযখের) ভয় ও (বেহেশ্তের) সুসংবাদ দ্বারা আমাদিগকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান

وَالتَّبْشِيْرِ - (৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ مَا دَامَتِ

জানাইয়াছেন। (৬) আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ

الْكَوَاكِبُ تَسِيْرُ (৭) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ تَرْجَمَةَ عَقِيْدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ فِىْ

ও ছাহাবীগণের উপর (আসমানে) তারকারাজি চলিতে থাকাকাল পর্যন্ত রহমত ধারা বর্ষণ করিতে থাকুন। (৭) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) আহ্‌লে সুন্নত

كَلِمَتَىِ الشَّهَادَةِ الَّتِىْ هِىَ اِحْدٰى مَعَانِى الْاِسْلَامِ - (৮) فَمَعْنَى

ওয়াল-জমা'আতের মতবাদ বা আক্বীদা ব্যক্তকারী শাহাদতের দুই কলেমা

الْكَلِمَةِ الْاُوْلٰٓى اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى هُوَ الْمُبْدِعُ لِلْعَالَمِ الْوَاحِدُ

ইসলামী ভাবধারাসমূহের অন্যতম। (৮) প্রথমটির অর্থ—আল্লাহ তা'আলাই প্রাথমিক নমুনা ব্যতীত বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তিনি অদ্বিতীয়, একক ও অনাদি,

اَلاَحَدُ الْقَدِيْمُ - اَلْحَىُّ الْقَادِرُ الْعَلِيْمُ - اَلسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ -
তিনি চীরঞ্জীব, শক্তিমান ও সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদর্শী, যিনি কৃতজ্ঞতার
اَلشَّاكِرُ الْمُرِيْدُ الْكَاتِبُ لِلْمَقَادِيْرِ - لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ٥
প্রতিফল প্রদানকারী, ইচ্ছার মালিক, প্রত্যেক জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণকারী।
وَلَا يَخْرُجُ مِنْ عِلْمِهٖ وَقُدْرَتِهٖ شَيْءٌ - وَهُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ
কোন কিছুই তাঁহার সমতুল্য নহে। কোন কিছুই তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির
الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ وَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى - وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى
বাহিরে যাইতে পারে না। তিনি সৃষ্টিকর্তা, অন্নদাতা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। উৎকৃষ্ট নামসমূহ একমাত্র তাঁহারই। উন্নত স্বরূপের একমাত্র অধিকারী তিনিই।
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - (৯) وَمَعْنَى الْكَلِمَةِ الثَّانِيَةِ اَنَّ
তিনিই মহা পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়, (৯) দ্বিতীয়টির অর্থ—হযরত মুহাম্মদ (দঃ)
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّهٗ صَادِقٌ فِيْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ مِنَ
তাঁহার বান্দা ও রাসূল। যে সকল খবর ও হুকুম-আহ্‌কাম নিয়া তিনি জগতে
الْاَخْبَارِ وَالْاَحْكَامِ - (১০) وَاَنَّ الْقُرْاٰنَ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى - وَكُلٌّ
আসিয়াছিলেন সে সব বিষয়ে তিনি সত্য। (১০) নিশ্চয়ই, কোরআন শরীফ
مِّنَ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَالْمَلٰئِكَةِ حَقٌّ وَّالْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَّكَرَامَاتُ
খোদারই কালাম (বা বাণী)। এতদ্ব্যতীত যাবতীয় আসমানী কিতাব, রাসূল ও ফেরেশ্‌তা সকলই সত্য, মে'রাজও সত্য, ওলীআল্লাহ্‌গণের কারামতও
الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ - وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ وَّاَفْضَلُهُمُ الْاَرْبَعَةُ
সত্য। ছাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। খেলাফতের অধিকারী হওয়া

اَلْخُلَفَاءُ عَلٰى تَرْتِيْبِ الْخِلَافَةِ - (١١) وَسُوَالُ الْقَبْرِ حَقٌّ

হিসাবে পর্যায়ক্রমে চারি খলিফাই তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। (১১) কবরের

وَالْبَعْثُ حَقٌّ وَّالْوَزْنُ حَقٌّ وَّالْكِتَابُ حَقٌّ وَّالْحِسَابُ حَقٌّ

সওয়াল (জওয়াব) সত্য, পুনরুত্থান সত্য, (পাপ-পুণ্যের) ওজন সত্য। আমলনামা

وَالْحَوْضُ حَقٌّ وَّالصِّرَاطُ حَقٌّ وَّالشَّفَاعَةُ حَقٌّ وَّرُؤْيَةُ اللّٰهِ

সত্য,(নেকী-বদীর) হিসাব সত্য, হাওযে-কওসর সত্য, পুলছিরাত সত্য, শাফাআত

تَعَالٰى حَقٌّ وَّالْجَنَّةُ حَقٌّ وَّالنَّارُ حَقٌّ وَّهُمَا بَاقِيَتَانِ لَا تَفْنِيَانِ

সত্য, আল্লাহ্‌র দীদার লাভ সত্য, বেহেশ্‌ত সত্য, দোযখও সত্য। এতদুভয় সর্বদাই বিদ্যমান থাকিবে, কখনও ধ্বংস হইবে না, আর উহাতে অবস্থানকারী

وَلَا يَفْنٰى اَهْلُهُمَا - (١٢) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

লোকও কখনও ধ্বংস হইবে না। (১২) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট

(١٣) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ

আশ্রয় চাহিতেছি। (১৩) (আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা

الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط

আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূল ও ঐ কিতাবের প্রতি যাহা তিনি স্বীয় রাসূল (মুহম্মদ) -এর প্রতি নাযিল করিয়াছেন, আর ঐ সমস্ত কিতাবের উপরও, যাহা তিনি পূর্বে

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অবতীর্ণ করিয়াছেন, ঈমান আনয়ন কর। আর যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার ফেরেশ্‌তা, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস

فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۞

পোষণ করে না তাহারা ভ্রান্তির চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

الخطبة الثالثة فى اسباغ الطهارة

খোৎবা—৩

ত্বাহারাতের পূর্ণতা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ تَلَطَّفَ بِعِبَادِهٖ فَتَعَبَّدَهُمْ بِالنَّظَافَةِ ـ

(১) সকল প্রকার তা'রীফ একমাত্র আল্লাহ্র নিমিত্ত যিনি তাঁহার

وَاَفَاضَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ تَزْكِيَةً لِّسَرَائِرِهِمْ اَنْوَارَهٗ وَاَلْطَافَهٗ ـ

বান্দাদের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া পবিত্রতা অবলম্বনের আদেশ করিয়াছেন, আর যিনি তাহাদের অন্তরসমূহ পবিত্র করার নিমিত্ত উহাতে তাঁহার নূর ও

(٢) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ـ وَنَشْهَدُ

করুণা ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। (২) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন

اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُسْتَغْرِقُ بِنُوْرِ

শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের মহান নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা এবং তাঁহারই রাসূল—যিনি পৃথিবীর সর্বদিক

الْهُدٰى اَطْرَافَ الْعَالَمِ وَاَكْنَافَهٗ ـ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ

ও সর্বপ্রান্তকে হেদায়তের নূর দ্বারা আলোকিত করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পবিত্র পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর রহ্মত বর্ষণ করুন।

وَصَحْبِهِ الطَّاهِرِيْنَ صَلٰوةً تُنْجِيْنَا بَرَكَاتُهَا يَوْمَ الْمَخَافَةِ ـ

যে রহ্মতের বরকতসমূহ মহাভীতির দিবসে আমাদের নাজাতের উছিলা হয়

وَتَنْتَصِبُ جُنَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَ كُلِّ اٰفَةٍ ـ (٣) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ

এবং যেন উহা আমাদের ও বিপদ-আপদের মধ্যে ঢাল স্বরূপ হয়। (৩) অতঃপর

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ -

(জানিয়া রাখুন), রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করেন : পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ।

(৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(৪) নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন : ক্বিয়ামতে যখন আমার উম্মতগণকে ডাকা হইবে,

غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ - فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ

তখন ওযূর কারণে তাহাদের চেহ্‌রা ও হস্তপদ চক্‌ চক্‌ করিতে থাকিবে। সুতরাং

يُّطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَلْ (৫) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ

তোমাদের মধ্যে যাহার সামর্থ্য আছে, সে যেন উহা আরও বৃদ্ধি করিয়া লয়।

(৫) নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন : মুমিন বান্দার সৌন্দর্য ঐ পর্যন্ত পৌঁছিবে যে

مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ (৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

পর্যন্ত তাহাদের ওযূর পানি পৌঁছিবে। (৬) নবী করীম (দঃ) আরও বলেন :

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ - (৭) وَقَالَ عَلَيْهِ

বেহেশ্‌তের চাবি নামায, আর নামাযের চাবি পবিত্রতা। (৭) তিনি আরও

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِّنْ جَنَابَةٍ لَّمْ يَغْسِلْهَا

বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি ফরয গোসলে এক চুল পরিমিত স্থানও ধৌত ব্যতিরেকে

فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ - (৮ক) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

ছাড়িয়া দিবে তাহাকে দোযখের আগুনে এইভাবে এইভাবে শাস্তি দেওয়া হইবে।

(৮ক) একদা রাসূলুল্লাহ (দঃ) দুইটি কবরের নিকট দিয়া যাইবার সময় বলিলেন :

(৭) আবুদাঊদ, আহমদ, দারেমী। (৮ক) বোখারী, মোসলেম।

حِيْنَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ - وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا

এই কবরস্থ ব্যক্তিদ্বয়কে আযাব দেওয়া হইতেছে—আর কোনও বড় কারণে তাহাদের

اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ

আযাব হইতেছে না ; বরং এই কারণে যে, তাহাদের একজন প্রস্রাব হইতে সতর্ক থাকিত না, অন্য জন চোগলখুরী করিত। (৮খ) অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, সে

بِالنَّمِيْمَةِ (৮খ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لاَّ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ

প্রস্রাব হইতে বাঁচিয়া থাকিত না। (৯) নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমরা

الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ اِذَآ اَتَيْتُمُ الْغَآئِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ

পায়খানায় যাও, কেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া কিংবা কেব্‌লাকে পশ্চাতে রাখিয়া

وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا - (১০) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

বসিও না। (১০) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

(১১) لاَ تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ط لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ

(১১) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) ঐ মসজিদে (যেরারে) আপনি কখনও নামায পড়িবেন না ; বরং প্রথম হইতে তাকওয়ার ভিত্তিতে যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত

يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط

হইয়াছে সেই মসজিদে (কোবায়) আপনার নামায পড়া উচিত। উহাতে এরূপ (পরহেযগার) লোক আছে—যাহারা সর্বদা পবিত্র থাকিতে ভালবাসে

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ۝

আর আল্লাহ্ তা'আলাও এরূপ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।

(৮খ) মোসলেম। (৯) বোখারী, মোসলেম।

الخطبة الرابعة فى اقامة الصلوة

খোৎবা—৪

নামায কায়েম করা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ غَمَرَ الْعِبَادَ بِلَطَائِفِهٖ - وَعَمَرَ

(১) সর্ববিধ প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি তাঁহার বান্দাগণকে স্বীয় করুণা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং যিনি দ্বীন ও উহার বিধানের

قُلُوْبَهُمْ بِاَنْوَارِ الدِّيْنِ وَوَظَائِفِهٖ - (٢) فَسُبْحَانَهٗ مَا اَعْظَمَ شَانَهٗ

আলোতে তাহাদের অন্তরসমূহ আবাদ (সজীব) রাখিয়াছেন। (২) সুতরাং কত সুদৃঢ় তাঁহার শক্তি!

وَاَقْوٰى سُلْطَانَهٗ وَاَتَمَّ لُطْفَهٗ وَاَعَمَّ اِحْسَانَهٗ - (٣) وَنَشْهَدُ اَنْ

কতই না পূর্ণ তাঁহার করুণা! কতই না সার্বজনীন তাঁহার অনুগ্রহ!

(৩) আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (٤) اَلَّذِىْٓ اَفَاضَ عَلَى النُّفُوْسِ ذَوَارِفَ

দেই যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও তাঁহারই রাসূল (৪) যিনি মানবের

عَوَارِفِهٖ - وَاَبْرَزَ عَلَى الْقَرَائِحِ حَقَائِقَ مَعَارِفِهٖ

অন্তরে আপন বখশীশের ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন এবং যিনি তাহাদের

(٥) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَفَاتِيْحِ الْهُدٰى

অন্তরে মা'রেফাতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। (৫) আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর—যাঁহারা হেদায়তের কুঞ্জি ও

وَمَصَابِيْحِ الدُّجٰى وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ

অন্ধকারের প্রদীপ—অফুরন্ত রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। (৬) অতঃপর (জানা

عِمَادُ الدِّيْنِ وَعِصَامُ الْيَقِيْنِ - وَرَأْسُ الْقُرُبَاتِ وَغُرَّةُ

আবশ্যক) নামায দ্বীনের খুঁটি ও বিশ্বাসের সুদৃঢ় রজ্জু। একমাত্র নামাযই আল্লাহর

الطَّاعَاتِ - (৭) وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নৈকট্য লাভের মূল এবং এবাদতের দীপ্তি। (৭) রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا

পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত; এ কথা সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ

বান্দা ও রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ সমাপন করা,

وَصَوْمِ رَمَضَانَ - (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ خَمْسُ

রমযান মাসে রোযা রাখা। (৮) হুযূর (দঃ) বলেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ

صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ - مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ

তা'আলা ফরয করিয়া দিয়াছেন। যে ব্যক্তি নামাযের জন্য ভালভাবে ওযু করে

لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ

নির্ধারিত সময়ে পূর্ণরূপে রুকু সেজদা সহ একাগ্রচিত্তে নামায সম্পন্ন করে,

اَنْ يَّغْفِرَ لَهٗ - وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ -

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মাফ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আর যে এরূপভাবে নামায আদায় না করে তাহার জন্য আল্লাহ্র কোন প্রতিশ্রুতি নাই।

(৭) বোখারী মুসলেম। (৮) আহ্মদ, আবুদাউদ।

اِنْ شَآءَ غَفَرَلَهٗ وَاِنْ شَآءَ عَذَّبَهٗ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন নতুবা শাস্তিও দিতে পারেন। (৯) নবী করীম

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ

(দঃ) এরশাদ করিয়াছেন : আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি (তোমাদের কাহাকেও) কাষ্ঠ সংগ্রহের আদেশ দেই। অতঃপর উহা একত্রিত করা হইলে নামাযের

اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا - ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ

নির্দেশ দেই। তৎপর আযান দেওয়া হইলে উপস্থিত (মুছল্লী) লোকদের ইমামতের জন্য এক ব্যক্তিকে নির্ধারিত করিয়া যাহারা নামাযে উপস্থিত হয়

اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ -

নাই তাহাদের উদ্দেশ্যে আমি পশ্চাতে থাকিয়া যাই এবং তাহাদের ঘর-বাড়ী পোড়াইয়া দেই। (কিন্তু তিনি শিশু ও স্ত্রীলোকের কথা ভাবিয়া এরূপ করেন

(১০) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১১) وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ

নাই।) (১০) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ তা'আলার পানাহ্ চাহিতেছি।

طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ

(১১) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন) : দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রের কিছু অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয়, নেক কাজ পাপ কাজকে মিটাইয়া দেয়।

السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝

উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য ইহা বাস্তবিকই এক অমূল্য উপদেশ।

(৯) বোখারী।

الخطبة الخامسة فى ايتاء الزكوة

খোৎবা—৫

যাকাত আদায় করা সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَسْعَدَ وَاَشْقٰى - (২) وَاَمَاتَ

(১) যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই যিনি কাহাকেও সৌভাগ্যবান করেন আবার কাহাকেও দুর্ভাগ্যবান করেন। (২) কাহারও মৃত্যুদান

وَاَحْيٰى - (৩) وَاَضْحَكَ وَاَبْكٰى - (৪) وَاَوْجَدَ وَاَفْنٰى -

করেন, আবার কাহাকেও জীবন দান করেন, (৩) তিনি কাহাকেও হাসান আবার কাহাকেও কাঁদান। (৪) তিনিই সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই ধ্বংস

(৫) وَاَفْقَرَ وَاَغْنٰى - (৬) وَاَضَرَّ وَاَقْنٰى - (৭) ثُمَّ خَصَّصَ بَعْضَ

করেন, (৫) তিনি কাহাকেও দরিদ্র করেন, কাহাকেও ধনবান করেন। (৬) তিনি কাহাকেও-ক্ষতিগ্রস্ত করেন, কাহাকেও পুঁজি দান করেন। (৭) অতঃপর বিশেষ

عِبَادِهٖ بِالْيُسْرِ وَالْغِنٰى - (৮) ثُمَّ جَعَلَ الزَّكٰوةَ لِلدِّيْنِ اَسَاسًا

করিয়া তিনি তাঁহার কতক বান্দাকে স্বচ্ছলতা ও ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন। (৮) তৎপর তিনি দ্বীনের ভিত্তি এবং বুনিয়াদ স্বরূপ যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন

وَمَبْنٰى - (৯) وَبَيَّنَ اَنَّ بِفَضْلِهٖ تَزَكّٰى مِنْ عِبَادِهٖ مَنْ تَزَكّٰى -

করিয়াছেন। (৯) তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, বান্দাদের মধ্যে যাহারা যাকাত আদায় করে তাহারা খোদারই অনুগ্রহে নিজ আত্মার পবিত্রতা অর্জন করে

وَمِنْ غِنَاهُ زَكّٰى مَالَهٗ مَنْ زَكّٰى - (১০) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ

এবং যাহারা খোদার প্রদত্ত সম্পদ হইতে যাকাত আদায় করে তাহারা নিজের মাল বৃদ্ধি করে। (১০) আমি সাক্ষ্য দিতেছি—আল্লাহ্ তা'আলা

إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক ও অংশীবিহীন। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - (১১) هُوَ الْمُصْطَفَى وَسَيِّدُ الْوَرٰى وَشَمْس

বান্দা ও তাঁহারই রাসূল। (১১) তিনি আল্লাহ তা'আলারই মনোনীত এবং

الْهُدٰى - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ

সৃষ্টির সেরা ও হেদায়তের রবি। আল্লাহ পাক তাঁহার উপর এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের –যাঁহারা এল্‌ম ও তাকওয়ায় বৈশিষ্ট্য লাভ

الْمَخْصُوصِينَ بِالْعِلْمِ وَالتُّقٰى - (১২) أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى

করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। (১২) অতঃপর

جَعَلَ الزَّكٰوةَ إِحْدٰى مَبَانِي الْإِسْلَامِ - وَأَرْدَفَ بِذِكْرِهَا

(জানিয়া রাখুন): আল্লাহ তা'আলা যাকাতকে ইসলামের ভিত্তিসমূহের মধ্যে একটি ভিত্তি সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং ধর্মের সর্বোচ্চ প্রতীক নামাযের

الصَّلٰوةَ الَّتِي هِيَ أَعْلَى الْأَعْلَامِ - (১৩) فَقَالَ تَعَالٰى وَأَقِيمُوا

পরেই উহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (১৩) আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন;

الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ - (১৪) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। (১৪) রাসূলে করীম

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

(দঃ) ফরমাইয়াছেন: পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত— এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, নিশ্চয়

(১৪) বোখারী, মুসলেম।

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ

হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত

وَصَوْمِ رَمَضَانَ - وَشَدَّدَ الْوَعِيْدَ عَلَى الْمُقَصِّرِيْنَ فِيْهَا -

আদায় করা, হজ্জ সমাপন করা আর রমযান মাসে রোযা রাখা। আর যাহারা যাকাত আদায়ে ত্রুটী করে, তাহাদের সম্পর্কে ভীষণ শাস্তির কথা

(১৫) فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَمْ يُؤَدِّ

ঘোষণা করিয়াছেন। (১৫) অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যাহাকে

زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ

আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন, সে যদি উহার যাকাত আদায় না করে, তবে ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির মালকে ভয়ানক বিষধর সর্পের

زَبِيْبَتَانِ - يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ -

আকৃতিতে পরিণত করা হইবে, যাহার চোখের উপর দুইটি কাল বিন্দু থাকিবে। ক্বিয়ামতের দিন উক্ত সাপকে তাহার গলদেশে জড়াইয়া দেওয়া

ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ - ثُمَّ تَلَا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ

হইবে। অতঃপর সেই সাপ ঐ ব্যক্তির দুই চোয়াল (কামড়াইয়া) ধরিয়া বলিবে ঃ আমিই তোমার মাল, আমিই তোমার সেই সঞ্চিত ধন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ যাহার সারমর্ম হইল ঃ ক্বিয়ামতের

يَبْخَلُوْنَ الْاٰيَةَ - (১৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِرَجُلٍ

দিন বখীলের মাল তাহার গলদেশে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। (১৬)

تُخْرِجُ الزَّكٰوةَ مِنْ مَّالِكَ فَاِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ

রাসূল (দঃ) এক ব্যক্তিকে বলিলেন ঃ তোমার মালের যাকাত আদায় করিবে ;

(১৫) বোখারী।

اَقْـرِبَاءكَ وَتَـعْرِفُ حَـقَّ الْمِسْكِيْنِ وَالْجَارِ وَالسَّائِـلِ -

কারণ ইহা একটি বিশেষ পবিত্রতা যাহা তোমাকে পবিত্র করিয়া দিবে। আর তোমার নিকটস্থ আত্মীয়বর্গকে দান করিবে, অসহায় মিসকীন পাড়া-প্রতিবেশী ও

(১৭) اَعُـوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৮) وَاَقِيْمُـوا

ভিক্ষুকদের হক্‌ও জানিয়া রাখিবে। (১৭) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাহিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্ পাক বলেন :) তোমরা নামায

الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ۝

কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আর রুকূকারীদের সহিত একত্রে রুকূ কর। (অর্থাৎ, জামাতের সহিত নামায পড়।)

اَلْخُطْبَةُ السَّادِسَةُ فِى الْاَخْذِ بِالْقُرْاٰنِ عِلْمًا وَعَمَلًا

খোৎবা—৬

কোরআনের শিক্ষা ও আ'মল সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ امْتَنَّ عَلٰى عِبَادِهٖ بِنَبِيِّهِ الْمُرْسَلِ -

(১) যাবতীয় তা'রীফ সেই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি নবী করীম (দঃ)কে প্রেরণ করিয়া এবং স্বীয় কিতাব (কোরআন) নাযিল করিয়া আপন

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِتَابِهِ الْمُنَزَّلِ - (২) حَتّٰى اتَّسَعَ

বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। (২) ফলে চিন্তাশীলদের জন্য উপদেশ

عَلٰى اَهْلِ الْاَفْكَارِ طَرِيْقُ الْاِعْتِبَارِ - بِمَا فِيْهِ مِنَ الْقَصَصِ

গ্রহণের পথ প্রসারিত হইয়াছে। কারণ উক্ত কিতাবে বিভিন্ন ঘটনাবলী ও

(১৬) তরগীব—আহ্‌মদ হইতে।

وَالْاَخْبَارِ - وَاتَّضَحَ بِهٖ سُلُوْكُ الْمَنْهَجِ الْقَوِيْمِ وَالصِّرَاطِ

সংবাদ রহিয়াছে। উহা দ্বারা সুদৃঢ় ও সরল পথ প্রকাশিত হইয়াছে।

الْمُسْتَقِيْمِ - (৩) بِمَا فَصَّلَ فِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ - وَفَرَّقَ بَيْنَ الْحَلَالِ

(৩) যদ্দারা হুকুম-আহ্‌কামের বিস্তারিত বিবরণ ও হালাল-হারামের পার্থক্য বর্ণনা

وَالْحَرَامِ - (৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ -

করিয়াছেন। (৪) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ نُزِّلَ

মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও

الْفُرْقَانُ عَلَيْهِ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا - (৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

তাঁহারই রাসূল, যাঁহার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফ নাযিল করিয়াছেন, যেন তিনি সারা বিশ্বের জন্য ভীতি প্রদর্শক হন। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা

وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهِ الَّذِيْنَ تَذَكَّرُوْا بِالْقُرْاٰنِ وَذَكَّرُوْا بِهِ

তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর যাঁহারা কোরআন শরীফ দ্বারা নছীহত গ্রহণ করিয়াছেন এবং অন্যকেও বিশেষভাবে নছীহত

النَّاسَ تَذْكِيْرًا - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

করিয়াছেন—রহমত নাযিল করুন। (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন), রাসূলে-খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন: তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি

وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ - (৭) وَقَالَ عَلَيْهِ

যে নিজে কোরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (৭) তিনি

(৬) বোখারী। (৭) আহ্‌মদ, তিরমিযী, নাসাই, আবূ-দাউদ।

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَاْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ

আরও বলিয়াছেন, (ক্বিয়ামতের দিন)ছাহেবে কোরআনকে বলা হইবে, পড়িতে

كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا - فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ

থাক এবং উচ্চাসন লাভ করিতে থাক, ধীরে ধীরে সুন্দররূপে পড়—যেরূপ দুনিয়াতে সুন্দররূপে পড়িতে। অনন্তর যে আয়াতে তোমার পড়া শেষ হইবে

تَقْرَاُهَا - (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ

তথায় তোমার স্থান। (৮) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন: যাহার অন্তরে

فِىْ جَوْفِهٖ شَىْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ

কোরআন শরীফের কিছু মাত্র নাই, সে জনহীন উজাড় গৃহতুল্য। (৯) তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন: যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের একটি হরফ পাঠ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ قَرَاَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ حَسَنَةٌ

করিবে সে একটি নেকী প্রাপ্ত হইবে এবং প্রতিটি নেকী উহার দশগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত

وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا - (১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

হইবে। (১০) যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পাঠ করিয়া উহা মনে রাখে এবং

مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ

উহাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানে, আল্লাহ্ তা'আলা

اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ - وَشَفَّعَهٗ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ

তাহাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করিবেন। তাহার পরিবারবর্গের এমন দশ ব্যক্তির জন্য তাহার সুফারিশ গ্রহণ

(৮) তিরমিযী, দারেমী। (৯) তিরমিযী, দারেমী। (১০) আহ্‌মদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা, দারেমী।

قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ - (١١) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

করিবেন—যাহাদের জন্য দোযখ সাব্যস্ত হইয়াছিল। (১১) বিতাড়িত শয়তান

الرَّجِيْمِ - (١٢) فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ ○ وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ

হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি। (১২) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) আমি তারকাসমূহের অস্তগমণের কসম করিতেছি, যদি তোমরা ভাবিয়া দেখ, তবে উহা

لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ○ اِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ○ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ○

এক বিরাট শপথ। নিশ্চয়, উহা মহা কোরআন যাহা গুপ্ত কিতাবে (লওহে-

لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ○

মাহ্‌ফূযে) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পবিত্রগণ (ফেরেশ্‌তা) ব্যতীত উহা কেহ স্পর্শ করে না।

الخطبة السّابعةُ فى الاشتغال بذكرِ اللّٰه تعالى والدعاءِ

খোৎবা—৭

আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও দো'আ সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الشَّامِلَةِ رَأْفَتُهٗ - اَلْعَامَّةِ رَحْمَتُهٗ -

(১) সকল প্রকার তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যাঁহার করুণা

اَلَّذِىْ جَازِىْ عِبَادَهٗ عَنْ ذِكْرِهِمْ بِذِكْرِهٖ - (٢) فَقَالَ تَعَالٰى

সর্বব্যাপি। যাঁহার রহমত সার্বজনীন, যিনি বান্দাদের যিক্‌রের প্রতিদান যিক্‌র দ্বারাই দিয়া থাকেন। (২) আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ 'তোমরা

فَاذْكُرُونِىٓ اَذْكُرْكُمْ - (٣) وَرَغَّبَهُمْ فِى السُّؤَالِ وَالدُّعَاءِ

আমার যিক্র কর আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব।' (৩) আর (আল্লাহ্ পাক) নিজ আদেশে তাহাদিগকে তাঁহার নিকট যাচ্ঞা ও

بِاَمْرِهٖ - (٤) فَقَالَ ادْعُونِىٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط فَاَطْمَعَ الْمُطِيعَ

দো'আ করিবার উৎসাহ দিয়াছেন। (৪) তিনি এরশাদ করেন ঃ তোমরা আমার কাছে দো'আ কর, আমি তোমাদের দো'আ কবূল করিব। ইহার দ্বারা নেক্কার ও

وَالْعَاصِىْ - وَالدَّانِىَ وَالْقَاصِىْ - فِىْ رَفْعِ الْحَاجَاتِ

গোনাহ্গার এবং নিকটস্থ ও দূরস্থ সর্বপ্রকার লোককে তাহাদের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য লালায়িত করিয়াছেন। যেমন, তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَالْاَمَانِىْ - بِقَوْلِهٖ فَاِنِّى قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا

'নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকটবর্তী, যখন কেহ আমার নিকট প্রার্থনা করে,

دَعَانِ - (٥) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ -

আমি তাহা কবূল করি। (৫) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই।

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُولُهٗ وَسَيِّدُ

আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদেনা মাওলানা মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই

اَنْبِيَائِهٖ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

বান্দা ও তাঁহারই রাসূল, তিনি সমস্ত নবীর সরদার। আল্লাহ্ পাক তাঁহার

خِيَرَةِ اَصْفِيَائِهٖ - وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - (٦) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ

উপর, তাঁহার প্রিয় পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর রহমত ও প্রচুর শান্তি বর্ষণ করুন। (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) জিহ্বা দ্বারা সম্পাদিত এবাদৎসমূহের

ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَفْعُ الْحَاجَاتِ اِلَيْهِ تَعَالٰى اَفْضَلُ عِبَادَةٍ

মধ্যে তেলাওয়াতে কোরআনের পর সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদৎ আল্লাহ্ পাকের যিক্‌র

تُؤَدّٰى بِاللِّسَانِ بَعْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ - (৭) فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

করা ও তাঁহার কাছে নিজ অভাব দূরীকরণের কথা ব্যক্ত করা। (৭) রাসূলে

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى اِلَّا حَفَّتْهُمُ

খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যখন কোন সম্প্রদায় বসিয়া বসিয়া আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র করিতে থাকে, তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন

الْمَلٰٓئِكَةُ - وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ - وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ -

করিয়া রাখেন, আর আল্লাহ্‌র রহমত তাহাদিগকে ঢাকিয়া রাখে এবং তাহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হইতে থাকে, আল্লাহ্ পাক তাঁহার নিকটস্থ ফেরেশ্‌তাদের

وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَثَلُ

নিকট তাহাদের কথা বর্ণনা করিতে থাকেন। (৮) রাসূলে মকবূল (দঃ)

الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ -

ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে আর যে ব্যক্তি যিক্‌র করে না

(৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلدُّعَآءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ -

উহাদের দৃষ্টান্ত যেমন, জীবিত ও মৃত। (৯) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ

(১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ

করিয়াছেন ঃ দো'আ করাই এবাদতের সার। (১০) হুযূর (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

(৭) মোসলেম। (৮) বোখারী, মোসলেম। (৯) তিরমিযী। (১০) তিরমিযী, ইবনে-মাজা।

مِنَ الدُّعَاءِ - (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ الدُّعَاءَ

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত আর কিছু নাই। (১১) নবী করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ নিশ্চয় দো'আ (মানুষকে) ঐ সমস্ত

يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ - فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ -

(বালা-মুছিবতে) উপকার প্রদান করে যাহা নাযিল হইয়াছে অথবা যাহা এখনও নাযিল হয় নাই। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আপনাদের কর্তব্য

(১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ لَّمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ

আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা করা। (১২) রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে না, আল্লাহ্ পাক তাহার প্রতি

عَلَيْهِ (১৩) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (১৪) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

রাগান্বিত হন। (১৩) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাহিতেছি। (১৪) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) হে ঈমানদারগণ! তোমরা

اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর। আর সকাল সন্ধ্যায় (সব সময়েই) তাঁহার তসবীহ্ পাঠ কর।

(১১) তিরমিযী। (১২) তিরমিযী।

الخطبة الثامنة فى تطوع النهار والليل

খোৎবা – ৮

দিবারাত্রির নফল এবাদৎ সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اٰلَآئِهٖ حَمْدًا كَثِيْرًا ـ وَنَذْكُرُهٗ ذِكْرًا

(১) যাবতীয় তা'রীফ আল্লাহ্‌রই জন্য, অশেষ প্রশংসা তাঁহার নেয়ামতের।

لَّا يُغَادِرُ فِى الْقَلْبِ اسْتِكْبَارًا وَّلَا نُفُوْرًا ـ وَنَشْكُرُهٗ اِنْ جَعَلَ

তাঁহার এরূপ যিক্‌র করি যাহা আমাদের অন্তর হইতে অহংকার ও বিদ্বেষ বিদূরিত করিয়া দেয় এবং আমরা এই নেয়ামতের শোক্‌রগুযারী করি যে, তিনি

اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ـ

তাঁহার যিক্‌র ও শোক্‌র আদায় করিতে ইচ্ছুকদের (সুবিধার) জন্য দিবা

(২) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ

রাত্রির একটির পর অপরটিকে স্থলবর্তী করিয়াছেন। (২) আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক

سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْ بَعَثَهٗ بِالْحَقِّ

নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা সাইয়্যেদেনা হযরত মুহম্মদ (দঃ) নিশ্চয় তাঁহারই বান্দা ও তাঁহারই রাসূল। যাঁহাকে আল্লাহ্ পাক

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ (৩) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ

(বেহেশ্‌তের) সুসংবাদ দাতা ও (দোযখের) ভয় প্রদর্শক হিসাবে সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন। (৩) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার সম্মানিত

اَلاَكْرَمِيْنَ الَّذِيْنَ اجْتَهَدُوْا فِىْ عِبَادَةِ اللهِ غُدْوَةً وَّعَشِيًّا

পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন যাঁহারা সূর্যোদয়ের পর ও

وَّبُكْرَةً وَّاَصِيْلاً - حَتّٰى اَصْبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِى الدِّيْنِ

রাত্রে এবং ভোরে ও সন্ধ্যায় (সর্বদা) আল্লাহ্‌র এবাদতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, এমন কি, তাঁহাদের প্রত্যেকেই হইয়াছিলেন ধর্মের পথ-প্রদর্শক ও

هَادِيًا وَّسِرَاجًا مُّنِيْرًا - (৪) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

উজ্জল প্রদীপ। (৪) ইতঃপর (জানিয়া রাখুন) রাসূলে খোদা (দঃ) বলিয়াছেন,

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَالَ مَا يَزَالُ عَبْدِىْ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন : "আমার বান্দা সর্বদা নফল এবাদতের মাধ্যমে

يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهٗ - اَلْحَدِيْث - (৫) وَقَالَ

আমার নৈকট্য লাভ করিতে থাকে। ফলে আমি তাহাকে আমার প্রিয়পাত্র করিয়া লই।" (৫) রসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : তোমরা তাহাজ্জুদের

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهٗ دَاْبُ

নামাযকে নিজেদের উপর যরূরী করিয়া লইবে। কারণ, ইহা তোমাদের

الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ - وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ - وَمَكْفَرَةٌ

পূর্ববর্তী ছালেহীন (নেক্‌কারগণ)-এর তরীকা বা রীতি ছিল, ইহা তোমাদের

لِّلسَّيِّاٰتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْاِثْمِ - (৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

প্রতিপালকের নৈকট্য স্থাপনকারী, গোনাহ্ মোচনকারী এবং অন্যায় কাজসমূহ হইতে বিরত রাখে। (৬) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : হে আবদুল্লাহ্ ! তুমি

يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِّثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ

অমুক ব্যক্তির ন্যায় হইও না, যে রাত্রে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়িত' পরে উহা

(৪) বোখারী। (৫) তিরমিযী। (৬) বোখারী, মুসলিম।

اللَّيْلِ - (٧) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ

ছাড়িয়া দিয়াছে। (৭) রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) এরশাদ করেন : নিশ্চয়, ধর্ম সহজ ; কিন্তু যদি কেহ নিজেই উহাকে কঠোরতার সহিত সম্পাদন করিতে চায়, তবে

وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ - فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا -

সে উহা পালনে অক্ষম হইয়া পড়িবে। সুতরাং তোমরা সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ - (٨) وَقَالَ

কর, সরল পথে চল, সন্তুষ্ট থাক। আর সকাল, সন্ধ্যায় ও শেষ রাত্রে নফল এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও। (৮) রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) আরও এরশাদ

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهٖ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

করেন : যে ব্যক্তি তাহার রাত্রিকালীন পূর্ণ ওযীফা কিংবা উহার কিছু অংশ

فَقَرَأَهٗ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهٗ كَأَنَّمَا

অবশিষ্ট থাকিতে ঘুমাইয়া পড়ে, অতঃপর সে উহা—ফজর এবং যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়িয়া লয়, তবে উহা (তাহার আমলনামায়) রাত্রের ওযীফারূপে

قَرَأَهٗ مِنَ اللَّيْلِ - (٩) أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

লিখিত হয়। (৯) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

(١٠) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ

(১০) (আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেন : হে নবী !) বিনয়ের সহিত নীরবে কিংবা

الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ০

অনুচ্চ শব্দে প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের যিক্‌র করুন এবং কখনও গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

(৭) বোখারী। (৮) মোসলেম।

الخطبة التاسعة فى تعديل الاكل والشرب

(খোৎবা—৯

পানাহারে মধ্য পন্থা অবলম্বন সম্বন্ধে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْسَنَ تَدْبِيْرَ الْكَائِنَاتِ - فَخَلَقَ

(১) সর্ববিধ তা'রীফ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই যিনি সৃষ্ট জগতকে

الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ - وَاَنْزَلَ الْمَاءَ الْفُرَاتَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ -

সুচারুরূপে পরিচালনা করিতেছেন এবং জমিন ও আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মেঘমালা হইতে সচ্ছ পানিধারা বর্ষণ করিয়া উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বীজ,

فَاَخْرَجَ بِهٖ الْحَبَّ وَالنَّبَاتَ - (٢) وَقَدَّرَ الْاَرْزَاقَ وَالْاَقْوَاتَ -

ফলফলাদি ও তরুলতা উৎপন্ন করিয়াছেন। (২) তিনি প্রত্যেকের রিয্ক্ ও

وَحَفِظَ بِالْمَاكُوْلَاتِ قُوَى الْحَيَوَانَاتِ - (٣) وَاَعَانَ عَلَى

খাদ্যবস্তু নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনিই রিয্ক ও খাদ্যবস্তুর সাহায্যে প্রাণীসমূহের জীবনিশক্তির হেফাযতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। (৩) তিনি হালাল খাদ্য

الطَّاعَاتِ وَالْاَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ بِاَكْلِ الطَّيِّبَاتِ - (٤) وَنَشْهَدُ

এবাদৎ-বন্দেগী ও নেক কাজ করিবার সামর্থ্য দান করিয়াছেন। (৪) আমরা

اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا

সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনও মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদেনা,

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الْمُؤَيَّدُ بِالْمُعْجِزَاتِ

মাওলানা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও তাঁহারই রাসূল—যিনি নুবুওতের

اَلْبَاهِرَاتِ - (৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ দাবী সাপেক্ষে স্পষ্ট মু'জেযা দ্বারা সাহায্যকৃত হইয়াছিলেন। (৫) আল্লাহ্ পাক
صَلٰوةً تَتَوَالٰى عَلٰى مَمَرِّ الْاَوْقَاتِ - وَتَتَضَاعَفُ بِتَعَاقُبِ তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর একাধারে অনন্তকাল রহ্‌মত বর্ষণ করুন এবং কালের ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে যেন অজস্র
السَّاعَاتِ - وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ রহমত ও অফুরন্ত শান্তি বর্ষিত হয়। (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন)—আল্লাহ্
تَعَالٰى كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج - (৭) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ তা'আলা এরশাদ করেন : তোমরা খাও এবং পান কর, আর সীমাতিরিক্ত ব্যয় করিও না। (৭) নবী-করীম (দঃ) এরশাদ করেন : এ জগতে হালাল বস্তু
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيْمِ (নিজের উপর) হারাম করা কিংবা ধন-সম্পদ অনাবশ্যক নষ্ট করাই পরহেযগারী
الْحَلَالِ - وَلَا اِضَاعَةِ الْمَالِ - وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ নহে ; বরং জগতে প্রকৃত পরহেযগারী হইল তোমার নিকট যাহা আছে তৎপ্রতি
لَا تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ اَوْثَقَ مِمَّا فِىْ يَدَىِ اللّٰهِ - اَلْحَدِيْثَ - অধিক ভরসা না করিয়া আল্লাহ্‌র হাতে যাহা আছে উহার উপর নির্ভর করা।
(৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلرُّوْحُ الْاَمِيْنُ نَفَثَ فِىْ (৮) নবী-করীম (দঃ) এরশাদ করেন : হযরত জিব্‌রায়ীল (আঃ) আমার অন্তরে
رُوْعِىْ اَنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا - اَلَا فَاتَّقُوا এল্‌কা করিয়াছেন যে, কোনও একটি প্রাণী ততক্ষণ কিছুতেই মৃত্যুবরণ করে না যতক্ষণ তাহার রিয্‌ক পূর্ণ না হয়। সাবধান! তোমরা খোদাকে ভয় কর এবং

(৭) তিরমিযী, ইবনে-মাজা। (৮) শরহে সুন্নাহ, বায়হাকী।

اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ

সদুপায়ে রিযিক সঞ্চয় কর। আর রুযী প্রাপ্তির বিলম্ব যেন তোমাদিগকে

تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا بِطَاعَتِهٖ ـ

আল্লাহ্‌র নাফরমানীর পথে উপার্জন করিতে উদ্বুদ্ধ না করে, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত তাঁহার নিকট যাহা আছে তাহা লাভ করা যায় না।

(৯) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا اَتَى اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

(৯) হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌র

وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْٓ اِذَآ اَكَلْتُ اللَّحْمَ اِنْتَشَرْتُ

খেদমতে আসিয়া আরয করিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি গোশ্‌ত খাইলে আমার

وَاِنِّىْ حَرَّمْتُ اللَّحْمَ ـ فَنَزَلَتْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا

উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, তাই আমি আমার জন্য গোশ্‌ত হারাম করিয়াছি। তখন আয়াত নাযিল হইল ঃ হে ঈমানদারগণ! পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে তোমাদের

طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ـ (১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

উপর হারাম করিও না যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং তোমরা সীমা লঙ্ঘন করিও না। (১০) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ

وَالسَّلَامُ اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّآئِمِ الصَّابِرِ ـ (১১) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

করেন ঃ শোক্‌রগোযার ভক্ষণকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের ন্যায়। (১১) বিতাড়িত

مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ (১২) وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمْ

শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি। (১২) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন) তোমাদের মুখে যাহা আসে তাহাকে তোমরা মিছামিছি ইহা

(৯) কামালায়েন-তিরমিযী হইতে। (১০) তিরমিযী, ইবনে-মাজা।

الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ

'হালাল' এবং উহা 'হারাম' বলিয়া অভিহিত করিও না। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তোমাদের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হইবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ *

নিশ্চয়, যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহারা কখনও সফলকাম হয় না।

اَلْخُطْبَةُ الْعَاشِرَةُ فِىْ حُقُوْقِ النِّكَاحِ

খোৎবা—১০

বৈবাহিক দায়িত্ব সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার নিমিত্ত যিনি পানি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিয়া উহাকে বিভিন্ন গোত্র ও বংশে পরিণত করিয়াছেন।

وَّصِهْرًا - وَسَلَّطَ عَلَى الْخَلْقِ مَيْلًا اِضْطَرَّهُمْ بِهٖٓ اِلَى

তিনি সৃষ্টিকে এমন এক প্রেরণা দিয়াছেন যদ্দারা তাহাদিগকে বংশোৎপাদনে

الْحَرَاثَةِ جَبْرًا - وَاسْتَبْقَى بِهٖ نَسْلَهُمْ قَهْرًا وَّقَسْرًا -

বাধ্য করিয়াছেন। তিনি এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের বংশ স্থায়ী

(২) ثُمَّ عَظَّمَ اَمْرَ الْاَنْسَابِ وَجَعَلَ لَهَا قَدْرًا - فَحَرَّمَ

রাখেন। (২) অতঃপর তিনি বংশ বিষয়ক নীতির প্রতি অশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং তাহার মর্যাদা দান করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি

لِسَبَبِهَا السِّفَاحَ وَبَالَغَ فِىْ تَقْبِيْحِهٖ رَدْعًا وَّزَجْرًا - وَنَدَبَ

ব্যাভিচারকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন এবং শাসাইয়া ও ধমকাইয়া কঠোরভাবে উহার খারাবী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মানুষকে বিবাহের প্রতি প্রেরণা ও

اِلَى النِّكَاحِ وَحَثَّ عَلَيْهِ اسْتِحْبَابًا وَّاَمْرًا - (৩) وَنَشْهَدُ

উৎসাহ প্রদান করত কাহারও জন্য ইহাকে মোস্তাহাব এবং কাহারও জন্য ফরয করিয়াছেন। (৩) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য

اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, (আমাদের মহান নেতা সাইয়্যেদেনা) হযরত মুহম্মদ (দঃ)

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الْمَبْعُوْثُ بِالْاِنْذَارِ وَالْبُشْرٰى - (৪) صَلَّى اللّٰهُ

তাঁহারই বান্দা ও তাঁহার রাসূল, যাঁহাকে (দোযখের) ভয় ও (বেহেশ্‌তের) সুসংবাদ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে (জগতে) পাঠান হইয়াছে। (৪) আল্লাহ্‌

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ صَلٰوةً لَّا يَسْتَطِيْعُ لَهَا الْحِسَابُ عَدًّا

তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর অসংখ্য

وَّلَا حَصْرًا - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৫) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ

অগণিত রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। (৫) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) আল্লাহ্‌

تَعَالٰى وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا

তা'আলা বলিয়াছেনঃ হে রাসূল! আমি আপনার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছি এবং তাঁহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করিয়াছি।

وَّذُرِّيَّةً ط (৬) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ

(৬) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেনঃ হে যুবক দল! তোমাদের মধ্যে যে

(৬) বোখারী, মোসলেম।

الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ - فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ

বিবাহ করিতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কারণ, উহা দৃষ্টিকে অবনত ও

وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ - وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ

লজ্জাস্থানকে পবিত্র রাখে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করিতে অক্ষম, সে যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা তাহার কামোত্তেজনাকে রহিত করে।

وِجَاءٌ - (৭) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ

(৭) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : সর্বাধিক বরকত সম্পন্ন বিবাহ উহাই

بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مَؤُنَةً - (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا

যাহাতে ব্যয় বাহুল্য নাই। (৮) হুযূর (দঃ) বলিয়াছেন : যদি এমন কোনও

خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ -

লোক তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করে যাহার দীনদারী ও স্বভাব চরিত্র তোমাদের মনঃপূত হয়, তবে তাহারই সহিত বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দাও।

اِنْ لَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ ـ

যদি তোমরা এরূপ না কর, তবে জগতে ব্যাপক অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি

(৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ وُّلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ

হইবে। (৯) তিনি আরও এরশাদ করেন : যদি কাহারও সন্তান জন্মলাভ করে, তাহা হইলে তাহার উচিত সন্তানের ভাল নাম রাখা এবং তাহাকে আদব-

اِسْمَهُ وَاَدَبَهُ - فَاِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ - فَاِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ

কায়দা শিক্ষা দেওয়া। অতঃপর যখন সে বালেগ হইবে তখন যেন তাহার বিবাহ সম্পন্ন করে। আর যদি বালেগ হওয়ার পর অকারণে বিবাহ না করান হেতু

(৭) বায়হাকী। (৮) তিরমিযী। (৯) বায়হাকী।

فَاَصَابَ اِثْمًا فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلٰى اَبِيْهِ - (١٠) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

সে কোনও গোনাহ্‌র কাজ করিয়া বসে, তবে উহার গোনাহ্ তাহার পিতার উপর বর্তিবে। (১০) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয়

الرَّجِيْمِ (١١) وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ

চাহিতেছি। (১১) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) তোমাদের স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যাহারা অবিবাহিত তাহাদের বিবাহ সমাধা কর আর তোমাদের যোগ্য ক্রীত

وَاِمَائِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط

দাস-দাসীদেরও। যদি তাহারা অর্থহীন দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী করিয়া দিবেন।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ o

আর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত উদার, সর্বজ্ঞ।

الخطبة الحادية عشر في الكسب والمعاش

খোৎবা—১১

উপার্জন ও জীবিকা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ حَمْدَ مُوَحِّدٍ يَّتَمَحَّقُ فِىْ تَوْحِيْدِهٖ

(১) সর্বপ্রকার প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আমরা তাঁহার প্রশংসা করি এমন খাঁটি মুমিনের ন্যায় যাহার তওহীদ-বিশ্বাসের সম্মুখে এক মহাসত্য

مَا سِوَى الْوَاحِدِ الْحَقِّ وَيَتَلَاشٰى - (٢) وَنُمَجِّدُهٗ تَمْجِيْدَ مَنْ

ব্যতীত আর সবকিছুই নিশ্চিহ্ন ও বিলীন হইয়া যায়। (২) এবং আমরা

يُصَرِّحُ بِاَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَّاسِوَى اللّٰهِ بَاطِلٌ وَّلَا يَنْتَحَاشَى -

ঐ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করি, যে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, খোদাতা'আলা ব্যতীত আর সবকিছুই বাতেল ও ভিত্তিহীন।

(৩) وَنَشْكُرُهٗ اِذْ رَفَعَ السَّمَآءَ لِعِبَادِهٖ سَقْفًا مَّبْنِيًّا وَّمَهَّدَ

(৩) আমরা তাঁহার শোকর গোযারী করি, যেহেতু তিনি বান্দাদের জন্য আসমানকে ছাদরূপে উত্তোলিত করিয়াছেন এবং ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানারূপে সমতল করিয়া

الْاَرْضَ بِسَاطًا لَّهُمْ وَفِرَاشًا - (৪) وَكَوَّرَ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ

বিছাইয়া দিয়াছেন। (৪) তিনি ক্রমবিবর্তন সহকারে দিনের পর রাত্রি সৃষ্টি

فَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا - (৫) وَنَشْهَدُ اَنْ

করিয়াছেন। অতঃপর রাত্রিকে আবরণ এবং দিবসকে জীবিকা অর্জনের সময়রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। (৫) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا

মা'বূদ নাই। তিনি একক। তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْ يَصْدُرُ الْمُؤْمِنُوْنَ عَنْ حَوْضِهٖ

সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, যাঁহার হাওযে কওসার হইতে পিপাসায় কাতর মুমিনগণ

رِوَآءً بَعْدَ وُرُوْدِهِمْ عَلَيْهِ عِطَاشًا - (৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى

পানি পান করত তৃষ্ণা নিবারিত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। (৬) আল্লাহ পাক

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ لَمْ يَدْعُوْا فِىْ نُصْرَةِ دِيْنِهٖ تَشَمُّرًا

তাঁহার উপর তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর, যাঁহারা দ্বীনে মুহাম্মদ (দঃ)-এর সাহায্য কল্পে সর্বদা দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত ছিলেন, অজস্র

وَانْكِمَاشًا - وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - (٧) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ

ধারায় রহ্‌মত ও শান্তি বর্ষিত হউক। (৭) অতঃপর (জানিয়া)

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ

রাখুন) রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করেন ঃ ফরযসমূহের পর হালাল রুযী অর্জন

بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ - (٨) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَا اَكَلَ اَحَدٌ

করাও একটি ফরয। (৮) নবী করীম (দঃ) বলেন ঃ স্বহস্তে অর্জিত রুযী অপেক্ষা

طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَّاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ - (٩) وَقَالَ عَلَيْهِ

অধিক উত্তম খাদ্য আর কেহ কখনও খায় নাই। (৯) তিনি আরও এরশাদ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ

করেন ঃ সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ীগণ হাশরের দিন আম্বিয়া ছিদ্দীকীন ও

وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ - (١٠) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

শহীদগণের সঙ্গে থাকিবে। (১০) হাবীবে খোদা এরশাদ করেন ঃ নিঃসন্দেহ,

اِنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اٰجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانَ سِنِيْنَ اَوْ عَشْرًا عَلٰى

হযরত মূসা (আঃ) পবিত্রতার সহিত কেবল পান-ভোজনের বিনিময়ে আট

عِفَّةِ فَرْجِهٖ وَطَعَامِ بَطْنِهٖ - (١١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত নিজে মজদুরী করিয়াছেন। (১১) একদা রাসূলুল্লাহ্

لِرَجُلٍ اِذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

(দঃ) এক ব্যক্তিকে এরশাদ করিলেন ঃ যাও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া উহা বিক্রয় কর। অতঃপর হুযূর (দঃ) তাহাকে বলিলেন ঃ কিয়ামতের দিন

(৭) বায়হাকী। (৮) বোখারী। (৯) তিরমিযী, দারমী, দারকুত্‌নী, ইবনে-মাজা। (১০) আহ্‌মদ, ইবনে-মাজা। (১১) আবুদাঊদ, ইবনে-মাজা।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تَجِيْءَ الْمَسْئَلَةُ نُكْتَةً فِىْ

তোমার চেহরায় ভিক্ষার দাগ সহ আসা অপেক্ষা ইহা তোমার জন্য

وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۔ (১২) نَعَمْ يُؤْذَنُ فِىْ تَرْكِ الْكَسْبِ لِمَنْ

অনেক ভাল। (১২) হাঁ, তবে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি উপার্জন না করিলে যদি

كَانَ قَوِيًّا لَّا يَخِلُّ بِوَاجِبٍ بِتَرْكِهٖ ۔ (১৩) فَقَدْ رُوِىَ اَنَّهٗ كَانَ

ওয়াজেব আদায়ে কোনরূপ ত্রুটী-বিচ্যুতি না হয়, তবে তাহাকে উপার্জন না করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। (১৩) বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর

اَخَوَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ

যামানায় দুই ভাই ছিল। তাহাদের একজন রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর খেদমতে

اَحَدُهُمَا يَاْتِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاٰخَرُ يَحْتَرِفُ

হাযির হইত, অন্যজন উপার্জন করিত। একদা উপার্জনকারী রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর

فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ اَخَاهُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ

খেদমতে তাহার ভাই-এর সম্পর্কে অভিযোগ করিলে হযরত (দঃ) ফরমাইলেন ঃ

تُرْزَقُ بِهٖ ۔ (১৪) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ (১৫) فَاِذَا

হয়ত তাহারই উছিলায় তুমি জীবিকাপ্রাপ্ত হইতেছ।(১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি। (১৫) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ)

قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

নামায সম্পন্ন হইলে তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥

রুযী অন্বেষণ কর। আর তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, তাহা হইলে তোমরা সফলকাম হইবে।

(১৩) তিরমিযী

الخطبة الثانية عشر فى التوقى عن كسب الحرام

খোৎবা—১২

হারাম উপার্জন হইতে বাঁচিয়া থাকা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আঠালো শুক্না

صَلْصَالٍ - (٢) ثُمَّ رَكَّبَ صُوْرَتَهٗ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ وَّاَتَمَّ

ঠন্‌ঠনে মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন।(২) অতঃপর তিনি তাহাকে অত্যন্ত

اِعْتِدَالٍ - (٣) ثُمَّ غَذَاهُ فِىْٓ اَوَّلِ نُشُوْءِهٖ بِلَبَنٍ اِسْتَصْفَاهُ مِنْ

সুন্দর আকৃতি ও সুঠাম দেহ অবয়বে গঠন করিয়াছেন। (৩) তৎপর তিনি তাহার জন্মের প্রথম অবস্থায় এমন দুগ্ধ দ্বারা তাহাকে খাদ্য দান করিয়াছেন

بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ سَائِغًا كَالْمَآءِ الزُّلَالِ - (٤) ثُمَّ حَمَاهُ بِمَآ اَتَاهُ

যাহা তিনি গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে সুস্বাদু বিশুদ্ধ পানির ন্যায় বাহির করিয়াছেন। (৪) তৎপর তিনি তাহাকে পবিত্র খাদ্য দান করত দুর্বলতা ও

مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ عَنْ دَوَاعِى الضَّعْفِ وَالْاِنْحِلَالِ - (٥) ثُمَّ

কৃশতা হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। (৫) অতঃপর তিনি তাহার উপর

اِفْتَرَضَ عَلَيْهِ طَلَبَ الْقُوْتِ الْحَلَالِ - (٦) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا

হালাল খাদ্য অর্জন করা ফরয করিয়া দিয়াছেন। (৬) আমরা সাক্ষ্য

اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোনও মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য প্রদান করি যে, নিশ্চয় আমাদের

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الْهَادِيْ مِنَ الضَّلَالِ - (٧) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি ভ্রান্তির পথ হইতে হেদায়তকারী। (৭) করুণাময় খোদা তাঁহার উপর, তাঁহার শ্রেষ্ঠতম
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ خَيْرِ اَصْحَابٍ وَّخَيْرِ اٰلٍ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا পরিবারবর্গ ও শ্রেষ্ঠতম ছাহাবীগণের উপর অজস্র করুণাধারা ও শান্তি বর্ষণ
كَثِيْرًا - (٨) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ করুন। (৮) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন :
وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শরাব (মদ্য), মৃত পশু, শূকর ও মূর্তি ক্রয়-বিক্রয়
وَالْاَصْنَامِ - (٩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ হারাম করিয়াছেন। (৯) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : হাশরের দিন
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ - (١٠) وَلَعَنَ খোদাভীরু, নেককার, সত্যবাদী ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্য সব ব্যবসায়ীকে নাফরমান শ্রেণীভুক্ত করিয়া উঠান হইবে। (১০) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰو وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদ দাতা, উহার লিখক এবং উহার সাক্ষীদ্বয়কে লা'নত
وَشَاهِدَيْهِ - (١١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا করিয়াছেন। (১১) রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ত্রুটিযুক্ত মাল বিক্রয় করে এবং ক্রেতাকে উহা সম্পর্কে

(৮) বোখারী মোসলেম। (৯) তিরমিযী, ইবনে-মাজা, দারমী বায়হাকী। (১০) মোসলেম। (১১) ইবনে-মাজা।

لَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللّٰهِ أَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تَلْعَنُهُ -

অবহিত না করে ঐ ব্যক্তি সদাসর্বদা আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে নিপতিত থাকে, অথবা বলিয়াছেন : ফেরেশতাগণ তাহার উপর সর্বদা অভিশাপ করে।

(১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ

(১২) রাসূলে খোদা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ জমিও দখল করিবে, নিশ্চয়, ক্বিয়ামতের দিন (তাহার গলদেশে

يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ - (১৩) وَلَعَنَ رَسُوْلُ

অনুরূপ) সাত তবক জমিন ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। (১৩) রাসূল (দঃ)

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ

ঘুষ দাতা, ঘুষ গ্রহীতা এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থ দালালের উপর লা'নত

يَعْنِي الَّذِيْ يَمْشِيْ بَيْنَهُمَا - (১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

করিয়াছেন। (১৪) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন: তোমরা প্রতারণামূলক

وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ - (১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

দালালী করিও না, উট ও বকরীর দুধ (ক্রেতাকে ধোকা দিবার জন্য) স্তনে আবদ্ধ

وَالسَّلَامُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ - (১৬) أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ

রাখিও না। (১৫) রাসূলে-খোদা (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি ধোকা দেয় সে আমার উম্মতের দলভুক্ত নহে। (১৬) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট

الرَّجِيْمِ - (১৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ

পানাহ্‌ চাহিতেছি। (১৭) (আল্লাহ্‌ পাক বলেন:) হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের সম্মতির সহিত ব্যবসায় ব্যতীত—একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে

(১২) বোখারী মোসলেম। (১৩) আহমদ, বায়হাকী। (১৪) বোখারী মোসলেম। (১৭) মোসলেম।

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

আত্মসাৎ করিও না এবং তোমরা পরস্পর খুনাখুনি করিও না। নিশ্চয়,

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়াবান।

الخطبة الثالثة عشر في حقوق العامّة والخاصّة

খোৎবা—১৩

সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ غَمَرَ صَفْوَةَ عِبَادِهٖ بِلَطَائِفِ

(১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য যিনি তাঁহার খাঁটী প্রেমিক

التَّخْصِيْصِ طَوْلًا وَّامْتِنَانًا - (২) وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ فَاَصْبَحُوْا

বান্দাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে বিশেষ করুণায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। (২) তিনি তাহাদের অন্তরে ভালবাসা দান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এই

بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ط وَنَزَعَ الْغِلَّ مِنْ صُدُوْرِهِمْ فَظَلُّوْا فِى الدُّنْيَا

নেয়ামত লাভে তাহারা পরস্পর ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইয়াছে। তিনি তাহাদের অন্তর হইতে ঈর্ষাভাব দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন, ফলে তাহারা এজগতে পরস্পর

اَصْدِقَاءَ وَاَخْدَانًا - وَفِى الْاٰخِرَةِ رُفَقَاءَ وَخُلَّانًا - (৩) وَنَشْهَدُ

সত্যিকারের বন্ধু এবং পরকালে পরস্পরের সাথী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হইতে পারিয়াছে। (৩) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন

أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا

মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - (৪) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى

দিতেছি, নিশ্চয় আমাদের মহান নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা এবং তাঁহারই রাসূল। (৪) দয়াময় আল্লাহ তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَاقْتَدَوْا بِهٖ قَوْلًا وَّفِعْلًا

ছাহাবীদের উপর রহ্মত বর্ষণ করুন, যাঁহারা কথায়, কাজে, ন্যায় পরায়ণতায় ও

وَّعَدْلًا وَّاِحْسَانًا - (৫) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلٰى حُقُوْقِ

সুষ্ঠুতায় (সর্ববিষয়ে) রাসূলুল্লাহর অনুকরণ ও অনুসরণ করিতেন। (৫) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির হক আদায় করা আল্লাহ্ তা'আলার

الْعَامَّةِ مِنْهُمْ وَالْخَاصَّةِ مِنْ اَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ - وَبِمُرَاعَاتِهَا

নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা। আর উহা রক্ষা করিয়া চলিলে ভ্রাতৃত্ব ও

تَصْفُوا الْاُخُوَّةُ وَالْاُلْفَةُ عَنْ شَوَائِبِ الْكُدُوْرَاتِ - (৬) وَقَدْ

ভালবাসা পঙ্কিলতা হইতে পবিত্র থাকে। (৬) (এই জন্যই) আল্লাহ্ পাক এবং

نَدَبَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلَيْهَا - (৭) فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا تَقْتُلُوْا

তাঁহার রাসূল উহার দিকে উৎসাহিত করিয়াছেন। (৭) আল্লাহ্ পাক

اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط (৮) وَقَالَ تَعَالٰى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ

এরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণকে অভাব-অনটনের ভয়ে হত্যা করিও না। (৮) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন: মেয়েদের উপর

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص (৯) وَقَالَ تَعَالٰى وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

পুরুষদের যতটুকু অধিকার আছে নিয়ম মাফিক পুরুষদের উপর মেয়েদেরও ততটুকু অধিকার আছে। (৯) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন: তোমরা

وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى

পিতামাতার প্রতি এহ্‌সান করিও ; আর আত্মীয়বর্গ, এতীম, মিসকীন, নিকটস্থ

وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا

ও দূরের প্রতিবেশী, সহগামী, মোসাফের ও তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের

مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط (১০) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

প্রতিও এহসান করিও। (১০) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ এক মু'মিন

وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ - يَعُوْدُهٗ اِذَا مَرِضَ

বান্দার উপর আর এক মু'মিন বান্দার ছয়টি হক্ আছে ঃ পীড়িতের সেবা করিবে,

وَيَشْهَدُهٗ اِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهٗ اِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهٗ

মৃতের জানাযায় উপস্থিত হইবে, দাওয়াত করিলে উহা কবূল করিবে,

وَيُشَمِّتُهٗ اِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهٗ اِذَا غَابَ اَوْشَهِدَ - (১১) وَقَالَ

সাক্ষাৎ হইলে সালাম দিবে, হাঁচি দিলে "ইয়ার্‌হামু-কাল্লাহ" বলিয়া হাঁচির জওয়াব দিবে। উপস্থিতে হউক বা অনুপস্থিতে তাহার মঙ্গল কামনা

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ -

করিবে। (১১) রাসূলে-খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না।

(১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ

(১২) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ (দুনিয়ার) সমস্ত মু'মিন একই

اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اشْتَكٰى كُلُّهٗ وَاِنِ اشْتَكٰى رَاْسُهٗ اشْتَكٰى

ব্যক্তির ন্যায়। যদি তাহার চোখে ব্যথা হয়, তবে সর্বাঙ্গে উহার ব্যথা অনুভব করে। আবার মাথায় ব্যথা হইলে সমস্ত শরীরেই উহা অনুভব

كُلِّهٖ - (١٣) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ

করে। (সুতরাং পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব করা উচিত।)
(১৩) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন: (হে আমার উম্মতগণ!) তোমরা

الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ - وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا

সন্দেহ পোষণ হইতে বিরত থাকিও। কেননা, সন্দেহই সর্বাধিক মিথ্যা।
আর তোমরা নিজে কাহারও দোষ অনুসন্ধান করিও না এবং অন্যের নিকট হইতেও

وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ

পরের দোষ তালাশ করিও না, ধোকাপূর্বক দালালী করিও না, তোমরা একে অন্যের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করিও না এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন

اِخْوَانًا - (١٤) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٥) وَاِنَّكَ

করিও না; তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা, ভাই ভাই হইয়া থাকিও।
(১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি: (১৫) (আল্লাহ্ পাক

لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ط ٥

এরশাদ করেন, হে রাসূল!) নিশ্চয় আপনি মহৎ চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।

اَلْخُطْبَةُ الرَّابِعَةَ عَشَرَ فِىْ تَرْجِيْحِ الْوَحْدَةِ عَنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ

খোৎবা—১৪

কুসংসর্গ অপেক্ষা নির্জন বাস উত্তম

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَعْظَمَ النِّعْمَةَ عَلٰى خِيَرَةِ خَلْقِهٖ

(১) যাবতীয় তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার নিমিত্ত—যিনি তাঁহার সৃষ্টি সেরা

وَصَفْوَتِهٖ - بِاَنْ صَرَفَ هِمَمَهُمْ اِلٰى مُوَانَسَتِهٖ - وَرَوَّحَ اَسْرَارَهُمْ

এবং প্রিয় বান্দাগণকে এই বিরাট নেয়ামত দান করিয়াছেন যে, উহাদের মনের

بِمُنَاجَاتِهٖ وَمُلَاطَفَتِهٖ ـ (٢) حَتّٰى اخْتَارَ الْعُزْلَةَ كُلُّ مَنْ

গতি তাঁহারই বন্ধুত্বের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহাদের অন্তরে নির্জনে মুনাজাত ও যিক্‌রের স্বাদ প্রদান করিয়াছেন। (২) এমন কি, (যাঁহাদের

طُوِيَتِ الْحُجُبُ عَنْ مَجَارِىْ فِكْرَتِهٖ ـ (٣) فَاسْتَأْنَسَ بِمُطَالَعَةِ

মা'রেফত সম্পর্কে) চিন্তার পথ হইতে পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা প্রত্যেকেই নির্জনবাস এখ্‌তিয়ার করিয়াছেন। (৩) অতঃপর তিনি নির্জনবাস

سُبُحَاتِ وَجْهِهٖ تَعَالٰى فِىْ خَلْوَتِهٖ ـ وَاسْتَوْحَشَ بِذٰلِكَ

অবস্থাতে তাহাদিগকে স্বীয় নূরের তাজাল্লী দর্শনে বিভোর করিয়া দিয়াছেন।

عَنِ الْاِنْسِ بِالْاِنْسِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَخَصِّ خَاصَّتِهٖ ـ (٤) وَنَشْهَدُ اَنْ

আর অন্যান্য লোকের সহিত যদিও সে একান্ত আপন হয় সংশ্রব ও মেলা-মেশা অপ্রিয় করিয়া দিয়াছেন। (৪) আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত

لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ـ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا

অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ سَيِّدِ اَنْبِيَائِهٖ وَخِيْرَتِهٖ (٥) صَلَّى اللّٰهُ

সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। তিনি নবীদের সরদার এবং মানব জগতের শ্রেষ্ঠ। (৫) আল্লাহ্

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحَابَتِهٖ سَادَةِ الْخَلْقِ وَاَئِمَّتِهٖ ـ (٦) اَمَّا بَعْدُ

তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর রহ্‌মত বর্ষণ করুন যাঁহারা মানব জাতির সরদার ও নেতা। (৬) অতঃপর (জানিয়া

فَقَدِ اخْتَلَفُوْا فِى الْعُزْلَةِ وَالْمُخَالَطَةِ وَتَفْضِيْلِ اِحْدٰهُمَا عَلٰى

রাখুন) নির্জন বাস অবলম্বন ও লোক সমাজে মিলিয়া মিশিয়া চলা এবং

الاخرى - والحق ان ذلك يختلف باختلاف الاحوال امنا

উহার একটি অপরটি অপেক্ষা ভাল হওয়া সম্পর্কে আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে। (কিন্তু) আসল সত্য এই যে, শান্তি ও অশান্তির দিক দিয়া

وفتنة - والاشخاص ضعفا وقوة - والجلساء صلاحا ومضرة -

অবস্থার পরিবর্তনের এবং লোকের মনোবল ও দুর্বলতা সহচরদের সৎ ও অসৎ

(৭) فقد قال عليه الصلوة والسلام وقد ذكر بعض الفتن -

হওয়া হিসাবে উহার হুকুম বিভিন্ন হইয়া থাকে। (৭) একদা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কতক ফেৎনা-ফাসাদের কথা আলোচনা করিলেন। তখন ছাহাবায়ে কেরাম

وقالوا فما تامرنا قال فكونوا احلاس بيوتكم - (৮) وقال

আরয করিলেনঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) ঐ সময়ের জন্য আপনি আমাদিগকে কি নির্দেশ দেন? তিনি ফরমাইলেনঃ তখন তোমরা ঘরের চট হইয়া থাকিও (অর্থাৎ,

عليه الصلوة والسلام يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم

ঘর হইতে বাহির হইও না)। (৮) নবী করীম (দঃ) এরশাদ করেনঃ শীঘ্রই এমন এক সময় আসিবে যখন মুসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইবে বক্‌রী। ফেৎনা হইতে

يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن -

নিজ ধর্ম বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে সে উহা নিয়া পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টিপাতের

(৯) وقال عليه الصلوة والسلام فى الفتن تلزم جماعة

স্থানের দিকে পলাইয়া ফিরিবে। (৯) প্রিয় রাসূল (দঃ) এরশাদ করেনঃ

المسلمين وامامهم - قيل فان لم يكن لهم جماعة ولا امام -

ফেৎনার যুগে তোমরা মুসলমানদের জামাত ও তাহাদের ইমামের সঙ্গ আঁকড়াইয়া থাকিও। জিজ্ঞাসা করা হইল, যদি তাহাদের কোনও জামাত বা ইমাম না

(৭) আবু দাউদ ও তিরমিযী। (৮) মালেক, বোখারী, আবু দাউদ ও নাসায়ী। (৯) বোখারী, মুসলেম ও আবু দাউদ।

قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا - (١٠) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

থাকে ? তিনি ফরমাইলেন : তাহা হইলে সমস্ত দল হইতে পৃথক থাকিও। (১০) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও এরশাদ করেন : অসৎ সঙ্গীদের সঙ্গলাভ

وَالسَّلاَمُ اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِّنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ

অপেক্ষা একা থাকা অনেক ভাল। আর একা থাকা অপেক্ষা সৎসঙ্গীদের

خَيْرٌ مِّنَ الْوَحْدَةِ - (١١) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

সাহচর্য লাভ করা অতি উত্তম। (১১) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র

(١٢) قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ اِلاَّ نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا

আশ্রয় চাহিতেছি। (১২) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, মূসা (আঃ) আরয করিলেনঃহে পরওয়ারদেগার ! আমি ও আমার ভাই ব্যতীত আর কাহারও

وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ۝

উপর আমার অধিকার নাই ; সুতরাং আপনি আমাদের ও ফাসেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়ছালা (ব্যবধান) করিয়া দিন।

الخطبة الخامسة عشر فى فضل السفر لداعيه وبعض أدابه

খোৎবা—১৫

প্রয়োজনে সফরের ফযীলত ও উহার আদব সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَتَحَ بَصَائِرَ اَوْلِيَائِهِ بِالْحِكَمِ وَالْعِبَرِ -

(১) যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই নিমিত্ত যিনি হেক্‌মত ও নছীহত দ্বারা তাঁহার আওলিয়াগণের অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত করিয়া দিয়াছেন।

(১০) বায়হাকী।

(২) وَاسْتَخْلَصَ هِمَمَهُمْ لِمُشَاهَدَةِ صُنْعِهِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ-

(২) তিনি স্বদেশে বিদেশে স্বীয় কার্যলীলা দর্শনের এবং দৃষ্ট বস্তুসমূহ হইতে

وَالْاِعْتِبَارِ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْبَصَرُ- (৩) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

তাহাদের নছীহত হাছিলের সংকল্পকে খাঁটি করিয়া লইয়াছেন। (৩) আমরা

وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سَيِّدُ

সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দেই, হযরত মুহম্মদ (দঃ)

الْبَشَرِ- (৪) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ الْمُقْتَفِيْنَ

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি মানব জাতির প্রধান। (৪) আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবার বর্গ ও ছাহাবীগণের উপর রহ্‌মত ও অশেষ শান্তি

بِهِ فِى الْاَخْلَاقِ وَالسِّيَرِ- وَسَلَّمَ كَثِيْرًا- (৫) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الشَّرْعَ

বর্ষণ করুন, যাঁহারা সর্বদা রাসূলের মহৎ চরিত্র ও জীবনাদর্শ অনুকরণ করিতেন। (৫) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) শরীঅত সাধারণতঃ অবস্থা বিশেষে সফরের

قَدْ اَذِنَ فِى السَّفَرِ- اَوْ اَمَرَ بِهِ اِذَا دَاعَا اِلَيْهِ مُقْتَضٍ مُبَاحٌ

অনুমতি দিয়াছে, আবার প্রয়োজনের তাকীদে সফরের নির্দেশও দিয়াছে।

اَوْ وَاجِبٌ وَّوَضَعَ لَهُ مَسَائِلَ- وَذَكَرَ لَهُ فَضَائِلَ- (৬) فَقَدْ

শরীঅত উহার বিভিন্ন নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছে এবং উহার ফযীলতও বর্ণনা করিয়াছে। (৬) (এই মর্মে) আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ

তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করণার্থে ঘর হইতে বাহির হয়,

وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ

অতঃপর (পথিমধ্যেই) মৃত্যু ঘটে, তাহার পুরস্কার আল্লাহ্ পাকের যিম্মায়

اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - (٧) وَقَالَ تَعَالٰى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى

বর্তে। আর আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী ও করুণাময়। (৭) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন : তোমাদের মধ্যে যদি কেহ (রমযান মাসে)

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ - (٨) وَقَالَ تَعَالٰى وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى

পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তবে সে যেন অন্য সময় উহা পুরা করে। (৮) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন : যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে

اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا اَلْاٰيَةَ -

থাক, (অথবা মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাক কিংবা স্ত্রীগমন করিয়া থাক এবং

(٩) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَىَّ

পানি না পাও) তবে পাক মাটিতে তায়াম্মুম করিও। (৯) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক আমার প্রতি ওহী নাযিল করিয়াছেন ;

اَنَّهٗ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهٗ طَرِيْقَ

যে ব্যক্তি এল্‌মেদীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে পথ চলে, আমি তাহার জন্য বেহেশ্‌তের

اِلَى الْجَنَّةِ - (١٠) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ رَجُلًا زَارَ اَخًا

পথ সহজ করিয়া দেই। (১০) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন : এক ব্যক্তি তাহার এক (মুসলমান) ভাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে অন্য এক

لَّهٗ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ لَهٗ عَلٰى مَدْرَجَتِهٖ مَلَكًا - قَالَ

বস্তীর দিকে গমন করে, আল্লাহ্ পাক তাহার গমন পথে এক ফেরেশ্‌তা প্রতীক্ষায়

اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ اُرِيْدُ اَخًا لِّىْ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ - قَالَ هَلْ

রাখিলেন। ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কোথায় যাইতেছ ? লোকটি বলিল, এই বস্তীতে আমার এক ভাই-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি।

(৯) বায়হাকী। (১০) মোসলেম।

لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا - قَالَ لَا غَيْرَ اَنِّىْ اَحْبَبْتُهُ فِى اللّٰهِ -

ফেরেশ্‌তা বলিলেন, তাহার প্রতি তোমার কোনও দান আছে কি, যাহা তুমি বৃদ্ধি করিতে চাও। লোকটি বলিল, না, তবে এই জন্য যে, আমি তাহাকে

قَالَ فَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভালবাসি। ফেরেশ্‌তা বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ হইতে তোমাকে এই সংবাদ দিতে আসিয়াছি যে, তুমি যেমন ঐ ব্যক্তিকে

اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ - (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভালবাস, তদ্রূপ আল্লাহ্‌ তা'আলাও তোমাকে ভালবাসেন। (১১) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও এরশাদ করেন : সফর আযাবের একটি

مِّنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَاِذَا قَضٰى

অংশ, উহা তোমাদিগকে নিদ্রা ও পানাহার হইতে বিরত রাখে। সুতরাং

نَهْمَتَهُ مِنْ وَّجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهِ - (১২) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

যখন তাহার প্রয়োজন শেষ হইয়া যায় তখন সে যেন তাহার পরিবারবর্গের নিকট যথাশীঘ্র ফিরিয়া আসে। (১২) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র

الرَّجِيْمِ - (১৩) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ

আশ্রয় চাহিতেছি। (১৩) (আল্লাহ্‌ পাক বলেন :) তোমরা উহাদের মত হইও না যাহারা দম্ভ ভরে ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হয়

النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ০

এবং (মানুষকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিরত রাখে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের কার্যকলাপ অবগত আছেন।

(১১) বোখারী, মোসলেম।

الخطبة السادسة عشر فى الردع عن الغناء المحرم واستماعه

খোৎবা —১৬

নাজায়েয গান করা ও উহা শুনার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَهَانَا عَنِ الْمَلَاهِىْ - اَلَّتِىْ تَجُرُّ اِلَى الْمَعَاصِىْ وَالْمَنَاهِىْ - (২) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (৩) اَلَّذِىْ طَهَّرَنَا مِنَ الْاَرْجَاسِ الْجَاهِىِّ مِنْهَا وَالْبَاهِىِّ - وَنَجَّانَا مِنَ الْفِتَنِ وَالدَّوَاهِىْ - (৪) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ الَّذِيْنَ نَسْتَكْمِلُ بِهِمْ وَنُبَاهِىْ - صَلٰوةً وَّسَلَامًا يَفُوْتَانِ الْحَصْرَ وَالتَّنَاهِىْ - (৫) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الَّذِيْنَ وَقَفُوْا

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদিগকে এরূপ ক্রীড়া-কৌতুক হইতে নিষেধ করিয়াছেন যাহা পাপ ও অন্যায় কাজের দিকে প্রলুব্ধ করে। (২) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই, আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৩) যিনি আমাদিগকে আত্মগৌরব ও ক্রীড়া কৌতুকের অপবিত্রতা (ও মলিনতা) হইতে পবিত্র করিয়াছেন এবং যিনি আমাদিগকে ফেৎনা ও মুছিবত হইতে বাঁচাইয়াছেন। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর যাঁহাদের অছীলায় আমরা (ধর্মে) পূর্ণতা লাভ ও গৌরব করিতে পারি। অসংখ্য ও অগণিত রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (৫) অতঃপর (অবগত হউন)

دُوْنَ الْحُدُوْدِ فِى الْغِنَاءِ حَسْبَ مَا كَشَفَ عَنْهُ الْغِطَاءَ ـ

যাঁহারা সঙ্গীত সম্পর্কে মুহাক্কেক পুণ্যবান ও আলেমগণের বর্ণিত সীমা অতিক্রম

اَلْمُحَقِّقُوْنَ مِنَ الْعَارِفِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ ـ لَا لَوْمَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَنَاءَ ـ

না করেন তাঁহাদের প্রতি কোনও প্রকার নিন্দা ও ভৎর্সনা নাই।

(৬) لٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْعَامَّةِ وَبَعْضًا مِّنَ الْخَاصَّةِ قَدْ جَاوَزُوْهَا

(৬) কিন্তু অধিক সংখ্যক জনসাধারণ ও কতিপয় বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক ঐ সীমা

اِلٰى حَدِّ الْاِلْهَاءِ ـ (৭) وَاتَّبَعُوْا فِيْهِ الْاَهْوَاءَ ـ وَاَوْقَعُوْا اَنْفُسَهُمْ

অতিক্রম করিয়া ক্রীড়া-কৌতুকের অবৈধ সীমায় পৌঁছিয়াছে। (৭) উহাতে

فِى الدَّهْمَاءِ ـ وَلَمْ يَرَوْا اَنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ الْغِنَاءِ ـ كَمَا قَالَ

তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়াছে এবং নিজদিগকে বিপদে ফেলিয়াছে।

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ

আর তাহারা ভাবিয়াও দেখে নাই যে, এরূপ গান হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর

كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ بِالنَّمَاءِ ـ (৮) وَمَعَ ذٰلِكَ ظَنُّوْا بِمَنْ

এরশাদ অনুযায়ী মানুষের অন্তরে মুনাফেকী সৃষ্টি করে যেরূপ পানি জমীনে শস্য উৎপন্ন করে। (৮) এতদ সত্ত্বেও যাহারা ঐরূপ গান করে তাহাদিগকে তাহারা

يَّفْعَلُ ذٰلِكَ اَنَّهُمْ مِّنَ الْاَوْلِيَاءِ ـ (৯) وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ওলী-আল্লাহ মনে করে। (অথচ) (৯) রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করেন : তোমরা

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوْهُنَّ

গায়িকা বিক্রয় করিও না এবং উহাদিগকে ক্রয়ও করিও না। উহাদের মূল্য

(৭) বায়হাকী। (৯) আহ্মদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা।

وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ - وَفِى مِثْلِ هٰذَا أُنْزِلَتْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

হারাম। ঠিক ইহারই অনুরূপ আয়াত নাযিল হইয়াছে, 'অনেক লোক আল্লাহ্‌র

يَشْتَرِى لَهْوَالْحَدِيْثِ - (১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

কোরআন হইতে বিরতকারী গানের বস্তু ক্রয় করিয়া থাকে।' (১০) রাসূলে

إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِى رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ وَهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ - وَأَمَرَنِى

খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাকে সমগ্র বিশ্বের শান্তি স্বরূপ এবং জগতের পথ প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার প্রভু

رَبِّى عَزَّوَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ وَالْأَوْثَانِ وَالصَّلِيْبِ

আমাকে কৌতুকাবহ সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্র, মূর্তি, ক্রস (খৃষ্টানদের প্রতীক)

وَأَمْرِالْجَاهِلِيَّةِ - اَلْحَدِيْثُ - (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

ও অজ্ঞ যুগের সমস্ত কার্য-কলাপ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার আদেশ করিয়াছেন। (১১) রাসূলে-খোদা (দঃ) ক্বিয়ামতের আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে

فِىْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ - وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ - اَلْحَدِيْثُ -

ফরমাইয়াছেন ঃ(এক সময়)গায়িকা ও কৌতুকাবহ সাজ-সরঞ্জাম বাহির হইবে।

(১২) أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - (১৩) أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

(১২) মরদুদ শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি। (১৩) (আল্লাহ্ পাক

تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ وَأَنْتُمْ سَامِدُوْنَ ○

বলেন ঃ) এই কোরআন শুনিয়া কি তোমরা আশ্চর্য বোধ কর ? এবং হাস ? আর তোমরা ক্রন্দন কর না ? আর তোমরা ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত রহিয়াছ !

(১০) আহ্‌মদ। (১১) তিরমিযী।

الخطبة السابعة عشر فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بشرط القدرة

খোৎবা — ১৭

সাধ্যানুযায়ী সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْقُطْبَ الْاَعْظَمَ فِى الدِّيْنِ - وَبَعَثَ لَهُ النَّبِيِّيْنَ اَجْمَعِيْنَ -

(১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি 'সৎকাজের প্রতি নির্দেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করণকে ধর্মের সর্বাধিক বড় ধ্রুবতারা (অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়) রূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি সকল নবীদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(٢) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ - وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

(২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল।

(٣) اَلَّذِىْ بَلَّغَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

(৩) যিনি তাঁহার প্রভু ও সমগ্র জগতের প্রভুর তরফ হইতে অবতীর্ণ কিতাবের তবলীগ করিয়াছেন।

(٤) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَصْدَعُوْنَ بِالْحَقِّ - وَلَا يَخَافُوْنَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَآئِمِيْنَ -

(৪) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যাঁহারা (সর্বদাই) সত্যকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন এবং যাঁহারা আল্লাহ্‌র কাজে কখনও নিন্দুকের নিন্দার ভয় করিতেন না।

(٥) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ

(৫) অতঃপর (শুনুন) আল্লাহ্ পাক বলেন : তোমাদের মধ্যে

اُمَّةٌ يَّدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

এরূপ একটি দল হওয়া উচিত যাহারা মানুষকে মঙ্গলের দিকে আহ্বান করিবে এবং তাহাদিগকে সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজ হইতে নিষেধ করিবে, তাহারাই

وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (৬) وَقَالَ تَعَالٰى لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ

হইবে সফলকাম। (৬) আল্লাহ্ পাক আরও বলেন : আল্লাহ্‌ওয়ালা ও ধর্মভীরুগণ

وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ - لَبِئْسَ مَا كَانُوْا

কেন তাহাদিগকে তাহাদের অন্যায় কথাবার্তা ও হারাম দ্রব্য ভক্ষণ হইতে নিষেধ

يَصْنَعُوْنَ - (৭) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَّاٰى

করে না? নিশ্চয় তাহাদের ঐ সব কার্যকলাপ অত্যন্ত মন্দ। (৭) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি তোমাদের মধ্যে কেহ কাহাকেও

مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ - فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ - فَاِنْ لَّمْ

অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখে, তবে যেন হাত দ্বারা উহা পরিবর্তন করে বা বাধা দেয়। যদি উহাতে সক্ষম না হয়, তবে মুখে নিষেধ করিবে, যদি তাহাও না পারে,

يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ - وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ - (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

তবে অন্তরে (যেন তাহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে), ইহাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। (৮) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : যে সম্প্রদায়ের মধ্যে (কিছু সংখ্যক)

وَالسَّلَامُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى

লোক গোনাহ্‌র কাজে লিপ্ত হয়, অতঃপর অবশিষ্ট লোক উহা পরিবর্তন (সংশোধন) করিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাহা না করে, আল্লাহ্ পাক কর্তৃক

اَنْ يُّغَيِّرُوْا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا يُوْشِكُ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ -

ঐ সম্প্রদায়ের সকলের উপর যথাশীঘ্র আযাব নাযিল করিবার আশঙ্কা আছে।

(৭) মোসলেম। (৮) আবু দাউদ।

أَىْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا كَمَا فِى رِوَايَةٍ ۔ (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

অন্য এক রেওয়ায়তে মৃত্যুর পূর্বে নাযিল হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে। (৯) নবী

وَالسَّلَامُ إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِى الْأَرْضِ ـ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا

করীম (দঃ) এরশাদ করেন: যখন পৃথিবীতে কোন অন্যায় কাজ করা হয়, তখন যে ব্যক্তি ঐ স্থানে উপস্থিত থাকা সত্বেও উহা ঘৃণা করে, সে ব্যক্তি

كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا ۔ وَمَنْ غَابَ فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا ـ

এরূপ যেন সে উহা হইতে দূরে ছিল। আর যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়াও উক্ত গোনাহ্র কাজের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট থাকে, সে এরূপ যেমন তথায় উপস্থিত

(১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ أَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى

ছিল। (১০) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন: আল্লাহ্ তা'আলা হযরত

جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا ـ

জিব্রায়ীল (আঃ)-এর নিকট ওহী পাঠাইলেন—অমুক অমুক শহরকে উহার

فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ ـ

বাসিন্দাসহ ওলট্পালট্ করিয়া দাও। জিব্রায়ীল (আঃ) আরয করিলেন: হে পরওয়ারদেগার! উহাদের মধ্যে আপনার অমুক বান্দা রহিয়াছে, যে মুহূর্তকালও

قَالَ فَقَالَ اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ـ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِىَّ

আপনার নাফরমানীতে লিপ্ত হয় নাই। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেন: তখন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করিলেন: শহরটিকে তাহার এবং ঐ সকল লোকদের উপর

سَاعَةً قَطُّ ۔ (১১) أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

উল্টাইয়া দাও, কারণ ক্ষণকালও আমার জন্য তাহার চেহ্রার পরিবর্তন হয় নাই। (১১) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র পানাহ্ চাহিতেছি।

(৯) আবুদাউদ। (১০) বায়হাকী। (১১) ইব্নে-মাজা।

(১২) خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ۝

(১২) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ হে নবী !) আপনি ক্ষমা নীতি অবলম্বন করুন এবং (লোকদিগকে) সৎকাজের নির্দেশ দিন ও জাহেলদের হইতে বিরত থাকুন ।

الخطبة الثامنة عشر في آداب المعاشرة كون الاخلاق النبوية مدارا فيها

খোৎবা—১৮

নবী-চরিত্রের ভিত্তিতে সামাজিক জীবনযাপন পদ্ধতি

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَاَحْسَنَ خَلْقَهٗ وَتَرْتِيْبَهٗ ـ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের নিমিত্ত যিনি সবকিছু

(২) وَاَدَّبَ نَبِيَّهٗ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَحْسَنَ تَاْدِيْبَهٗ ـ

সুন্দররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সুশৃঙ্খলভাবে রাখিয়াছেন। (২) তিনি তাঁহার নবী মুহম্মদ (দঃ)কে উত্তমরূপে আদব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার স্বভাব ও

وَزَكّٰى اَوْصَافَهٗ وَاَخْلَاقَهٗ فَاتَّخَذَهٗ صَفِيَّهٗ وَحَبِيْبَهٗ ـ (৩) وَوَفَّقَ

গুণাবলী পবিত্র করত তাঁহাকে আপন দোস্ত ও খাঁটী বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। (৩) যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা চরিত্রবান করিতে ইচ্ছা করেন

لِلْاِقْتِدَاءِ بِهٖ مَنْ اَرَادَ تَهْذِيْبَهٗ ـ وَحَرَّمَ عَنِ التَّخَلُّقِ بِاَخْلَاقِهٖ مَنْ

তাহাকে হযরতের আখলাকের অনুসরণ করিবার তওফীক দেন, আর যাহাকে

اَرَادَ تَخْيِيْبَهٗ ـ (৪) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

ব্যর্থকাম করিতে চান তাহাকে হযরতের চরিত্রে চরিত্রবান হইতে বঞ্চিত রাখেন। (৪) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ

وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَ نَا وَ مَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ اَلَّذِىْ بُعِثَ

নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি

لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلاَقِ - (৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ

যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যাঁহাকে মহান চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার

اَلَّذِيْنَ هَذَّبُوْٓا اَهْلَ الْاَقْطَارِ وَ الْاٰفَاقِ - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَهٰذِهٖ

পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর করুণা বর্ষণ করুন যাঁহারা সমগ্র বিশ্ববাসীকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছেন। (৬) অতঃপর (শুনুন) এখানে রাসূলে খোদার (দঃ) উত্তম

جُمْلَةٌ يَسِيْرَةٌ مِنْ حُسْنِ مُعَاشَرَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَقْتَفِىْ

জীবনযাপন পদ্ধতির কয়েকটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হইতেছে যাহাতে তাঁহার

بِهٖٓ اُمَّتُهٗ وَتَحُوْزَ النِّعَمَ - (৭) فَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

উম্মতগণ তাঁহার নীতি অবলম্বন করিয়া অশেষ নেয়ামত হাছিল করিতে পারে।

اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ - (৮) وَمَا ضَرَبَ

(৭) নবী-করীম (দঃ) ছিলেন, সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সমধিক দাতা ও সর্বাধিক বীরপুরুষ

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلاَمُ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهٖ وَلاَ امْرَاَةً وَّلاَ خَادِمًا اِلآَّ

(৮) রাসূলে পাক (দঃ) জীবনে কখনও কাহাকেও নিজ হাতে একটি আঘাতও করেন নাই ; না কোন স্ত্রীলোককে, না কোন খাদেমকে। হাঁ, তবে আল্লাহ্‌র পথে

اَنْ يُّجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (৯) وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلاَمُ

জেহাদকালে কাহারও আঘাত পাওয়ার কথা স্বতন্ত্র। (৯) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বেচ্ছায়

(৭) বোখারী, মোসলেম (৮) মোসলেম (৯) তিরমিযী

فَاحِشًا وَّلَا مُتَفَحِّشًا وَّلَا سَخَّابًا فِى الْاَسْوَاقِ - وَلَا يَجْزِى بِالسَّيِّئَةِ

কিংবা অনিচ্ছায় জীবনে কখনও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। তিনি বাজারে কখনও চিল্লাইয়া কথা বলিতেন না এবং অন্যায়ের প্রতিশোধ কখনও অন্যায়ের

السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ - (১০) وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَعُوْدُ

দ্বারা লইতেন না; বরং তিনি ক্ষমা করিয়া দিতেন এবং এড়াইয়া যাইতেন।

الْمَرِيْضَ وَيَتْبَعُ الْجَنَازَةَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ - اَلْحَدِيْث -

(১০) রাসূলে পাক (দঃ) পীড়িতকে দেখাশুনা করিতেন, জানাযায় শামিল হইতেন

(১১) وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَخْصِفُ نَعْلَهٗ وَيَخِيْطُ ثَوْبَهٗ

এবং ক্রীতদাসদেরও দাওয়াত কবুল করিতেন। (১১) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজের

وَيَعْمَلُ فِىْ بَيْتِهٖ وَيَفْلِىْ ثَوْبَهٗ وَيَحْلِبُ شَاتَهٗ وَيَخْدِمُ نَفْسَهٗ -

জুতা নিজে সেলাই করিতেন, নিজের কাপড় নিজে সেলাই করিতেন, নিজের ঘরের কাজকর্ম নিজে করিতেন, নিজ কাপড়ে উকুন বাছিতেন, নিজের বকরী

(১২) وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ طَوِيْلَ الصَّمْتِ - (১৩) وَقَالَ

নিজে দোহন করিতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করিতেন। (১২) নবী করীম (দঃ)

اَنَسٌ خَدَمْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ

বেশীর ভাগ নীরব থাকিতেন। (১৩) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন: আমি দশ বৎসরকাল রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি,

لِىْ اُفٍّ وَّلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا اَلَّا صَنَعْتَ - (১৪) وَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ

কিন্তু কোন দিন তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নাই। (এমন কি,) 'এটা কেন করিয়াছ এবং ওটা কেন কর নাই' এতটুকু কথাও তিনি বলেন নাই।

(১০) ইবনে-মাজা, বায়হাকী (১১) তিরমিযী . (১২) শরহে-সুন্নাহ
(১৩) বোখারী, মোসলেম (১৪) মোসলেম।

اللّٰهِ اُدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اِنِّىْ لَمْ اُبْعَثْ لَعَّانًا وَّاِنَّمَا

(১৪) কেহ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে আরয করিল—ইয়া-রাসূলাল্লাহ্! আপনি মুশ্‌রেকদের প্রতি বদ-দো'আ করুন। হুযূর (দঃ) বলিলেন: আমি অভিশাপ

بُعِثْتُ رَحْمَةً - (১৫) وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَشَدَّ حَيَاءً

প্রদানের জন্য প্রেরিত হই নাই; বরং আমাকে রহমত স্বরূপ পাঠান হইয়াছে। (১৫) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) পরদানশীন কুমারী-কন্যা অপেক্ষাও সমধিক লজ্জাশীল

مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا فَاِذَا رَاٰى شَيْئًا يَّكْرَهُهٗ عَرَفْنَاهُ فِىْ

ছিলেন। সুতরাং কোন কাজ তাঁহার নযরে অপছন্দনীয় হইলে আমরা উহা

وَجْهِهٖ - وَتَمَامُهٗ فِىْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ - (১৬) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ

তাঁহার চেহ্‌রা মুবারক হইতে বুঝিয়া নিতাম। —ইহার পূর্ণ বিবরণ হাদীসের কিতাবাদিতে রহিয়াছে। (১৬) মরদূদ শয়তান হইতে আমি আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৭) وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ o

চাহিতেছি। (১৭) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন: হে নবী!) নিশ্চয়, আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

الخطبة التّاسعةُ عشر فى اِصَالةِ اِصْلاح الباطن

(খোৎবা—১৯

এছলাহে বাতেন সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُطَّلِعِ عَلٰى خُفِيَّاتِ السَّرَائِرِ - اَلْعَالِمِ

(১) সকল প্রকার তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই যিনি অন্তরের

(১৫) বোখারী, মোসলেম।

بِمَكْنُونَاتِ الضَّمَائِرِ - مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ - وَغَفَّارِ الذُّنُوبِ - (২) وَاَشْهَدُ

গোপন রহস্যসমূহের সংবাদ রাখেন, অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কেও খবর রাখেন, মনের পরিবর্তন ঘটান এবং পাপের অতীব ক্ষমাকারী। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি

اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদেনা মাওলানা

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (৩) سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَجَامِعُ شَمْلِ الدِّيْنِ -

হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৩) তিনি রাসূলগণের সরদার

وَقَاطِعُ دَابِرِ الْمُلْحِدِيْنَ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ

ধর্মের বিভেদকে একসূত্রে আবদ্ধকারী এবং মুলহেদ কাফেরদের মূলোৎপাটনকারী। আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর, তাঁহার পূত পবিত্র পরিবারবর্গের উপর অজস্র ধারায়

الطَّاهِرِيْنَ - وَسَلَّمَ كَثِيْرًا - (৪) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ كَوْنَ اِصْلَاحِ السَّرَائِرِ

রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। (৪) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) পবিত্র ক্বোরআন ও

دِعَامَةً لِاِصْلَاحِ الظَّوَاهِرِ - مِمَّا نَطَقَ بِهِ الْقُرْاٰنُ - وَسُنَّةُ رَسُوْلِ

জিন-ইনসানের রাসূলের পবিত্র সুন্নাহ্ অনুযায়ী অন্তরের সংশোধন বাহ্যিক

الْاِنْسِ وَالْجَانِّ - (৫) فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا

সংশোধনের স্তম্ভ স্বরূপ। (৫) আল্লাহ্ পাক (মুনাফেকদেরে—যেহেতু তাহারা অন্তরের সহিত তওহীদে বিশ্বাসী নহে) বলেন: (তোমরা ঈমানের দাবী করিতে

اَسْلَمْنَا - (৬) وَقَالَ تَعَالٰى فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ

পার না।) বরং বল, আমরা (বাহ্যিকভাবে) মুসলমান হইয়াছি। (৬) আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন: (সত্যে নির্বোধদের) চক্ষু অন্ধ হয় নাই; বরং

تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ - (৭) وَقَالَ تَعَالٰى وَنَفْسٍ

তাহাদের বক্ষস্থিত অন্তরসমূহ অন্ধ হইয়া গিয়াছে। (৭) আল্লাহ্ পাক আরও

وَّمَا سَوّٰهَا - فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا - قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا -

এরশাদ করেন ঃ জীবনের কসম, আর কসম তাঁহার যিনি উহাকে সুষ্ঠুরূপ দান করিয়াছেন। অতঃপর উহাকে পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে অবহিত করিয়া দিয়াছেন।

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا - وَغَيْرُهَا مِنَ الْاٰيَاتِ - (৮) وَقَالَ رَسُوْلُ

নিশ্চয় যে উহাকে (গোনাহ্‌র কাজ হইতে) পবিত্র রাখিয়াছে সে সফলকাম হইয়াছে, আর যে উহাকে অপবিত্র করিয়াছে সে বিফলকাম হইয়াছে। (৮) রাসূলে

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَاۤ اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ

খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ শোন! শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে,

صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ - وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ - اَلَا وَهِىَ

উহা ভাল হইলে সমস্ত শরীরই ভাল থাকে, আর উহা নষ্ট হইলে সমস্ত শরীরই

الْقَلْبُ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِوَابِصَةَ رض جِئْتَ تَسْأَلُ

নষ্ট হইয়া যায়। শোন! উহা হইল (মানুষের) অন্তঃকরণ। (৯) রাসূলে মাকবূল (দঃ) হযরত ওয়াবেছাকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি নেকী ও গোনাহ্

عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ قَالَ نَعَمْ - قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهٗ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهٗ

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ? বলিলেন, জি, হাঁ। ঘটনা বর্ণনাকারী

وَقَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلٰثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَئَنَّتْ

বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় অঙ্গুলি যুক্ত করিয়া তাহার বক্ষে মারিয়া ফরমাইলেন ঃ তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর। তিনবার

(৮) বোখারী, মোসলেম। (৯) আহমদ, তিরমিযী

اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَانَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ

এইরূপ বলিয়া ফরমাইলেন : নেকী উহা-যাহাতে আত্মা প্রসন্ন থাকে এবং মনও

وَتَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ - (১০) وَقَالَ عَلَيْهِ

প্রফুল্ল থাকে, আর গোনাহ্‌র কাজ উহা-যাহা অন্তরে ও মনে খট্‌কা সৃষ্টি করে যদিও লোকে তোমাকে ফতোয়া দেয়। (১০) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন :

الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

প্রত্যেক কাজ নিয়ত অনুযায়ীই হয়। (১১) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ

وَالسَّلاَمُ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكٰوةِ

করেন : মানুষ নামাযী হয়, রোযা রাখে, যাকাৎ দেয়, হজ্জ করে, ওমরাহ্‌ আদায়

وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتّٰى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ كُلَّهَا وَمَا يُجْزٰى يَوْمَ

করে। এইভাবে তিনি সর্বপ্রকার নেকীর কথা উল্লেখ করিলেন। অবশেষে

الْقِيٰمَةِ اِلاَّ بِقَدْرِ عَقْلِهٖ - (১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ يَقُوْلُ

ফরমাইলেন : কিন্তু ক্বিয়ামতদিবসে পুরস্কার দেওয়া হইবে শুধু তাহার জ্ঞানের পরিমাণ অনুযায়ী। (১২) হুযূর (দঃ) আরও এরশাদ করেন : আসমানের

اَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ وَيَقُوْلُ اَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ خَبِيْثَةٌ -

ফেরেশ্‌তাগণ, যখন তাহাদের কাছে ধর্মপরায়ণ লোকের রূহ্‌ উপস্থিত করা হয়? বলে, ইহা পবিত্র আত্মা, আর (যখন গোনাহ্‌গারের রূহ উপস্থিত করা হয়,

(১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ يَقُوْلُ مَلَكُ الْمَوْتِ اَيَّتُهَا

তখন) বলে, ইহা খবীছ রূহ। (১৩) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও এরশাদ করেন : (জান কবযের সময় মুসলমানের রূহ হইলে) মালাকুল মঊত 'হে

(১০) বোখারী, মোসলেম (১১) বায়হাকী (১২) মোসলেম (১৩) আহমাদ

النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ وَيَقُوْلُ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ - (১৪) اَعُوْذُ

শান্ত আত্মা!' বলিয়া সম্ভাষণ করে। আর (কাফেরের আত্মা হইলে) হে,

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৫) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ

খবীস আত্মা!' বলিয়া ডাকে। (১৪) আমি বিতাড়িত (মরদূদ) শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (১৫) আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেনঃ নিশ্চয়,

لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ۝

উহাতে অনেক উপদেশ আছে এরূপ ব্যক্তির জন্য যাহার অন্তঃকরণ আছে কিংবা যে কান পাতিয়া একাগ্রচিত্তে উহা শ্রবণ করে।

الخطبة العشرون فى القول الاجمالى فى تهذيب الاخلاق

খোৎবা—২০

চারিত্রিক সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ زَيَّنَ صُوْرَةَ الْاِنْسَانِ بِحُسْنِ تَقْوِيْمِهٖ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্যই যিনি মানবাকৃতিকে

وَتَقْدِيْرِهٖ - (২) وَحَرَسَهٗ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فِىْ شَكْلِهٖ

সুদৃঢ় ও সুসামঞ্জসভাবে রূপ দান করিয়াছেন। (২) আর যিনি উহার দেহের

وَمَقَادِيْرِهٖ - (৩) وَفَوَّضَ تَحْسِيْنَ الْاَخْلَاقِ اِلَى اجْتِهَادِ الْعَبْدِ

গঠন ও পরিমাপে কম বেশী হইতে সংরক্ষণ করিয়াছেন। (৩) তিনি সচ্চরিত্র

وَتَشْمِيْرِهٖ - وَاسْتَحَثَّهٗ عَلٰى تَهْذِيْبِهَا بِتَخْوِيْفِهٖ وَتَحْذِيْرِهٖ -

গঠনের ব্যাপারে বান্দার চেষ্টা ও যত্নের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি ভয়

(৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ

ভীতির দ্বারা তাহাকে সদাচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। (৪) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক,

سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (৫) اَلَّذِىْ كَانَ يَلُوْحُ اَنْوَارُ

তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা সাইয়্যেদেনা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৫) যাঁহার

النُّبُوَّةِ مِنْ بَيْنِ اَسَارِيْرِهٖ - وَيَسْتَشْرِفُ حَقِيْقَةُ الْحَقِّ مِنْ

পেশানী হইতে নুবুওতের নূর চম্‌কিত। তাঁহার প্রফুল্ল বদন ও সদাচার দ্বারা

مَخَايِلِهٖ وَتَبَاشِيْرِهٖ - (৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

সত্যের হকীকত প্রকাশ পাইত। (৬) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার

الَّذِيْنَ طَهَّرُوْا وَجْهَ الْاِسْلَامِ مِنْ ظُلْمَةِ الْكُفْرِ وَدَيَاجِيْرِهٖ -

পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। যাঁহারা কুফরের অন্ধকার ও মলিনতা হইতে ইসলাম ধর্মকে পবিত্র রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং অসত্যের

وَحَسَمُوْا مَادَّةَ الْبَاطِلِ فَلَمْ يَتَدَنَّسُوْا بِقَلِيْلِهٖ وَلَا بِكَثِيْرِهٖ -

মূল উৎপাটন করিয়াছেন, অথচ উহা দ্বারা তাঁহারা অল্প-বিস্তরও কলুষিত হন নাই।

(৭) اَمَّا بَعْدُ فَالْخُلُقُ الْحَسَنُ صِفَةُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاَفْضَلُ اَعْمَالِ

(৭) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) সুন্দর স্বভাব সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহম্মদ (দঃ)

الصِّدِّيْقِيْنَ - وَالْاَخْلَاقُ السَّيِّئَةُ هِىَ الْخَبَائِثُ الْمُبْعِدَةُ عَنْ

-এরই বিশিষ্ট গুণ ও ছিদ্দীকীনদের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। আর কুস্বভাব অতি অপবিত্র যাহা (মানুষকে) আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য হইতে দূরে সরাইয়া দেয় এবং

جِوَارِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اَلْمُنْخَرِطَةُ بِصَاحِبِهَا فِىْ سِلْكِ الشَّيَاطِيْنِ -

(৮) كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ

শয়তানের জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে। (৮) যেমন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন : যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে পবিত্র করিয়াছে, সে সফলকাম হইয়াছে। আর যে উহাকে

دَسّٰهَا - (৯) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَثْقَلَ

কলুষিত করিয়াছে সে ব্যর্থকাম হইয়াছে। (৯) রাসূল (দঃ) এরশাদ করেন : অতি

شَيْءٍ يُوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَاِنَّ اللّٰهَ

ভারী আ'মল যাহা ক্বিয়ামতের দিন মু'মিন বান্দার মীযানে রাখা হইবে, উহা হইবে

تَعَالٰى يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىَّ - (১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

তাহার সৎস্বভাব। নিশ্চয় আল্লাহ্ অনর্থক ও কুবাক্য ব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না। (১০) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন : মু'মিন বান্দা তাহার সৎস্বভাবের দরুন

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ -

রাত্রিতে নফল এবাদৎকারী ও দিবাভাগে রোযাদার ব্যক্তির সমান মর্যাদা লাভ করে।

(১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلْمُسْلِمُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ

(১১) রাসূলে খোদা(দঃ)আরও এরশাদ করেন : যে মুসলমান মানুষের সহিত মিলিয়া

وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ اَفْضَلُ مِنَ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى

মিশিয়া চলে এবং তাহাদের প্রদত্ত কষ্টে ছবর করে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ যে লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলে না এবং তাহাদের প্রদত্ত কষ্টে ছবর

اَذَاهُمْ - (১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

করে না। (১২) হাবীবে খোদা (দঃ) আরও এরশাদ করেন : পূর্ণ মু'মিন ঐ ব্যক্তি

(৯) তিরমিযী, (১০) আবুদাউদ (১১) তিরমিযী, ইবনে-মাজা (১২) আবুদাউদ, দারামী

اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا - (১৩) اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

যাহার চরিত্র সর্বাধিক সুন্দর। (১৩) বিতাড়িত(মরদুদ)শয়তান হইতে আল্লাহ্

(১৪) وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ

তাআ'লার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (১৪) (আল্লাহ্ পাক বলেন :) তোমরা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার গোনাহ্‌র কাজ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয়, যাহারা

سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ؀

গোনাহ্‌র কাজ করে, তাহাদিগকে তাহাদের কর্মফল ভোগ করিতেই হইবে।

اَلْخُطْبَةُ الْحَادِيَةُ وَّعِشْرُوْنَ فِىْ كَسْرِ الشَّهْوَتَيْنِ

খোৎবা - ২১

দুইটি কু-প্রবৃত্তি দমন সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُتَكَفِّلِ بِحِفْظِ عَبْدِهٖ فِىْ جَمِيْعِ مَوَارِدِهٖ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সর্বক্ষেত্রে ও সকল

وَمَجَارِيْهِ - (২) فَهُوَ الَّذِىْ يُطْعِمُهٗ وَيَسْقِيْهِ - وَيَحْفَظُهٗ مِنَ الْهَلَاكِ

স্থানে বান্দাকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। (২) তিনিই বান্দাকে খাদ্য ও পানীয় দান করেন এবং তাহাকে ধ্বংসের কবল হইতে হেফাযত ও

وَيَحْمِيْهِ - وَيَحْرُسُهٗ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَمَّا يُهْلِكُهٗ وَيُرْدِيْهِ -

সংরক্ষণ করেন। তিনি তাহাদিগকে খাদ্য ও পানীয় দ্বারা ধ্বংস ও অনিষ্টকর বস্তুর

(৩) وَيُمَكِّنُهٗ مِنَ الْقَنَاعَةِ بِقَلِيْلِ الْقُوْتِ فَيَكْسِرُ بِهٖ شَهْوَةَ النَّفْسِ

হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। (৩) এবং অল্প খাদ্যে তুষ্ট থাকার শক্তি দান করেন; যাহাতে সে তাহার শত্রু কাম-প্রবৃত্তিকে দমন রাখে এবং উহার

النّبى تعاديه - ويدفع شرها ثم يعبد ربه ويتقيه - (٤) ونشهد

অপকারিতা দূর করিতে পারে। সুতরাং খোদার এবাদৎ করিতে ও পরহেযগারী অবলম্বন করিতে সক্ষম হয়। (৪) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা

ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا

ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহম্মদ (দঃ)

محمدا عبده ورسوله النبيه ونبيه الوجيه - (٥) صلى الله

তাঁহারই বান্দা ও অভিজাত রাসূল এবং মর্যাদাসম্পন্ন নবী। (৫) আল্লাহ্

عليه وعلى الابرار من عترته واقربيه - والاخيار من

তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পুণ্যশীল পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের উপর

صحابته وتابعيه (٦) اما بعد فان اخوف الشهوات شهوة

এবং শ্রেষ্ঠতম ছাহাবী ও তাবেয়ীদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) সর্বাধিক ভয়াবহ যে রিপু তাহা পেটের লোভ ও কাম

البطن والفرج فالله الله ان تغلو فيهما - (٧) فقد قال الله

স্পৃহা—আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর ইহাদের প্রাবল্য হইতে। (৭) আল্লাহ্

تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا ج انه لا يحب المسرفين -

তা'আলা এরশাদ করেন: তোমরা খাও এবং পান কর, কিন্তু এস্‌রাফ (অপব্যয়) করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অপব্যয়ীকে পছন্দ করেন না।

(٨) وقال تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتمى ظلما انما

(৮) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন: যাহারা জোরযুল্‌ম পূর্বক এতীমের মাল ভক্ষণ

يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا - (٩) وَقَالَ تَعَالٰى وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ

করে তাহারা বাস্তবপক্ষে আগুনই উদরস্থ করে। (৯) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

اَكْلًا لَّمًّا لا (١٠) وَقَالَ تَعَالٰى وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً

তোমরা (কাফেরেরা) অন্যের মিরাছসমূহ আত্মসাৎ করিতেছ। (১০) আল্লাহ্ বলেন ঃ ব্যভিচারের নিকটেও যাইও না। কারণ, ইহা অত্যন্ত জঘন্য কাজ এবং

وَّسَاءَ سَبِيْلًا - (١١) وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ

অতিশয় খারাব পথ। (১১) আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা কি পৃথিবীর মধ্যে পুরুষদের

الْعٰلَمِيْنَ - (١٢) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْتُ

সহবাসে যাও। (১২) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ আমার পরে একমাত্র

بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ - (١٣) وَقَالَ عَلَيْهِ

নারী ব্যতীত সর্বাধিক অনিষ্টকর অন্য কোনও ফেৎনা আমি পুরুষদের জন্য রাখিয়া যাইতেছি না। (১৩) একদা রাসূলে খোদা (দঃ) হযরত আলীকে বলিলেন ঃ হে

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِعَلِىٍّ يَاعَلِىُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ

আলী ! পর নারীর প্রতি প্রথম বার দৃষ্টি নিপতিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বার আর দৃষ্টিপাত করিও না। প্রথম বারের দৃষ্টি (অনিচ্ছাহেতু) তোমার জন্য জায়েয এবং

الْاُوْلٰى وَلَيْسَ لَكَ الْاٰخِرَةُ - (١٤) وَسَمِعَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য নাজায়েয। (১৪) আর একদিন রাসূল (দঃ) এক

رَجُلًا يَّتَجَشَّأُ فَقَالَ اَقْصِرْ مِنْ جُشَاءِكَ - فَاِنَّ اَطْوَلَ النَّاسِ جُوْعًا

ব্যক্তিকে ঢেকুর দিতে শুনিয়া বলিলেন, তোমার ঢেকুর কম কর। (অর্থাৎ, কম পরিমাণে খাইও) যেহেতু কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত তাহারাই হইবে

(১২) বোখারী, মোসলেম (১৩) আহ্মদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, দারামী (১৪) শরহে সুন্নাহ

يوم القيمة اطولهم شبعا فى الدنيا ـ (١٥) واعلموا انه

যাহারা দুনিয়ায় অধিক তৃপ্তির সহিত ভোজন করে। (১৫) জানিয়া রাখুন!

كما يذم الافراط فى هاتين الشهوتين حيث يختل به حقوق

উক্ত উভয়বিধ বাসনায় যিয়াদতী করার দরুন আল্লাহ্ পাকের হক্ব আদায়ে অর্থাৎ

الله بالانهماك فيهما كذلك يذم التفريط فيهما بحيث يفوت

তাঁহার এবাদতে ক্রুটি হওয়া যেরূপ নিন্দনীয় তদ্রূপ উহাতে মাত্রাতিরিক্ত কম করার

به حق النفس او حق الاهل ـ (١٦) كما قال عليه الصلوة

দরুন নিজের হক্ব ও পরিবার পরিজনের হক্ব নষ্ট করাও নিন্দনীয়। (১৬) যেমন,

والسلام فان لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك

রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন: তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক্ব আছে এবং এক অভ্যাগতের হক্বও তোমার উপর আছে, আর তোমার নিজ দেহের

عليك حقا ـ (١٧) اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ (١٨) والله

হক্বও আছে। (১৭) বিতাড়িত ও মরদুদ শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন:) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের

يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات

তওবা কবূল করিতে চান, (কিন্তু) যাহারা প্রবৃত্তির দাস, তাহারা চায়

ان تميلوا ميلا عظيما ۝

তোমরাও যেন (তাহাদের ন্যায়) পুরাপুরিভাবে বাঁকা পথে চল।

الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ والعِشْرُونَ فِى حِفْظِ اللِّسَانِ

খোৎবা—২২

জিহ্বা সংযত রাখা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْسَنَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ وَعَدَلَهٗ - وَاَفَاضَ

(১) সকল প্রকার তারীফ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি মানুষকে সর্বাধিক সুন্দররূপে সুসামঞ্জস্যের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি তাহার অন্তরে

عَلٰى قَلْبِهٖ خَزَائِنَ الْعُلُوْمِ فَاَكْمَلَهٗ - (٢) ثُمَّ اَمَدَّهٗ بِلِسَانٍ يَتَرْجِمُ

এলমের ভাণ্ডার প্রদান করিয়া তাহাকে পূর্ণত্ব দান করিয়াছেন। (২) অতঃপর

بِهٖ عَمَّا حَوَاهُ الْقَلْبُ وَعَقَلَهٗ . وَيَكْشِفُ عَنْهُ سِتْرَهُ الَّذِىْ اَرْسَلَهٗ -

তিনি তাহাকে এমন **একটি জবান** দিয়াছেন যদ্দ্বারা তাহার অন্তরে ও জ্ঞানে নিহিত ভাব ব্যক্ত করিতে পারে এবং যে হেদায়ত নাযিল করিয়াছেন তাহা

(٣) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ

প্রকাশ করিতে পারে। (৩) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (٤) الَّذِىْ اَكْرَمَهٗ وَبَجَّلَهٗ - وَنَبِيُّهُ الَّذِىْ

সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৪) যাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলা অশেষ সম্মান ও মর্যাদা দান করিয়াছেন। তিনি আল্লাহ্ পাকের

اَرْسَلَهٗ بِكِتَابٍ اَنْزَلَهٗ - (٥) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

প্রেরিত নবী যাঁহাকে আল্লাহ্ পাক আসমানী কিতাব সহ প্রেরণ করিয়াছেন। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও তাঁহার ছাহাবীদের উপর

مَا كَبَّرَ اللّٰهَ عَبْدٌ وَّ هَلَّلَهُ - (٦) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللِّسَانَ جِرْمُهُ صَغِيْرٌ

রহমৎ বর্ষণ করুন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কোনও বান্দা তকবীর তাহ্‌লীল বলিতে থাকে। (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) জিহ্বা একটি ক্ষুদ্র বস্তু কিন্তু তাহার

وَجُرْمُهُ كَبِيْرٌ - فَلِذٰلِكَ مَدَحَ الشَّرْعُ الصَّمْتَ وَحَثَّ عَلَيْهِ اِلَّا

অপরাধ অনেক বড়। এইজন্যই শরীঅতে নীরবতা অবলম্বনের প্রশংসা করিয়াছে

بِالْحَقِّ - (٧) فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّضْمَنْ لِّيْ مَا بَيْنَ

এবং সত্যের প্রয়োজন ব্যতীত নীরব থাকিতে উৎসাহ দিয়াছে। (৭) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন: যে ব্যক্তি আমাকে তাহার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী

لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ - (٨) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

(জিহ্বা) ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী (লজ্জা) স্থানের জামানত দিতে পারে, আমি তাহার জন্য বেহেশ্‌তের জামীন হইব। (৮) হুযুর (দঃ) এরশাদ করেন:

وَالسَّلَامُ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَّقِتَالُهُ كُفْرٌ - (٩) وَقَالَ عَلَيْهِ

কোনও মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী, আর তাহার সহিত লড়াই ঝগড়া করা কুফরী। (৯) তিনি আরও ফরমাইয়াছেন: চোগলখোর কখনও বেহেশ্‌তে

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ - (١٠) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

প্রবেশ করিবে না। (১০) তিনি ফরমাইয়াছেন: সত্যবাদিতা নেকী। আর

وَالسَّلَامُ اِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَّاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ - وَاِنَّ

নেকী বেহেশ্‌তের পথপ্রদর্শক। পক্ষান্তরে মিথ্যা জঘন্য পাপ এবং পাপ দোযখের

الْكِذْبَ فُجُوْرٌ وَّاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ - (١١) وَقَالَ عَلَيْهِ

পথ প্রদর্শক। (১১) একদা রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইলেন: তোমরা কি জান

(৭) বোখারী (৮) বোখারী মোসলেম (৯) বোখারী মোসলেম
(১০) মোসলেম (১১) মোসলেম

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ -

গীবৎ কি জিনিস ? ছাহাবায়ে কেরাম আরয করিলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল

قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ - قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ

অধিক জ্ঞাত আছেন। তিনি ফরমাইলেন ঃ তোমার ভাইএর অসাক্ষাতে এমন কিছু বলা যাহা সে অপছন্দ করে। আরয করা হইল ঃ আমার ভাই-এর মধ্যে

مَا اَقُوْلُ - قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ

যদি সেই দোষ থাকে যাহা আমি বলি। হুযুর (দঃ) ফরমাইলেন ঃ তুমি যাহা বর্ণনা কর সত্যই যদি সেই দোষ তাহার মধ্যে থাকে, তবে উহাই গীবত

فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ - (১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ

হইবে। আর তাহার মধ্যে যদি সেই দোষ না থাকে, তবে তো তুমি তাহার অপবাদ করিলে। (১২) রাসূলে পাক (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যে নীরব থাকে

صَمَتَ نَجَا - وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ

সে নাজাত পায়। রাসূলে খোদা (দঃ) এর্শাদ করেন ঃ মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য

تَرْكُهٗ مَا لَا يَعْنِيْهِ - (১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ كَانَ

হইল অযথা কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করা। (১৩) রাসূলে খোদা (দঃ) এর্শাদ করেন ঃ

ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِسَانٌ مِّنْ نَّارٍ -

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দুই মুখ বিশিষ্ট হয় (অর্থাৎ, যার কাছে যায় তারই প্রশংসা গায়) কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তির জিহ্বা হইবে আগুনের।

(১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ لَّمْ يَمُتْ

(১৪) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যে-ব্যক্তি তাহার কোনও মুসলমান

(১২) আহমদ, তিরমিযী, দারামী, বায়হাকী,
(১৩) দারামী, (১৪) তিরমিযী।

حَتّٰى يَعْمَلَهٗ يَعْنِىْ مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ - (١٥) وَقَالَ عَلَيْهِ

ভাইকে তাহার তওবাকৃত অপরাধের কথা উল্লেখ করিয়া লজ্জা দিবে সে নিজে সেই পাপ না করা পর্যন্ত মরিবে না। (১৫) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمَهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ -

তোমার কোন মুসলমান ভাই-এর বিপদে আনন্দ প্রকাশ করিও না। কারণ আল্লাহ্ পাক হয়ত তাহার প্রতি রহমত বর্ষণ করিতে পারেন আর তোমাকে

(١٦) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ

উহাতে নিপতিত করিতে পারেন। (১৬) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও বলেন ঃ যখন কোনও ফাসেকের প্রশংসা করা হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত রাগান্বিত

تَعَالٰى وَاهْتَزَّلَهُ الْعَرْشُ - (١٧) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

হন এবং তজ্জন্য আল্লাহ্র আরশ কাঁপিয়া উঠে। (১৭) বিতাড়িত শয়তান

الرَّجِيْمِ - (١٨) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۝

হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) **মানুষ যে কথাই বলুক না কেন তাহার নিকট একজন দৃষ্টিপাতকারী প্রস্তুত থাকে।**

اَلْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُوْنَ فِىْ ذَمِّ الْغَضَبِ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ

খোৎবা—২৩

ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষের নিন্দাবাদ সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَا يَتَّكِلُ عَلٰى عَفْوِهٖ وَرَحْمَتِهٖ اِلَّا

(১) যাবতীয় তা'রীফ সেই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যাঁহার ক্ষমা ও রহমতের

(১৫) তিরমিযী। (১৬) বায়হাকী।

الرَّاجُونَ - (২) وَلَا يَحْذَرُ سُوءَ غَضَبِهٖ وَسَطْوَتِهٖ اِلَّا الْخَائِفُونَ -

প্রতি শুধু আশান্বিত ব্যক্তিগণই নির্ভর করিয়া থাকে। (২) এবং একমাত্র পরহেযগারগণই তাঁহার প্রতিপত্তি ও গযবের পরিণামের ভয় করিয়া থাকে

(৩) اَلَّذِىْ سَلَّطَ عَلٰى عِبَادِهٖ الشَّهَوَاتِ وَاَمَرَهُمْ بِتَرْكِ

(৩) যিনি স্বীয় বান্দাদের উপর মানবীয় প্রবৃত্তিকে প্রভাবান্বিত করিয়া দিয়া (পুনঃ)

مَا يَشْتَهُوْنَ - (৪) وَابْتَلَاهُمْ بِالْغَضَبِ وَكَلَّفَهُمْ كَظْمَ الْغَيْظِ

তাহাদিগকে উহা বর্জন করিতে আদেশ করিয়াছেন। (৪) তিনি তাহাদিগকে ক্রোধ বিজড়িত করিয়া আবার তাহাদিগকে ক্রোধের সময় উহা দমন করিবার নিমিত্ত

فِيْمَا يَغْضَبُوْنَ - (৫) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

আদেশ করিয়াছেন। (৫) আমি সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক। তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْ تَحْتَ لِوَائِهِ النَّبِيُّوْنَ -

দিতেছি—হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যাঁহার ঝাণ্ডা-তলে

(৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ صَلٰوةً يُّوَازِىْ

সকল নবী থাকিবেন। (৬) আল্লাহ্ তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের

عَدَدُهَا عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا سَيَكُوْنُ - وَيَحْظٰى بِبَرَكَتِهَا الْاَوَّلُوْنَ

উপর রহমত বর্ষণ করুন যাহা পূর্বাপর সকল সৃষ্টের সমপরিমাণ হয় এবং উহার বরকত পূর্ববর্তী ও পরবর্তিগণ সকলেই লাভ করিতে পারে। অশেষ অফুরন্ত

وَالْاٰخِرُوْنَ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৭) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْغَضَبَ

শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (৭) অতঃপর (জানিয়া রাখুনঃ) অহেতুক

بِغَيْرِ حَقٍّ وَمَا يَنْتَجُ مِنْهُ مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ - مِمَّا يُهْلِكُ بِهٖ

রাগ এবং উহার পরিণাম স্বরূপ যে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, উহা এমনই এক

مَنْ هَلَكَ وَيُفْسِدُ بِهٖ مَنْ فَسَدَ - (৮) كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ

বস্তু যাহা মানুষের ধ্বংস ও অনিষ্ট সাধন করে। (৮) যেমন, আল্লাহ্‌ পাক উহার

ذَمِّهٖۤ اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ

নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন : যেহেতু কাফেরেরা তাহাদের অন্তরে জাহেলিয়াতের

الْجَاهِلِيَّةِ اَلْاٰيَةَ - (৯) وَقَالَ تَعَالٰى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

প্রতিহিংসা স্থান দিয়াছিল সেইজন্য তাহারা আযাবের উপযোগী হইয়াছিল। (৯) আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেন : কোনও গোত্র বিশেষের শত্রুতা যেন

قَوْمٍ عَلٰۤى اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا - (১০) وَقَالَ تَعَالٰى وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

তোমাদিগকে বে-ইন্‌ছাফী করিতে উদ্বুদ্ধ না করে। (১০) আল্লাহ্‌ পাক আরও এরশাদ করেন : (হে রাসূল! আপনি বলুন,) আমি হিংসুকের হিংসার

اِذَا حَسَدَ - (১১) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অপকারিতা হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করিতেছি। (১১) রাসূলে করীম (দঃ)-

لِرَجُلٍ قَالَ لَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ قَالَ لَا تَغْضَبْ -

এর খেদমতে এক ব্যক্তি বলিল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি ফরমাইলেন :

فَرَدَّ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ - (১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

"রাগান্বিত হইও না।" ঐ ব্যক্তি কয়েকবার এইরূপ প্রশ্ন করিলে তিনি প্রত্যেকবারই বলিলেন : রাগান্বিত হইও না। (১২) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ

(১১) বোখারী। (১২) আহমদ, তিরমিযী।

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ - فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ

করেন ঃ তোমাদের মধ্যে যখন কেহ রাগান্বিত হইয়া পড়ে, তখন যদি সে দণ্ডায়মান থাকে, তবে সে যেন বসিয়া পড়ে। যদি উহাতে তাহার রাগ

الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ - (১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَلَا

প্রশমিত হয়, (তবে তো ভাল) নতুবা সে যেন শুইয়া পড়ে। (১৩) রাসূলে

تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا - (১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ دَبَّ

পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমরা পরস্পর হিংসাপরায়ণ হইও না; (কিংবা) পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করিও না। (১৪) রাসূলে খোদা (দঃ)

إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ

এরশাদ করেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মতগণের ব্যাধি ক্রমান্বয়ে তোমাদের দিকেও ধাবিত

لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ - (১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ

হইতেছে, উহা হইল হিংসা ও বিদ্বেষ ; উহা মুণ্ডনকারী। আমি বলি না যে, উহা কেশ মুণ্ডন করে ; বরং উহা তোমাদের দ্বীনকে মুড়াইয়া দেয়। (১৫) রাসূলে

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ

খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমরা হিংসা হইতে বাঁচিয়া থাকিও। কারণ

كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ - (১৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

হিংসা নেকীকে এরূপ ধ্বংস করিয়া দেয় যেরূপ আগুন কাঠকে ভস্ম করিয়া দেয়। (১৬) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক সোমবার ও

يُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ - فَيُغْفَرُ لِكُلِّ

বৃহস্পতিবার বেহেশ্‌তের দরওয়াজা খোলা হয়। ঐ দিন মুশরেক ব্যতীত আর

(১৩) বোখারী মোসলেম। (১৪) আহমদ, তিরমিযী। (১৫) আবুদাঊদ।
(১৬) মোসলেম।

عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اَخِيْهِ

অন্য সকলের গোনাহ্ মা'ফ করা হয়; কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে মা'ফ করা হয় না,

شَحْنَاءُ - فَيُقَالُ اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا - (১৭) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

যে তাহার ভাই-এর প্রতি হিংসা পোষণ করে। তখন (ফেরেশ্তাকে) বলা হয়; তোমরা উহাদিগকে সময় দাও, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পরস্পর আপোষ

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৮) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

মীমাংসা করিয়া লয়। (১৭) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার পানাহ্ চাহিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন: ঐ সমস্ত

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ

পরহেযগারদের জন্য বেহেশ্ত নির্মিত হইয়াছে) যাহারা সুখে-দুঃখে (সর্বাবস্থায়) দান করে, আর যাহারা ক্রোধ হযম করে এবং মানুষকে (তাহার অপরাধ)

اَلْمُحْسِنِيْنَ ۝

ক্ষমা করিয়া দেয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা নেককারদিগকে ভালবাসেন।

اَلْخُطْبَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُوْنَ فِىْ ذَمِّ الدُّنْيَا

(খোৎবা—২৪

দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَرَّفَ اَوْلِيَاءَهٗ غَوَائِلَ الدُّنْيَا وَاٰفَاتِهَا -

(১) সকল প্রকার তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য, যিনি তাঁহার আওলিয়াদিগকে দুনিয়ার বিপদ-আপদসমূহ সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন এবং

(১৬) মোসলেম।

وَكَشَفَ لَهُمْ عَنْ عُيُوبِهَا وَعَوْرَاتِهَا - (٢) فَعَلِمُوا أَنَّهُ يَزِيدُ مُنْكَرُهَا

উহার অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটীসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। (২) সুতরাং তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে, উহার পাপের সংখ্যা

عَلَى مَعْرُوفِهَا - وَلَا يَفِي مَرْجُوُّهَا بِمَخُوفِهَا - (٣) لَا يَخْلُو صَفْوُهَا

নেকীর তুলনায় বেশী। আর বিপদ-আপদের তুলনায় উহার আশা-আকাঙ্ক্ষা কমই পূর্ণ হয়।

عَنْ شَوَائِبِ الْكُدُورَاتِ - وَلَا يَنْفَكُّ سُرُورُهَا عَنِ الْمُنَغِّصَاتِ -

(৩) উহার বিশুদ্ধতা মলিনতা মিশ্রণ হইতে মুক্ত নহে। আর উহার খুশীও

(٤) تُمَنِّي أَصْحَابَهَا سُرُورًا - وَتَعِدُهُمْ غُرُورًا - (٥) وَأَشْهَدُ أَنْ

দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্ত নহে। (৪) সে দুনিয়াদারকে প্রফুল্লতার আশা দেয় এবং ধোকাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেয়। (৫) আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মহান

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - (٦) وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৬) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহাম্মদ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُرْسَلُ إِلَى الْعٰلَمِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

(দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি (মানুষকে বেহেশ্‌তের) সুসংবাদ ও (দোযখের)

وَسِرَاجًا مُنِيرًا - (٧) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ

ভয় প্রদর্শনের জন্য উজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (৭) আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর

وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - (٨) أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْآيَاتِ الْوَارِدَةَ فِي ذَمِّ

অজস্র ধারায় রহমত ও করুণা বর্ষণ করুন। (৮) অতঃপর (জানিয়া রাখুন,)

الدُّنْيَا وَاَمْثِلَتِهَا كَثِيْرَةٌ - (৯) وَاَكْثَرُ الْقُرَانِ مُشْتَمِلٌ عَلٰى ذَمِّ

দুনিয়ার নিন্দাবাদ সম্পর্কে বহু আয়াত ও দৃষ্টান্ত নাযিল হইয়াছে। (৯) কোরআন শরীফের অধিকাংশ স্থানে দুনিয়ার নিন্দা ও উহা হইতে মানুষকে দূরে থাকার

الدُّنْيَا وَصَرْفِ الْخَلْقِ عَنْهَا وَدَعْوَتِهِمْ اِلَى الْاٰخِرَةِ - (১০) بَلْ هُوَ

নির্দেশ এবং আখেরাতের দিকে আহ্বান রহিয়াছে। (১০) বরং ইহাই ছিল

مَقْصُوْدُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَلَمْ يُبْعَثُوْٓا اِلَّا لِذٰلِكَ - فَالْاٰيَاتُ

আম্বিয়া (আঃ)দের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাহারা একমাত্র এই উদ্দেশ্যে জগতে

فِيْهَا مَشْهُوْرَةٌ - وَجُمْلَةٌ مِّنَ السُّنَنِ هُنَالِكَ مَذْكُوْرَةٌ - (১১) فَقَدْ

আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এসম্পর্কে কোরআন শরীফের আয়াতসমূহ প্রসিদ্ধ আছে। এখানে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে। (১১) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ

এরশাদ করেন: খোদার কসম, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হইল

اِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهٗ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ -

এই যে, সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবাইয়া দেখ উহা কি পরিমাণ নিয়া ফিরিয়া আসে।

(১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ

(১২) রাসূলুল্লাহ্(দঃ) ফরমাইয়াছেন, দুনিয়া মু'মেনের জন্য জেলখানা, আর কাফেরের

الْكَافِرِ - (১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَوْكَانَتِ الدُّنْيَا

জন্য বেহেশ্ত। (১৩) রাসূল (দঃ) এরশাদ করেন: আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যদি

تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةً -

দুনিয়া একটি মাছির ডানার তুল্য হইত তথাপি কোনও কাফেরকে উহা হইতে এক

(১১) মোসলেম। (১২) মোসলেম। (১৩) আহ্মদ, তিরমিযী, ইব্নে-মাজা।

(১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ

ঢোকও পান করাইতেন না। (১৪) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন: যে-ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসিবে সে তাহার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। আর

وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى -

যে পরকালকে ভালবাসিবে সে তাহার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। সুতরাং তোমরা অস্থায়ী জগতের মোকাবেলায় স্থায়ী জগতকে অগ্রগণ্য করিয়া লইও।

(১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا - وَمَا اَنَا

(১৫) রাসূলে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন: দুনিয়ার সহিত আমার কি সম্পর্ক?

وَالدُّنْيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا -

দুনিয়ার সহিত আমার সম্পর্ক শুধু এতটুকু, যেমন কোন আরোহী বৃক্ষের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, অতঃপর উহা ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

(১৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ

(১৬) রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেন: দুনিয়ার প্রতি মহব্বত যাবতীয়

خَطِيْئَةٍ - (১৭) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ

গোনাহ্র মূল। (১৭) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও বলেন: তোমরা আখেরাতের

الْاٰخِرَةِ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا - (১৮) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

সন্তান হও; দুনিয়ার সন্তান হইও না। (১৮) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৯) بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

তা'আলার পানাহ্ চাহিতেছি। (১৯) (আল্লাহ্ পাক বলেন:) বরং তোমরা দুনিয়ার

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

জিন্দেগীকে প্রাধান্য দিয়া থাক, অথচ আখেরাত অধিক শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।

(১৪) আহ্মদ, বায়হাকী। (১৫) আহ্মদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা।
(১৬) বায়হাকী। (১৭) আবু-নঈম।

الخطبة الخامسة والعشرون في ذم البخل وحب المال

খোৎবা—২৫

কৃপণতা ও মালের মহব্বতের নিন্দা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُسْتَوْجِبِ الْحَمْدِ بِرِزْقِهِ الْمَبْسُوطِ ـ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি প্রচুর পরিমাণে

كَاشِفِ الضُّرِّ بَعْدَ الْقُنُوطِ ـ (٢) اَلَّذِىْ خَلَقَ الْخَلْقَ ـ وَوَسَّعَ

রিয্‌ক প্রদান হেতু প্রশংসার উপযুক্ত এবং নিরাশ হওয়ার পরও যিনি বিপদ দূর করেন। (২) যিনি সৃষ্টকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রিয্‌ক ছড়াইয়া

الرِّزْقَ ـ (٣) وَاَفَاضَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ اَصْنَافَ الْاَمْوَالِ ـ

দিয়াছেন। (৩) এবং যিনি জগতের বুকে বিভিন্নরূপ ধন-দৌলত প্রবাহিত

(٤) وَابْتَلَاهُمْ فِيْهَا بِتَقْلِيْبِ الْاَحْوَالِ ـ (٥) كُلُّ ذٰلِكَ لِيَبْلُوَهُمْ

করিয়া দিয়াছেন। (৪) যিনি অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া বান্দাদিগকে আযমায়েশের সম্মুখীন করিয়াছেন। (৫) উহা দ্বারা তিনি বান্দাদিগকে

اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ـ (٦) وَيَنْظُرَ اَيُّهُمْ اٰثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ

পরীক্ষা করিতে চাহেন যে, কে তাহাদের মধ্যে নেক আমল করে। (৬) আর দেখিতে চাহেন যে, কে আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে প্রাধান্য

بَدَلًا ـ (٧) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

দেয়। (৭) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ نَسَخَ بِمِلَّتِهِ

মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি স্বীয় ধর্ম দ্বারা

مِلَلاً - وَطَوٰى بِشَرِيْعَتِهٖ اَدْيَانًا وَّنِحَلاً - (٨) صَلَّى اللّٰهُ

অন্যান্য ধর্ম রহিত করিয়া দিয়াছেন এবং নিজ শরীয়ত দ্বারা অন্যান্য মাযহাবগুলিকে ঢাকিয়া দিয়াছেন। (৮) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ سَلَكُوْا سُبُلَ رَبِّهِمْ ذُلُلاً - وَسَلَّم

ছাহাবীগণের উপর রহমত নাযিল করুন যাঁহারা অবনত শিরে আল্লাহ্‌র পথে চলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন ; অজস্র ধারায় শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের

تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (٩) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ

উপর। (৯) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন : হে

اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ - وَمَنْ

ঈমানদারগণ ! তোমাদের ধন-ধৌলত ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র

يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - (١٠) وَقَالَ تَعَالٰى اَلَّذِيْنَ

যিক্‌র হইতে গাফেল না করে। যাহারা ঐরূপ করিবে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (১০) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন : ঐ সমস্ত লোক যাহারা নিজেও

يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ

কৃপণতা করে এবং অন্যকেও কৃপণতা করিতে নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা গোপন রাখে, (আল্লাহ্

مِنْ فَضْلِهٖ - (١١) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

তা'আলা তাহাদিগকে ভালবাসেন না)। (১১) রাসূলে খোদা (দঃ) এর্‌শাদ

يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِيْ - وَهَلْ لَّكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِلَّا مَاۤ اَكَلْتَ

করেন : আদম-সন্তানগণ আমার মাল আমার মাল বলিয়া দাবী করে। কিন্তু হে আদম-সন্তানগণ ! বাস্তবিকপক্ষে তোমার বলিতে তো শুধু এতটুকু

فَأَفْنَيْتَ - أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ - أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ -

যাহা তুমি উদরে পুরিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছ। অথবা যাহা পরিধান করিয়া জীর্ণ করিয়া দিয়াছ। কিংবা যাহা সৎপথে ছদ্কা করিয়াছ।

(১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ

(১২) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন : তোমরা কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকিও। কারণ, কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে ধ্বংস করিয়া

مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - (১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا يَدْخُلُ

দিয়াছে। (১৩) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন : ধোকাবাজ, বখীল এবং

الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ - (১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

উপকার করিয়া খোটা প্রদানকারীরা কখনও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না। (১৪) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : হে আদম-সন্তান! তোমার

وَالسَّلَامُ يَا ابْنَ اٰدَمَ اَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ وَاَنْ تُمْسِكَهُ

প্রয়োজনের অধিক মাল (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করা তোমার পক্ষে খুবই

شَرٌّ لَّكَ - وَلَا تُلَامُ عَلٰى كَفَافٍ وَّابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ - (১৫) وَاعْلَمُوْا

ভাল আর উহা জমা করা অতি অন্যায় তবে আবশ্যক পরিমাণ সঞ্চয় দূষণীয় নহে। আর সর্বপ্রথম তোমার পরিবার পরিজন্ হইতে দান কার্য আরম্ভ কর। (১৫) আর জানিয়া

اَنَّ هٰذَا اِذَا كَانَ الْكَسْبُ اَوِ الْاِمْسَاكُ لِغَيْرِ الدِّيْنِ - (১৬) فَاَمَّا

রাখ, ধন-দৌলত অর্জন করা কিংবা উহা জমা করিয়া রাখা সম্পর্কে তিরস্কার বাণী তখনই বর্তিবে যখন উহা ধর্মের জন্য না হয়। (১৬) হাঁ, ধর্মের জন্য

(১৩) মোসলেম। (১৪) মোসলেম। (১৫) তিরমিযী। (১৬) মোসলেম।

لِلدِّيْنِ - فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَارَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا

হইলে উহাতে দোষ নাই, **কেননা,** আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : তোমার প্রভু ইচ্ছা করিলেন যেন তাহারা (এতীম বালকদ্বয়) যৌবন সীমায় গিয়া পৌঁছে এবং

اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ - (১৭) وَقَالَ

তাহাদের গুপ্ত ধন বাহির করিয়া লয়। ইহা তোমার প্রভুর তরফ হইতে তাহাদের প্রতি (অশেষ) করুণা বটে। (১৭) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আরও এরশাদ করেন :

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَّا يَنْفَعُ فِيْهِ

এমন এক সময় আসিবে যখন দীনার ও দেরহাম ব্যতীত অন্য কিছুই মানুষের

اِلَّا الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ - (১৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

কাজে আসিবে না। (১৮) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আরও এরশাদ করেন : যে-ব্যক্তি

لَا بَاْسَ بِالْغِنٰى لِمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ - (১৯) وَقَالَ سُفْيَانُ

আল্লাহ্ তাআ'লাকে ভয় করে ধনবান হওয়ায় তাহার দোষ নাই। (১৯) হযরত

الثَّوْرِىُّ كَانَ الْمَالُ فِيْمَا مَضٰى يُكْرَهُ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ

সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলিয়াছেন : প্রাচীনকালে ধন-দৌলত অপছন্দনীয় ছিল।

الْمُؤْمِنِ - (২০) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (২১) وَاَنْفِقُوْا

কিন্তু বর্তমান যুগে ইহা মু'মিনের জন্য ঢাল স্বরূপ। (২০) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাহিতেছি। (২১) (আল্লাহ্ পাক বলেন :)

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا ط

তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিও এবং নিজ হাতে নিজদিগকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

দিও না। নেককাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নেককারদিগকে ভালবাসেন।

(১৭) আহ্‌মদ। (১৮) আহ্‌মদ। (১৯) শরহে সুন্নাহ।

الخطبة السادسة والعشرون فى ذم حب الجاه والرياء

খোৎবা—২৬

সম্মান-লালসা ও রিয়ার নিন্দা সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَّامِ الْغُيُوْبِ - اَلْمُطَّلِعِ عَلٰى سَرَائِرِ الْقُلُوْبِ -

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার নিমিত্ত যিনি সকল অদৃশ্য বিষয়ে পূর্ণরূপে অবহিত এবং অন্তর্নিহিত রহস্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত।

(২) اَلَّذِىْ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْاَعْمَالِ اِلَّا مَا كَمُلَ وَوَفٰى - وَخَلَصَ

(২) তিনি শুধু ঐ সমস্ত আমলই কবূল করিয়া থাকেন যাহা রিয়ার গন্ধ

عَنْ شَوَائِبِ الرِّيَاءِ وَالشِّرْكِ وَصَفٰى - (৩) وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ

হইতে মুক্ত এবং শির্ক হইতে পবিত্র। (৩) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্

اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদেনা মাওলানা মুহাম্মদ (দঃ)

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْ زَكَّانَا عَنْ شَوَائِبِ الشِّرْكِ - (৪) صَلَّى اللّٰهُ

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, তিনি আমাদিগকে শির্কের কলুষতা হইতে পবিত্র করিয়াছেন। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْمُبَرَّئِيْنَ مِنَ الْخِيَانَةِ وَالْاِفْكِ -

উপর রহমত বর্ষণ করুন যাঁহারা খেয়ানত ও মিথ্যা অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র

وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৫) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الرِّيَاءَ سَوَاءٌ كَانَ

ছিলেন। অশেষ শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (৫) অতঃপর (জানা

فِى الْعَادَاتِ اَوْ فِى الطَّاعَاتِ مِنْ اَعْظَمِ الْمُوبِقَاتِ - (٦) فَقَدْ قَالَ

আবশ্যক) রিয়া স্বাভাবিক কাজ-কর্মেই হউক অথবা এবাদতেই হউক, বড়ই

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا

মারাত্মক। (৬) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন : যে ব্যক্তি এই জগতে লোক দেখানো পোষাক পরিবে আল্লাহ্ তাহাকে ক্বিয়ামত দিবসে অপমানজনক পোষাক

اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ - (٧) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

পরাইবেন। (৭) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন : মানুষের মন্দের জন্য ইহাই

وَالسَّلَامُ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يُّشَارَ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِى

যথেষ্ট যে, দ্বীন বা দুনিয়ার কাজে লোক তাহার দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করে।

دِيْنٍ اَوْ دُنْيَا اِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ - (٨) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

হাঁ, তবে আল্লাহ্ পাক যাহাকে উহা হইতে রক্ষা করেন (সে-ই উহা হইতে রক্ষা পাইতে পারে)। (৮) রাসূলে পাক (দঃ) বলেন : দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে

وَالسَّلَامُ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِى غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ

যদি এক পাল বকরীর মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে উহা তাহাদের জন্য

الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهٖ - (٩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

ততটুকু ক্ষতিকর নহে যতটুকু মানুষের অর্থ ও সম্মান-লালসা তাহার দ্বীনের ক্ষতিকর। (৯) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা গুপ্ত ও অপ্রসিদ্ধ

وَالسَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَاءَ الْاَخْفِيَاءَ -

নেককার পরহেযগারদিগকে ভালবাসেন যাঁহাদের অনুপস্থিতিতে কেহ তাহাদের

(৭) আহ্‌মদ, আবুদাউদ, ইবনে মাজা। (৮) বায়হাকী, তিরমিযী, দারেমী।
(৯) ইবনে মাজা।

اَلَّذِينَ اِذَا غَابُوا لَمْ يُتَفَقَّدُوْا وَاِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا

সন্ধান লয় না। আর উপস্থিতিতেও কেহ তাঁহাদিগকে ডাকে না এবং ঘনিষ্ঠতা

وَلَمْ يُقَرَّبُوْا - (১০) قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدٰى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ

স্থাপন করে না। (১০) তাঁহাদের অন্তর হেদায়তের প্রদীপস্বরূপ। তাঁহারা অন্ধকারময় যমীন হইতে বাহির হইয়া আসেন। (অর্থাৎ তাহারা অবিখ্যাত

غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ - (১১) هٰذَا كُلُّهٗ اِذَا قَصَدَ الْمَرْاءَةَ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ

দরিদ্র সমাজ হইতে সৃষ্ট বা উৎপন্ন।) (১১) রিয়া ঘৃণ্য তখনই যখন উহা পার্থিব

اَمَّا اِذَا لَمْ يَقْصِدْهَا فَلَا يُذَمُّ - (১২) وَقَدْ قِيلَ لِرَسُولِ اللّٰهِ

স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে হয়। হাঁ, যদি এই উদ্দেশ্য না থাকে, তবে উহা নিন্দনীয় নহে। (১২) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে আরয করা হইল,

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ

(ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) এরূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে নেক আমল

وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ - وَفِىْ رِوَايَةٍ وَّيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ -

করে এবং তজ্জন্য মানুষ তাহার প্রশংসাও করে? অন্য এক রেওয়ায়তে "মানুষ তাহাকে ভালবাসে" বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি ফরমাইলেন: ইহা

قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ - (১৩) وَقَالَ اَبُوهُرَيْرَةَ

মু'মিন বান্দার জন্য প্রত্যক্ষ সুসংবাদ। (১৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)

يَا رَسُولَ اللّٰهِ بَيْنَا اَنَا فِىْ بَيْتِىْ فِىْ مُصَلَّاىَ اِذْ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ -

রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক সময় আমি আমার ঘরে নামাযের বিছানায় বসিয়াছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি

فَاَعْجَبَنِى الْحَالُ الَّتِىْ رَاٰنِىْ عَلَيْهَا - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

আমার নিকট আসিয়া পেঁীছিল। তখন আমার কাছে ঐ অবস্থাটি—যে অবস্থায় আমাকে সে দেখিয়াছে—খুব ভাল বলিয়া মনে হইল। হুযূর (দঃ) ফরমাইলেন :

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَكَ اللّٰهُ يَٓا اَبَا هُرَيْرَةَ لَكَ اَجْرَانِ

হে আবু হোরায়রা (রাঃ)! আল্লাহ্ পাক তোমার প্রতি রহম করুন, তুমি দুইটি

اَجْرُالسِّرِ وَاَجْرُالْعَلَانِيَةِ - (১৪) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছ। একটি গোপনীয়তা অবলম্বনের জন্য অন্যটি প্রকাশিত হওয়ার জন্য। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র আশ্রয়

الرَّجِيْمِ - (১৫) تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ

চাহিতেছি। (১৫) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন) সেই আখেরাতের ঘর আমি

عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ০

তাহাদিগকেই প্রদান করিব যাহারা পৃথিবীতে উচ্চ গৌরব ও ফেৎনা-ফাসাদ চায় না। আর সুপরিণাম একমাত্র পরহেযগারদের জন্যই।

الخطبة السَّابعة وَالعشرون فى ذمّ الكبر والعُجْب

খোৎবা—২৭

অহঙ্কার ও আত্মগর্বের নিন্দা সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْخَالِقِ الْبَارِئِ الْمُصَوِّرِ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ

(১) সকল প্রকার তা'রীফ আল্লাহ্ তাআ'লার জন্য যিনি সৃজনকারী সঠিক স্রষ্টা, সুন্দর ছাঁচে প্রস্তুতকারী, মহা প্রতাপশালী—সর্বশক্তিমান,

الْمُتَكَبِّرِ الْعَلِيِّ الَّذِىْ لَا يَضَعُهُ عَنْ مَجْدِهِ وَاضِعٌ - (٢) اَلْجَبَّارِ

আত্ম-গর্বী ও উচ্চ মর্যাদাশীল। কেহ তাঁহাকে তাঁহার মর্যাদা হইতে খাট করিতে

الَّذِىْ كُلُّ جَبَّارٍ لَّهُ ذَلِيْلٌ خَاضِعٌ - (٣) كَسَرَ ظُهُوْرَ الْاَكَاسِرَةِ

পারে না। (২) তিনি এত পরাক্রমশালী যে, সকল শক্তিশালীই তাঁহার সম্মুখে তুচ্ছ ও হেয়। (৩) তাঁহার ইজ্জত ও উচ্চ মর্যাদা পারস্য সম্রাটদেরও

عِزُّهُ وَعَلَاءُهُ - (٤) وَقَصَرَ اَيْدِى الْقَيَاصِرَةِ عَظَمَتُهُ وَكِبْرِيَائُهُ -

মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। (৪) তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও গর্ব রোম সম্রাটদের

(٥) فَالْعَظَمَةُ اِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاءُهُ - (٦) وَمَنْ نَازَعَهُ فِيْهِمَا

শক্তিও খর্ব করিয়া দিয়াছে। (৫) সুতরাং শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার ভূষণ ও গর্ব তাঁহার চাদর। (৬) যে ব্যক্তি উহা লইয়া টানা-হেঁচড়া করিবে, তিনি তাহাকে এমন

قَصَمَهُ بِدَاءٍ اَعْجَزَهُ دَوَاءُهُ - جَلَّ جَلَالُهُ وَتَقَدَّسَتْ اَسْمَاءُهُ -

ব্যাধিতে আক্রান্ত করিয়া ধ্বংস করিবেন যাহার চিকিৎসা অসম্ভব। উচ্চ

(٧) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ - (٨) وَاَشْهَدُ

তাঁহার মহিমা, পবিত্র তাঁহার নাম। (৭) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক

اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ (٩) اَلَّذِىْ اُنْزِلَ

নাই। (৮) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের মহান নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল (৯) যাঁহার উপর এমন

عَلَيْهِ النُّوْرُ الْمُنْتَشِرُ ضِيَاءُهُ - حَتّٰى اَشْرَقَتْ بِنُوْرِهِ اَكْنَافُ

নূর অবতীর্ণ হইয়াছে যাঁহার আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে এবং

الْعَالَمِ وَ اَرْجَاءُهُ - (١٠) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ

উক্ত আলোকে পৃথিবীর প্রতিটি দিক্ ও প্রান্ত সমুদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে। (১০) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের প্রতি

الَّذِيْنَ هُمْ اَحِبَّاءُ اللّٰهِ وَ اَوْلِيَاءُهُ - وَخِيَرَتُهُ وَ اَصْفِيَاءُهُ -

অশেষ রহমত বর্ষণ করুন, যাঁহারা আল্লাহ্র দোস্ত, প্রিয়, পছন্দনীয় এবং

وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (١١) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْكِبْرَ وَ الْعُجْبَ

খাঁটি বন্ধু হইয়াছিলেন, অজস্র ধারায় শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (১১) অতঃপর (জানা আবশ্যক) অহঙ্কার ও আত্মগর্ব দুইটি মারাত্মক ব্যাধি

دَاءَانِ مُهْلِكَانِ - عِنْدَ اللّٰهِ مَمْقُوْتَانِ بَغِيْضَانِ - وَ الْمُتَكَبِّرُ

যাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যন্ত ঘৃণেয় ও ক্রোধের বস্তু। অহঙ্কারী ও

وَ الْمُعْجِبُ سَقِيْمَانِ مَرِيْضَانِ - (١٢) فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّهُ

আত্মগর্বী ব্যক্তি রোগাক্লিষ্ট ও ব্যাধিগ্রস্ত। (১২) আল্লাহ্ তা'আলা এর্শাদ

لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ - (١٣) وَ قَالَ تَعَالٰى اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ

করেন : নিশ্চয়ই, তিনি অহঙ্কারীদিগকে ভালবাসেন না। (১৩) তিনি আরও

كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا - (١٤) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

এর্শাদ করেন : (হোনায়েন যুদ্ধে) সংখ্যাধিক্যতা তোমাদিগকে আত্মগর্বে লিপ্ত করিয়াছিল' কিন্তু উহা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই। (১৪) রাসূলে

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ فَهُوَ فِىْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَفِىْ

করীম (দঃ) এর্শাদ করেন : যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য নম্রতা অবলম্বন করে

(১৪) বায়হাকী।

أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ - وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ أَعْيُنِ

সে নিজের কাছে ক্ষুদ্র, কিন্তু মানুষের চোখে মহান। আর যে দর্পভরে চলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে হেয় করিয়া দেন ; সুতরাং সে মানুষের চোখে

النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِىْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ

ছোট, কিন্তু নিজের কাছে বড়, এমন কি সে মানুষের নিকট কুকুর, শূকর

كَلْبٍ وَّخِنْزِيْرٍ - (১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ أَمَّا الْمُهْلِكَاتُ

অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। (১৫) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

فَهَوًى مُّتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُّطَاعٌ - وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِىَ أَشَدُّ

মারাত্মক বিষয়গুলি হইল—কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া, লোভের বশবর্তী হওয়া,

هُنَّ - (১৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ

আত্ম-গৌরব করা, আর ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুতর। (১৬) রাসূলে পাক (দঃ) বর্ণনা করেন, যাহার অন্তরে এক অণু পরিমাণ অহঙ্কারও বিদ্যমান

فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ - (১৭) فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ

থাকিবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না। (১৭) এক ব্যক্তি আরয করিল ঃ

يُحِبُّ أَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَّنَعْلُهٗ حَسَنًا - قَالَ إِنَّ اللّٰهَ

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মানুষ সুন্দর কাপড় ও জুতা ভালবাসে। রাসূল (দঃ)

جَمِيْلٌ يُّحِبُّ الْجَمَالَ - أَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ -

বলিলেন ঃ আল্লাহ্ পাক নিজেও সুন্দর, তাই সৌন্দর্যই তিনি পছন্দ করেন। সত্য হইতে ঘাড় মোড়াইয়া থাকা ও মানুষকে হেয় মনে করার নামই

(১৫) বায়হাকী। (১৬) মোসলেম। (১৭) তিরমিযী, ইবনে-মাজা।

(১৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ حَتّٰى اِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا

"অহংকার"। (১৮) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ এমন কি, যখন তুমি

وَهَوًى مُتَّبَعًا وَّدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَّاِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَأْىٍ بِرَأْيِهٖ

দেখিবে, মানুষ লোভের বশবর্তী হইতেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতেছে, আর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতেছে, প্রত্যেক জ্ঞানী নিজ জ্ঞানের অভিমান

- اَلْحَدِيْثَ - (১৯) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

করিতেছে (তখন অন্যের চিন্তা ছাড়িয়া নিজকে সংশোধন করিবে।) (১৯) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট পানাহ্‌ চাহিতেছি।

(২০) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

(২০) (আল্লাহ্‌ পাক এর্‌শাদ করেন ঃ) আসমান ও জমিনেরবড়ত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই। তিনি মহা প্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়।

اَلْخُطْبَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُوْنَ فِىْ ذَمِّ الْغُرُوْرِ

খোৎবা—২৮

ধোকার নিন্দাবাদ সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُخْرِجِ اَوْلِيَائِهٖ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ -

(১) যাবতীয় তা'রীফ আল্লাহ্‌ তা'আলার নিমিত্ত—যিনি তাঁহার প্রিয়তম বান্দাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকজ্জল পথে আনয়ন করেন এবং যিনি

مُوْرِدِ اَعْدَائِهٖ وَرَطَاتِ الْغُرُوْرِ - (২) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا

তাঁহার (কাফের) শত্রুদিগকে আত্ম-প্রতারণার ধ্বংস-কূপে নিক্ষেপ করেন। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ

اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الْمُخْرِجُ لِلْخَلَائِقِ مِنَ الدَّيْجُوْرِ - (৩) صَلَّى

যে, আমাদের সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল—যিনি বিশ্ব-মানবকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়াছেন। (৩) আল্লাহ্‌ তা'আলা

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ لَمْ تَغُرُّهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণ—যাঁহাদিগকে পার্থিব যিন্দেগী

وَلَمْ يَغُرُّهُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ - صَلٰوةً تَتَوَالٰى عَلٰى مَمَرِّ الدُّهُوْرِ -

কখনও ধোকায় ফেলিতে পারে নাই, কিংবা আল্লাহ্‌ সম্পর্কেও কোন ধোকাবাজ ধোকা দিতে পারে নাই—তাঁহাদের উপর অনন্তকাল মুহূর্তের পর মুহূর্ত মাসের পর

وَمَكَرِّ السَّاعَاتِ وَالشُّهُوْرِ - (৪) اَمَّا بَعْدُ فَمِفْتَاحُ السَّعَادَةِ

মাস অবিরত রহ্‌মত বর্ষণ করুন। (৪) অতঃপর (জানিয়া রাখুন)

التَّيَقُّظُ وَالْفِطْنَةُ - وَمَنْبَعُ الشَّقَاوَةِ الْغُرُوْرُ وَالْغَفْلَةُ -

সজাগ ও সচেতন থাকাই সৌভাগ্যের চাবি-কাঠি। আর ধোকায় পতিত হওয়া ও উদাসীন থাকাই দুর্ভাগ্যের মূল। (৫) সুতরাং তাহারাই বুদ্ধিমান-

(৫) فَالْاَكْيَاسُ هُمُ الَّذِيْنَ انْشَرَحَتْ صُدُوْرُهُمْ لِلْاِقْتِدَاءِ

بِدَلَائِلِ الْاِهْتِدَاءِ - (৬) وَالْمَغْرُوْرُ هُوَ الَّذِىْ ضَاقَ صَدْرُهٗ عَنِ

যাহাদের অন্তর হেদায়তের পথ অনুকরণের জন্য প্রসারিত। (৬) আর সেই প্রতা-

الْهُدٰى بِاتِّبَاعِ الْهَوٰى - (৭) فَلَمْ يَنْفَتِحْ بَصِيْرَتُهٗ لِيَكُوْنَ

রিত যাহার অন্তর কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া হেদায়তের পথ হইতে সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। (৭) সুতরাং তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি আর খোলে নাই-যাহা দ্বারা সে

بِهِدَايَةِ نَفْسِهٖ كَفِيْلًا - (٨) وَبَقِيَ فِي الْعَمٰى فَاتَّخَذَ النَّفْسَ

নিজের হেদায়তের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করিতে পারিত। (৮) সে অন্ধত্বের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। কারণ, সে প্রবৃত্তিকে তাহার চালক ও শয়তানকে

قَائِدَهٗ وَالشَّيْطَانَ دَلِيْلًا - (٩) وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ

তাহার পথ-প্রদর্শক হিসাবে নির্ধারিত করিয়া লইয়াছে। (৯) আর যে

فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا - (١٠) وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى

ইহকালে অন্ধ থাকিবে পরকালেও সে অন্ধ এবং পথহারা হইয়া উঠিবে। (১০) আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে এর্‌শাদ করেন ঃ পার্থিব যিন্দেগী যেন

فِيْهِ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ -

তোমাদিগকে ধোকা দিতে না পারে, আর আল্লাহ্ সম্পর্কেও যেন ঐ ভীষণ ধোকাবাজ (শয়তান) তোমাদিগকে ধোকা দিতে না পারে।

(١١) وَقَالَ تَعَالٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ

(১১) আল্লাহ্ পাক আরও এর্‌শাদ করেন ঃ অধিকন্তু তোমরা (মুনাফেকরা) নিজদিগকে গোমরাহীতে ফেলিয়া রাখিয়াছিলে এবং তোমরা অপেক্ষা করিতেছিলে.

وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ -

আর অহেতুক আশা তোমাদিগকে ধোকায় পতিত রাখিয়াছিল। অনন্তর আল্লাহ্‌র হুকুম (মৃত্যু) আসিয়া পৌঁছিল এবং ধোকাবাজ শয়তান তোমাদিগকে আল্লাহ্

(١٢) وَقَالَ تَعَالٰى وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ

সম্পর্কে ধোকায় ফেলিয়া রাখিল। (১২) আল্লাহ্ পাক আরও এর্‌শাদ করেন ঃ তাহাদের মধ্যে কতক (ইয়াহুদী) নিরক্ষর লোক যাহারা কিতাব (তওরাত)

أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ - (১৩) وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى

সম্পর্কে দুরাশা ব্যতীত কিছুই জানে না, তাহাদের নিকট কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নাই। (১৩) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর্শাদ করেন : **বুদ্ধিমান** ঐ ব্যক্তি, যে

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ -

নিজ প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া পরজগতের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া লইয়াছে।

وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ - (১৪) وَقَالَ

আর নাদান ঐ ব্যক্তি যে নিজকে প্রবৃত্তির পশ্চাতে লাগাইয়া দিয়া (বিনা তওবায়) আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া বসিয়া আছে। (১৪) রাসূলে খোদা

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا

(দঃ) এর্শাদ করেন : তোমাদের মধ্যে কেহই পূর্ণ ঈমানদার হইতে পারে না,

لِمَا جِئْتُ بِهٖ - (১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّهٗ سَيَخْرُجُ

যতক্ষণ তাহার প্রবৃত্তি আমার আনীত ধর্মের অনুসারী না হয়। (১৫) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন : আমার উম্মতের মধ্য হইতে এমন কতকগুলি

فِىْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ تَتَجَارٰى بِهِمْ تِلْكَ الْاَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارٰى

সম্প্রদায় সৃষ্টি হইবে যাহাদের মধ্যে কু-প্রবৃত্তি এরূপভাবে প্রবেশ করিবে যেমন পাগলা কুকুর দংশন করিলে উহার বিষ দংশিত ব্যক্তির (সমস্ত দেহের) মধ্যে

اَلْكَلْبُ بِصَاحِبِهٖ - لَا يَبْقٰى مِنْهُ عِرْقٌ وَّلَا مَفْصَلٌ اِلَّا دَخَلَهٗ -

বিস্তার লাভ করে। (এমন কি) তাহার একটি শিরা ও একটি জোড়ায়ও উহা প্রবেশ করিতে বাকী থাকে না। (১৬) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন :

(১৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَاْيِهٖ

(১৩) তিরমিযী, ইবনে মাজা, (১৪) শরহে সুন্নাহ, (১৫) আহ্‌মদ, আবুদাউদ, (১৬) তিরমিযী, (১৭) মোসলেম।

فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ - (١٧) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

যে-ব্যক্তি ক্বোরআন শরীফের মনগড়া অর্থ (ব্যাখ্যা) করিবে, সে যেন দোযখই তাহার স্থান বলিয়া ধরিয়া লয়। (১৭) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও

شَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - (١٨) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

ফরমাইয়াছেন: ইসলামে সর্বাধিক নিকৃষ্ট কাজ বেদআত। আর প্রত্যেক বেদআতই গোমরাহী। (১৮) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয়

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٩) اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى

চাহিতেছি। (১৯) (তিনি এর্‌শাদ করেন:) তাহারা শুধু অমূলক ধারণা ও

الْاَنْفُسُ - وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى - اَمْ لِلْاِنْسَانِ

প্রবৃত্তির ইচ্ছানুযায়ী চলে। অথচ তাহাদের কাছে তাহাদের প্রভু আল্লাহ্‌র নিকট

مَا تَمَنّٰى - فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ٥

হইতে হেদায়ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মানুষের সব আশাই কি পূর্ণ হয়? দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপার শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলারই হাতে।

اَلْخُطْبَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُوْنَ فِىْ فَضْلِ التَّوْبَةِ وَوُجُوْبِهَا

খোৎবা—২৯

তওবার ফযীলত ও উহার আবশ্যকতা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِتَحْمِيْدِهٖ يُسْتَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ -

১। সমস্ত তা'রীফ সেই আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্যই যাঁহার প্রশংসার

(٢) وَبِذِكْرِهٖ يُصَدَّرُ كُلُّ خِطَابٍ - (٣) وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ تَوْبَةً

সহিত প্রতিটি কাজ আরম্ভ হয়। ২। এবং যাঁহার যিক্‌রকে সকল সম্ভাষণের প্রথমে স্থান দেওয়া হয়। ৩। আমরা তাঁহার দরবারে ঐ ব্যক্তির তওবার

مَنْ يُوْقِنُ اَنَّهٗ رَبُّ الْاَرْبَابِ - وَمُسَبِّبُ الْاَسْبَابِ - (৪) وَنَشْهَدُ

ন্যায় তওবা করিতেছি। যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সমস্ত প্রভুর প্রভু এবং তিনিই সকল কারণের আদি কারণ। (৪) আর আমরা সাক্ষ্য দিতেছি

اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا

যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ

হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা এবং তাঁহারই রাসূল। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা

وَاَصْحَابِهٖ صَلٰوةً تُنْقِذُنَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْعَرْضِ وَالْحِسَابِ -

তাঁহার প্রতি তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের প্রতি এরূপ রহ্‌মত বর্ষণ করুন, যাহা আমাদিগকে আমলনামা পেশ ও বিচার দিনের ভয়াবহ অবস্থা হইতে

(৬) وَتُمَهِّدُ لَنَا عِنْدَ اللّٰهِ زُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ - (৭) اَمَّا بَعْدُ

নাজাত দেয়। (৬) এবং আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের জন্য নৈকট্য ও সুন্দর জায়গার সংস্থা করিয়া দেয়। (৭) অতঃপর (জানিয়া রাখ) যাবতীয়

فَاِنَّ التَّوْبَةَ عَنِ الذُّنُوْبِ بِالرُّجُوْعِ اِلٰى سَتَّارِ الْعُيُوْبِ وَعَلَّامِ الْغُيُوْبِ -

গোনাহ্‌র কাজ পরিত্যাগ পূর্বক (বান্দার) দোষ গোপনকারী, অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু হইয়া তওবা করা মারেফাত পন্থীদের

مَبْدَأُ طَرِيْقِ السَّالِكِيْنَ - (৮) وَرَأْسُ مَالِ الْفَائِزِيْنَ - وَاَوَّلُ اَقْدَامِ

চলার পথের প্রথম সূচনা (৮) এবং কৃতকার্যদের — সম্বল, মুরীদগণের

الْمُرِيْدِيْنَ - وَمِفْتَاحُ اِسْتِقَامَةِ الْمَائِلِيْنَ - وَمَطْلَعُ الْاِصْطِفَاءِ

প্রথম পদক্ষেপ। আর মারেফাত আসক্ত ব্যক্তিদের সুদৃঢ় থাকিবার মূল চাবি

وَالْاِجْتِبَاءِ لِلْمُقَرَّبِيْنَ - (٩) وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ اِذَا

কাঠি এবং নৈকট্য প্রাপ্তগণের বুযুর্গী ও মরতবা লাভের উদয়স্থল। (৯) আল্লাহ্

فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا

পাক এরশাদ করেন ঃ যাহাদের প্রকৃতি এইরূপ যে, যখন তাহারা জঘন্য পাপ করিয়া বসে, কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করিয়া বসে, তখন (সংগে

لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ - وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا

সংগে) আবার তাহারা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করিয়া নিজেদের কৃত গোনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর আল্লাহ্ ব্যতীত কে-ই বা গোনাহ্ মা'ফ করিতে

وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ - اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ

পারে ? আর তাহারা জ্ঞাত অবস্থায় তাহাদের কৃত গোনাহ্‌র উপর হঠকারিতা করে না। তাহাদের পুরস্কার আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا - وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ -

ক্ষমা প্রদান এবং বেহেশ্‌ত, যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, তাহারা তথায় অনন্তকাল অবস্থান করিবে, নেক আমলকারীদের বিনিময় কতই না ভাল!

(١٠) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا

(১০) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ বান্দা যখন নিজ গোনাহ্‌র কথা স্বীকার

اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - (١١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

করে, অতঃপর সে উহা হইতে তওবা করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও তাহার তওবা কবূল করেন। (১১) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক আদম

وَالسَّلَامُ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَّخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ -

সন্তানই গোনাহ্‌গার। আর গোনাহ্‌গারদের মধ্যে তাহারাই ভাল যাহারা তওবা

(১০) মোসলেম। (১১) তিরমিযী, ইবনে-মাজা, দারমী।

(১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ

করে। (১২) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন: আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার

مَالَمْ يُغَرْغِرْ - (১৩) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ وَالتَّائِبُ

বান্দার মৃত্যুকালীন সকরাত অবস্থার পূর্ব পর্যন্ত তাহার তওবা কবূল করিয়া থাকেন। (১৩) হযরত ইব্‌নে-মাসয়ূদ (রাঃ) বর্ণনা করেন: অনুতাপই তওবা,

مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَّذَنْبَ لَهٗ - (১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ

আর যে ব্যক্তি তওবা করে সে এইরূপ, যেন কোন সময়েই গোনাহ্ করে নাই। (১৪) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন: যাহার দায়িত্বে তাহার কোন

مَنْ كَانَتْ لَهٗ مَظْلِمَةٌ لِّاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ اَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ

(মুসলমান) ভাইয়েরকোনও হক অবশিষ্ট থাকে, উহা তাহার সম্মান জনিত ব্যাপারই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়ক হউক, তাহার উচিত অদ্যই উহা

الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لاَّيَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَّلاَ دِرْهَمٌ - اِنْ كَانَ لَهٗ

হইতে মুক্ত হওয়া ঐ ক্বিয়ামতের দিনের পূর্বে, যে দিন কোন দীনার কিংবা দেরহাম (টাকা-পয়সা) কিছুই থাকিবে না। সুতরাং যদি কোনও নেক আমল

عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهٖ - وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ حَسَنَاتٌ

থাকে, তবে উহা হইতে যুল্‌ম পরিমিত নেকী লওয়া হইবে। আর যদি

اُخِذَ مِنْ سَيِّاٰتِ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ - (১৫) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ

তাহার কোনও নেকী না থাকে, তবে মায্‌লুমের গোনাহ্ যালেমের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে। (১৫) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার

(১২) তিরমিযী, ইব্‌নে-মাজা। (১৩) শরহে সুন্নাহ। (১৪) বোখারী।

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৬) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ

আশ্রয় চাহিতেছি। (১৬) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) অন্যায় করার পরও যে ব্যক্তি

فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ - اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

তওবা করে এবং সংশোধিত হয়,আল্লাহ্ তা'আলা তাহার তওবা কবূল করিয়া থাকেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

الخطبة الثلثون فى الصَّبْرِ والشُّكْرِ

(খোৎবা—৩০

ছবর ও শোক্‌র সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَهْلِ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ - (২) اَلْمُتَفَرِّدِ

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য, তিনিই হাম্‌দ ও ছানার

بِرِدَاءِ الْكِبْرِيَاءِ - (৩) اَلْمُتَوَحِّدِ بِصِفَاتِ الْمَجْدِ وَالْعَلَاءِ -

যোগ্য। (২) যিনি শ্রেষ্ঠত্বের ভূষণে অদ্বিতীয়। (৩) মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদায়

(৪) اَلْمُؤَيِّدِ صَفْوَةَ الْاَوْلِيَاءِ - بِقُوَّةِ الصَّبْرِ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ -

একক। (৪) যিনি তাঁহার প্রিয়তম বান্দাদিগকে, সুখে ও দুঃখে, বিপদে ও

وَالشُّكْرِ عَلَى الْبَلَاءِ وَالنَّعْمَاءِ - (৫) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

সম্পদে (সর্বাবস্থায়) ছবর ও শোক্‌রে শক্তি দান করিয়া তাহাদের সহায়তা করেন। (৫) আমি সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ

وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি, সকল নবীর প্রধান আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ)

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ الْاَنْبِيَاءِ - (৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৬) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার

اٰلِهٖ سَادَةِ الْاَصْفِيَاءِ - وَعَلٰى اَصْحَابِهٖ قَادَةِ الْبَرَرَةِ الْاَتْقِيَاءِ -

মনোনীতদের শিরোমণি পরিবারবর্গ ও নেককার পরহেযগারদের অগ্রণী ছাহাবীগণের

صَلٰوةً مَحْرُوْسَةً بِالدَّوَامِ عَنِ الْفَنَاءِ - وَمَصُوْنَةً بِالتَّعَاقُبِ عَنِ

উপর এমন রহমত বর্ষণ করুন, যেন উহা সমাপ্ত না হইয়া চিরস্থায়ীরূপে রক্ষিত

التَّصَرُّمِ وَالْاِنْقِضَاءِ - (৭) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْاِيْمَانَ نِصْفَانِ نِصْفٌ

থাকে এবং যেন ক্রমাগত জারী থাকিয়া নিঃশেষের হাত হইতে মুক্ত থাকে।

(৭) অতঃপর (জানা আবশ্যক) ঈমান দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ 'ছবর,'

صَبْرٌ وَنِصْفٌ شُكْرٌ - (৮) فَمَا اَشَدَّ الْاِعْتِنَاءَ بِهِمَا وَمَعْرِفَةَ

দ্বিতীয় ভাগ শোক্র। (৮) সুতরাং এতদুভয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা

فَضْلِهِمَا لِيَتَيَسَّرَ فِيْهِمَا الْفِكْرُ - (৯) فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّمَا

এবং উহার ফযীলত সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে এই

উভয়ের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্যের উপর চিন্তা ও উপলব্ধি করা সহজ হইয়া পড়িবে।

يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ - (১০) وَقَالَ تَعَالٰى

(৯) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন : নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরে অশেষ বিনিময় প্রদান

وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ - (১১) وَقَالَ تَعَالٰى وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ

করা হইবে। (১০) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন : আর যথা সত্বর আল্লাহ্

পাক শোক্রগোযার বান্দাদেরে পুরস্কার প্রদান করিবেন। (১১) আল্লাহ্

مَعَ الصّٰبِرِيْنَ - (١٢) وَقَالَ تَعَالٰى وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ -

পাক এরশাদ করেন : তোমরা ছবর করিয়া থাকিও, নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা ছবরকারীদের সঙ্গে আছেন। (১২) তিনি আরও বলেন : তোমরা আমার

(١٣) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ

শোক্‌রগোযারী করিও অকৃতজ্ঞ হইও না। (১৩) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন :

اَصَابَهٗ خَيْرٌ حَمِدَ اللّٰهَ وَشَكَرَ - وَاِنْ اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ اللّٰهَ

মুমিনের অবস্থা কি অদ্ভুত যে, যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে খোদার তা'রীফ করে এবং তাঁহার শোক্‌রগুযারী করে। আর যদি তাহার উপর

وَصَبَرَ - فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِىْ كُلِّ اَمْرِهٖ حَتّٰى فِى اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا

মুছীবত আসে তবেও সে খোদার তা'রীফ করে ও ছবর করে। সুতরাং মুমেনকে তাহার প্রতিটি কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হইবে। এমন কি,

اِلٰى فِىْ امْرَأَتِهٖ - (١٤) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ

সেই লোকমাটির জন্যও যাহা সে তাহার স্ত্রীর মুখে তুলিয়া দেয়। (১৪) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন,

تَعَالٰى قَالَ يَا عِيْسٰى اِنِّىْ بَاعِثٌ مِّنْ بَعْدِكَ اُمَّةً اِذَا اَصَابَهُمْ

হে ঈসা! তোমার পরে আমি এরূপ একদল উম্মতকে প্রেরণ করিব, যখন

مَّا يُحِبُّوْنَ حَمِدُوا اللّٰهَ وَاِنْ اَصَابَهُمْ مَّا يَكْرَهُوْنَ اِحْتَسَبُوْا

তাহাদের কাছে মনঃপূত বিষয় আসিয়া পৌঁছিবে, তখন তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার তা'রীফ করিবে। আর যখন কোনো অমনঃপূত বিষয় আসিয়া পৌঁছিবে, তখন

(১৩) বায়হাকী। (১৪) তখরীজ বাগাবী।

وَصَبَرُوْا وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ - فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُوْنُ هٰذَا لَهُمْ

তাহারা ছওয়াবের কামনা করিবে ও ছবর করিবে। অথচ তাহারা ধৈর্য ও জ্ঞানহীন (মনে হইবে)। হযরত ঈসা (আঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রাব্বী! যদি

وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ - قَالَ اُعْطِيْهِمْ مِّنْ حِلْمِىْ وَعِلْمِىْ - (১৫) وَقَالَ

তাহাদের জ্ঞান কিংবা ধৈর্য না থাকে, তবে তাহাদের জন্য ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? আল্লাহ্ পাক বলিলেনঃ আমি আমারই ধৈর্য ও এল্‌ম

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ -

হইতে তাহাদিগকে দান করিব। (১৫) রাসূল আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াস্‌সালাম এরশাদ করেনঃ শোকুরগোযার ভোজনকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের ন্যায়।

(১৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَبَقَتْ لَهٗ

(১৬) রাসূল (দঃ) এরশাদ করেনঃ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যখন কোনও বান্দার মর্যাদা

مِنَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ فَلَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهٖ ابْتَلَاهُ اللّٰهُ فِىْ جَسَدِهٖ اَوْ

নির্ধারিত হয় এবং সে নিজ আমল দ্বারা সেই মর্যাদার উপযুক্ত হইতে না পারে

فِىْ مَالِهٖ اَوْ فِىْ وَلَدِهٖ - ثُمَّ صَبَّرَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى يَبْلُغَهُ

তখন আল্লাহ্ পাক তাহাকে শারীরিক কিংবা আর্থিক কিংবা সন্তান-সন্ততির

الْمَنْزِلَةَ الَّتِىْ سَبَقَتْ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - (১৭) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

ব্যাপারে বিপদগ্রস্ত করত ইহার উপর ছবর করার শক্তি দান করেন। অতঃপর তাহাকে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন যাহা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৮) اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ

তাহার জন্য নির্ধারিত ছিল। (১৭) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয়

(১৫) আহ্‌মদ, আবুদাউদ।

بِنِعۡمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمۡ مِّنۡ اٰيٰتِهٖ - اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ

চাহিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন): তোমরা কি দেখ না যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহেই নৌকা সাগর বুকে চলিতে সক্ষম হয়।

صَبَّارٍ شَكُوۡرٍ ০

উহা দ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনসমূহ দর্শন করান। নিশ্চয়,উহাতে প্রতিটি ধৈর্যশীল ও শোক্‌র গোযার বান্দার জন্য মহা নিদর্শন রহিয়াছে।

الخطبة الحادية والثلثون فى الخوف والرجاء

(খোৎবা—৩১

ভয় ও আশা সম্পর্কে

(১) اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الۡمَرۡجُوِّ لُطۡفُهٗ وَثَوَابُهٗ - (২) اَلۡمَخُوۡفِ

(১) যাবতীয় তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই যাঁহার করুণা ও পুরস্কারের আশা পোষণ করা হয়। (২) এবং তাঁহার শাস্তি ও গযবের

قَهۡرُهٗ وَعِقَابُهٗ - (৩) اَلَّذِىۡ عَمَّرَ قُلُوۡبَ اَوۡلِيَائِهٖ بِرُوۡحِ رَجَائِهٖ -

ভয় করা হয়। (৩) যিনি(আল্লাহ্ পাক) তাঁহার প্রিয়তম বান্দাদের মধ্যে

وَضَرَبَ بِسِيَاطِ التَّخۡوِيۡفِ وَزَجۡرِهِ الۡعَنِيۡفِ وُجُوۡهَ

আশার প্রাণ সঞ্চার করিয়া তাহাদের অন্তর আবাদ করিয়াছেন এবং তাঁহার

الۡمُعۡرِضِيۡنَ عَنۡ حَضۡرَتِهٖ - اِلٰى دَارِ ثَوَابِهٖ وَكَرَامَتِهٖ - وَقَادَهُمۡ

দরবারে হাযির হইতে বিমুখদের গতি ভীতির চাবুক ও কঠোর সতর্কবাণীর দ্বারা সম্মানিত ও পুণ্যময় ঘরের (বেহেশ্‌তের) দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন

بِسَلَاسِلِ الۡعُنۡفِ وَاَزِمَّةِ اللُّطۡفِ اِلٰى جَنَّتِهٖ - (৪) وَاَشۡهَدُ اَنۡ

এবং তাহাদিগকে কঠিন শৃঙ্খল ও করুণার বাঁধনে আবদ্ধ করত বেহেশ্‌তের

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

পথে আনয়ন করিয়াছেন। (৪) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি

وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ اَنْبِيَآئِهٖ وَخَيْرُ خَلِيْقَتِهٖ - (৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সমস্ত নবীর সরদার সৃষ্টির সেরা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ

وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَعِتْرَتِهٖ - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الرَّجَآءَ

ও ছাহাবীগণের উপর এবং তাঁহার বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন। (৬) অতঃপর (খোদার রহমতের) আশা ও (আযাবের) ভয় যেমন পাখীর দুইটি

وَالْخَوْفَ جَنَاحَانِ بِهِمَا يَطِيْرُ الْمُقَرَّبُوْنَ اِلٰى كُلِّ مَقَامٍ مَّحْمُوْدٍ -

ডানা সদৃশ, যাহার সাহায্যে খোদার নৈকট্যপ্রাপ্তগণ প্রশংসিত স্থানসমূহে

وَمَطِيَّتَانِ بِهِمَا يُقْطَعُ مِنْ طَرِيْقِ الْاٰخِرَةِ كُلُّ عَقَبَةٍ كَئُوْدٍ -

পৌঁছিয়া থাকেন এবং উহা দুইটি সওয়ারীর ন্যায় যদ্দারা আখেরাতের পথের

اَلنُّصُوْصُ مِنْهُمَا مَشْحُوْنَةٌ - مُنْفَرِدَةً وَّمَقْرُوْنَةً - (৭) فَقَدْ قَالَ

পরিপূর্ণ বিপদসঙ্কুল ঘাটিসমূহ অতিক্রম করা যায়। এতদুভয়ের পৃথক বা যুক্ত বর্ণনায় কোরআন ও হাদীস পরিপূর্ণ। (৭) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন :

اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ - (৮) وَقَالَ

আর তাহারা আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখে এবং তাঁহার শাস্তির ভয় করে।

تَعَالٰى يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز (৯) وَقَالَ تَعَالٰى وَادْعُوْهُ

(৮) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন : তাহারা ভীতি সহকারে এবং (রহমতের) আশায় তাহাদের প্রভুকে ডাকে। (৯) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন :

خَوْفًا وَّطَمَعًا - (١٠) وَقَالَ تَعَالَى اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى

তোমরা তাঁহাকে ভীতমনে এবং আগ্রহের সহিত ডাক। (১০) আল্লাহ্ পাক

الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا - (١١) وَقَالَ تَعَالَى اِنَّ

বলেন : তাঁহারা (পয়গম্বরগণ) সৎকাজসমূহ দ্রুত সম্পাদন করিতেন এবং শংকা ও আগ্রহের সহিত তাঁহারা আমাকে ডাকিতেন। (১১) আল্লাহ্ পাক

رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ - وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ

এরশাদ করেন : নিশ্চয়, আপনার প্রভু মানুষের নাফরমানী সত্ত্বেও তাহাদের

الْعِقَابِ - (١٢) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

প্রতি ক্ষমাশীল। আর আপনার প্রভু কঠোর শাস্তিদাতা। (১২) হযরত

لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهٖ اَحَدٌ -

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যেসব শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা যদি ঈমানদারগণ জানিতে পারিত, তবে কেহই আর তাঁহার

وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهٖ

বেহেশ্‌তের আশা করিত না। আর যদি কাফেরেরা তাঁহার (অফুরন্ত) নেয়ামতের কথা জানিতে পারিত, তবে তাহাদের কেহই তাঁহার বেহেশ্‌ত হইতে নিরাশ

اَحَدٌ - (١٣) وَدَخَلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى شَابٍّ وَّهُوَ

হইত না। (১৩) (একদা) রাসূলুল্লাহ (দঃ) এক যুবকের কাছে গমন করিলেন, তখন

فِى الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ - فَقَالَ اَرْجُوا اللّٰهَ يَا رَسُوْلَ

সে মৃত্যুমুখে উপস্থিত। রাসূলে খোদা (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজেকে কেমন মনে কর? যুবক বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্র রহমতের

(১২) বোখারী, মোসলেম। (১৩) তিরমিযী, ইবনে-মাজা।

اَللّٰهِ وَاِنِّىْ اَخَافُ ذُنُوْبِىْ - فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আশা করিতেছি এবং আমার গুণাহ্‌র ভয় করিতেছি। রাসূলে পাক (দঃ)

لَا يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ

বলিলেন ঃ ঠিক এইরূপ অবস্থায় যখনই অন্তরে এই দুইটি জিনিস একত্রিত

مَا يَرْجُوْا وَاٰمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ - (১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

হয়, তখন আল্লাহ্‌ পাক তাহাকে তাহার আকাংখিত বস্তু দান করেন এবং সে যাহা ভয় করে তাহা হইতে মুক্তি দেন। (১৪) রাসূলে খোদা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اِنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلَانٍ وَّاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ

একদা এক ব্যক্তি বলিল, খোদার কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা মা'ফ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَتَاَلّٰى عَلَىَّ اِنِّىْ لَا اَغْفِرُ لِفُلَانٍ فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ

করিবেন না। তখন আল্লাহ্‌ পাক বলিলেন ঃ কে আমার শপথ করিয়া বলে

لِفُلَانٍ وَّاَحْبَطْتُ عَمَلَكَ - اَوْكَمَا قَالَ - (১৫) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

যে, আমি অমুককে মা'ফ করিব না, নিশ্চয়, আমি তাহাকে মা'ফ করিয়া দিয়াছি। আর তোমার আ'মল বরবাদ করিয়া দিয়াছি। (১৫) মরদুদ শয়তান হইতে

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৬) نَبِّئْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ

আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি। (১৬) (আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেন ঃ হে প্রিয়

الرَّحِيْمُ - وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ -

রাসূল!) আপনি আমার বান্দাদিগকে জানাইয়া দেন যে, নিশ্চয়, আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। আর নিশ্চয়, আমার শাস্তিও অতি ভীষণ।

(১৪) মোসলেম।

اَلخطبة الثانية وَالثلثون فِى الفقرِ وَالزُّهدِ

খোৎবা—৩২

দরিদ্রতা ও দুনিয়া বর্জন সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنَ الطِّيْنِ اللَّازِبِ

(১) যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি মানুষকে

وَالصَّلْصَالِ - وَزَيَّنَ صُوْرَتَهٗ بِاَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ وَّاَتَمِّ اعْتِدَالٍ -

আঠালো ঠন্‌ঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে যথাযথভাবে সুন্দর

(২) ثُمَّ كَحَلَ بَصِيْرَةَ الْمُخْلِصِ فِىْ خِدْمَتِهٖ - حَتّٰى انْكَشَفَ

আকৃতিতে বিভূষিত করিয়াছেন। (২) অতঃপর তিনি খাঁটি এবাদতগোযার

لَهٗ مِنَ الدُّنْيَا قَبَائِحُ الْاَسْرَارِ وَالْاَفْعَالِ - (৩) فَزَهِدُوْا فِيْهَا

বান্দাদিগের অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, যাহাতে জাগতিক যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন কার্যাবলীর দোষসমূহ তাহাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। (৩) সুতরাং

زُهْدَ الْمُبْغِضِ لَهَا فَتَرَكُوْهَا - وَتَرَكُوا التَّفَاخُرَ وَالتَّكَاثُرَ

তাঁহারা ঘৃণার সহিত দুনিয়ার সম্পর্ক ছেদ করত উহা বর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা

بِالْاَمْوَالِ - وَاَقْبَلُوْا بِكُنْهِ هِمَمِهِمْ عَلٰى دَارٍ لَّا يَعْتَرِيْهَا فَنَاءٌ

ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও গৌরব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহারা পূর্ণ সংকল্পে এমন গৃহের প্রতি নিবিষ্টমনা হইয়াছেন যাহা কখনও ফানা কিংবা লয়প্রাপ্ত

وَّلَا زَوَالٌ - (৪) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ

হইবে না। (৪) আমি সাক্ষ্য দিতেছি—আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন

لَهُ - وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سَيِّدُ

মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, গুণ সম্পন্নদের প্রধান সাইয়্যেদেনা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহার বান্দা

اَهْلِ الْكَمَالِ - (٥) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اَصْحَابِهٖ خَيْرِ

ও তাঁহার রাসূল। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, সঙ্গী হিসাবে তাঁহার

اَصْحَابٍ وَّعَلٰٓى اٰلِهٖ خَيْرِ اٰلٍ - (٦) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ ثَبَتَ بِالنُّصُوْصِ

শ্রেষ্ঠ ছাহাবীগণ এবং পরিজন হিসাবে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের উপর রহমৎ নাযিল করুন। (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দ্বারা

اَنْ لَّا مَطْمَعَ فِى النَّجَاةِ اِلَّا بِالْاِنْقِطَاعِ عَنِ الدُّنْيَا وَالْبُعْدِ مِنْهَا -

প্রমাণিত হইয়াছে যে, পার্থিব জগতের ভোগ-লালসা হইতে সংশ্রব হীন হওয়া এবং উহা হইতে দূরে থাকা ব্যতীত নাজাতের আশা করা যায় না।

(٧) وَهٰذَا الْاِنْقِطَاعُ اِمَّا بِاِنْزِوَآئِهَا عَنِ الْعَبْدِ وَهُوَ الْفَقْرُ -

(৭) এই সংশ্রব হীনতা যদি বান্দা হইতে দুনিয়া বিমুখ হওয়ার কারণে হয়, তবে

وَاِمَّا بِاِنْزِوَآءِ الْعَبْدِ عَنْهَا وَهُوَ الزُّهْدُ - (٨) كَمَا قَالَ تَعَالٰى

উহাকে দরিদ্রতা (فقر) বলা হইবে। আর দুনিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও যদি উহা হইতে সে দূরে থাকে, তবে উহাকে "যুহ্‌দ" বলা হইবে। (৮) যেমন

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا - (٩) فَالْاٰكِلُ

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ (তোমরা অংশীদারদের হক্ না দিয়া) মিরাছের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতেছ এবং ধন-সম্পদকে তোমরা অত্যধিক

كَذٰلِكَ لَا يَكُوْنُ مِمَّنْ رَضِىَ بِالْفَقْرِ - وَالْمُحِبُّ كَذٰلِكَ لَا يَكُوْنُ

ভালবাসিতেছ। (৯) সুতরাং দারিদ্র্যে তুষ্ট ব্যক্তি এরূপভাবে ভক্ষণ করিতে

لِمَنِ اتَّصَفَ بِالزُّهْدِ - (١٠) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

পারে না। আর যুহ্দ অবলম্বনকারীও মালকে এইরূপ গভীরভাবে ভালবাসিতে পারে না। (১০) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন: গরীব লোক ধনীদের

وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ

পাঁচশত বৎসর অর্থাৎ আখেরাতের হিসাবে অর্ধদিন পূর্বে বেহেশ্‌তে প্রবেশ

نِصْفِ يَوْمٍ - (١١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِبْغُوْنِىْ فِىْ

করিবে। (১১) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন: তোমরা আমাকে দুর্বল

ضُعَفَائِكُمْ - فَاِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ اَوْ تُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ - (١٢) وَقَالَ

দরিদ্রদের মধ্যে অনুসন্ধান করিও, কারণ দুর্বল দরিদ্রদের কারণেই তোমরা রুযী প্রাপ্ত হও অথবা সাহায্যকৃত হও। (১২) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন:

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا رَاَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطٰى زُهْدًا فِى الدُّنْيَا

যখন তোমরা এরূপ কোন বান্দাকে দেখিতে পাও, যে দুনিয়া-বিমুখ এবং কম

وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوْا مِنْهُ - فَاِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ - (١٣) وَقَالَ

কথা বলে, তোমরা তাহার সংশ্রবে যাও। কারণ এইরূপ ব্যক্তির উপর হেকমত অবতীর্ণ করা হয়। (১৩) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন: দুনিয়ায় "যুহ্দ"

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللّٰهُ - وَازْهَدْ

এখ্‌তিয়ার করিয়া থাকিও, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ভাল

فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ - (١٤) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

বাসিবেন। আর লোকের ধন-সম্পদ হইতে বাসনাহীন থাক, তাহা হইলে মানুষ তোমাকে ভালবাসিবে। (১৪) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন:

(১০) তিরমিযী (১১) আবু দাউদ (১২) বায়হাকী (১৩) তিরমিযী, ইবনে মাজা (১৪) বায়হাকী

وَالسَّلَامُ أَوَّلُ إِصْلَاحِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْيَقِيْنُ وَالزُّهْدُ - وَأَوَّلُ

এই উম্মতের প্রথম সংশোধনী বস্তু (খোদার প্রতি) দৃঢ় বিশ্বাস ও দুনিয়া

فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ - (١٥) قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ الزُّهْدُ فِي

বর্জন। আর উহার প্রধান অনিষ্টকারী বস্তু (ও দুইটি) কৃপণতা ও অতি লোভ।

الدُّنْيَا بِلُبْسِ الْغَلِيْظِ وَالْخَشِنِ وَأَكْلِ الْجَشَبِ - إِنَّمَا الزُّهْدُ

(১৫) হযরত সুফিয়ান (রাঃ) বলেন : দুনিয়াতে শুধু শক্ত ও মোটা কাপড়

فِي الدُّنْيَا قَصْرُ الْأَمَلِ - (١٦) أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ -

পরা কিংবা মোটা খাওয়াই 'যুহদ' নহে; বরং যুহ্‌দের প্রকৃত অর্থ লোভ সঙ্কোচ করা। (১৬) মরদূদ শয়তান হইতে আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় চাই।

(١٧) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ - وَاللّٰهُ

(১৭) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন :) তোমাদের যাহা নষ্ট হইয়াছে তজ্জন্য যেন দুঃখিত না হও, আর আল্লাহ যাহা তোমাদিগকে দিয়াছেন তজ্জন্য যেন গর্বিত

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ٥

না হও। আর আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারী ও গর্বিত লোকদিগকে পছন্দ করেন না।

الخطبة الثّالثة والثّلثون فى التّوحيد والتّوكّل

(খোৎবা—৩৩

তাওহীদ ও তাওয়াক্কুল সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُدَبِّرِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ - اَلْمُنْفَرِدِ

(১) যাবতীয় তা'রীফ সমস্ত রাজ্য ও রাজত্বের পরিচালক আল্লাহ্

(১৫) শরহে সুন্নাহ।

بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ - اَلرَّافِعِ لِلسَّمَآءِ بِغَيْرِ عِمَادٍ - اَلْمُقَدِّرِ

তা'আলার জন্য, তিনি সকল ক্ষমতা ও সম্মানের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনিই বিনা খুঁটিতে আসমান উত্তোলনকারী এবং উহাতে বান্দার রুযী নির্ধারণকারী।

فِيْهَآ اَرْزَاقَ الْعِبَادِ - اَلَّذِىْ صَرَفَ اَعْيُنَ ذَوِى الْقُلُوْبِ

তিনি ধন-সম্পদের উপায় ও উপকরণ হইতে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের দৃষ্টি ফিরাইয়া

وَالْاَلْبَابِ - عَنْ مُلَاحَظَةِ الْوَسَآئِطِ وَالْاَسْبَابِ - فَلَمَّا تَحَقَّقُوْٓا

রাখিয়াছেন। সুতরাং যখন তাহারা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে,

اَنَّهٗ لِرِزْقِ عِبَادِهٖ ضَامِنٌ وَّبِهٖ كَفِيْلٌ - تَوَكَّلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا

আল্লাহ্ তা'আলাই বান্দার রিয্‌কের জিম্মাদার ও দায়ী, তখন তাহারা তাঁহার

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - (২) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

উপর ভরসা করিয়া বলে : আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং কত উত্তম কার্য নির্বাহক তিনি! (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য

وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই

وَرَسُوْلُهٗ قَامِعُ الْاَبَاطِيْلِ - اَلْهَادِىْٓ اِلٰى سَوَآءِ السَّبِيْلِ -

বান্দা ও রাসূল যিনি সকল অসত্যের মূলোৎপাটনকারী এবং সহজ ও সরল পথ

(৩) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا -

প্রদর্শক। (৩) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের

(৪) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ التَّوَكُّلَ عَلٰى اخْتِلَافِ مَرَاتِبِهٖ مَنْزِلٌ

উপর অসংখ্য রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। (৪) অতঃপর (জানা আবশ্যক)

مِنْ مَنَازِلِ الدِّيْنِ - وَكَذٰلِكَ اَصْلُهٗ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالْيَقِيْنِ -

তাওয়াক্কুল উহার শ্রেণীভেদে ধর্মের স্থানসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান। তদ্রূপ

(৫) فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

উহার মূল তওহীদ ও এক্বীনের একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে। (৫) আল্লাহ্ পাক

لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ

বলেন ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদের উপাসনা করিয়া থাক, তোমাদের রি্যক দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র নিকট রিয্ক চাও,

وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ - (৬) وَقَالَ تَعَالٰى وَعَلَى اللّٰهِ

তাঁহারই এবাদৎ কর এবং তাঁহার শোকর গুযারী কর। তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। (৬) আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ (হে ঈমানদারগণ!)

فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - (৭) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

তোমরা আল্লাহ্র উপরই ভরসা কর যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হইয়া থাক।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ - وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ

(৭) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যখন তুমি কোন কিছু চাওয়ার এরাদা কর, তখন আল্লাহ্র কাছেই চাও। আর যখন সাহায্য প্রার্থনা কর, তখন

بِاللّٰهِ - وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلٰٓى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ

আল্লাহ্রই কাছে সাহায্য চাও। জানিয়া রাখ, যদি সমস্ত লোক তোমাকে

لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ - وَلَوِاجْتَمَعُوْا

সামান্য মাত্র উপকার করিবার জন্য সমবেত হয়, তথাপি তাহারা তোমাকে আল্লাহ্র নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত বিন্দুমাত্রও উপকার করিতে পারিবে না। আর যদি

(৬) আহ্মদ, তিরমিযী। (৭) মোসলেম।

عَلَى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَّمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ

তাহারা তোমার অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়, তবু তাহারা আল্লাহ্র

عَلَيْكَ - رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ - (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ

নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করিতে পারিবে না। তক্দীরের কলম উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে দপ্তরসমূহও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। (৮) রাসূলে

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَّاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ

পাক (দঃ) এরশাদ করেন : দুর্বল ঈমানদার অপেক্ষা শক্তিশালী ঈমানদার

الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ - اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ

অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও আল্লাহ্র নিকট সমধিক প্রিয় অবশ্য সকলেই ভাল। (আখেরাতে) যাহা তোমার উপকারে আসিবে তৎপ্রতি উদ্বুদ্ধ হও। আর

وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ - وَاِنْ اَصَابَكَ شَىْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اَنِّىْ

আল্লাহ্ তাআলার দরবারে সাহায্য চাও; অক্ষমতা প্রকাশ করিও না। আর যদি তোমার উপর কোন বিপদ আসিয়া পৌঁছে, তখন বলিও না যে, যদি

فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ -

আমি এরূপ করিতাম, তবে এরূপ ও এরূপ হইত; বরং একথা বলিও যে, আল্লাহ্ পাক আমার তক্দীরে ইহাই রাখিয়াছিলেন। আর তিনি যাহাই ইচ্ছা করেন

فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ - (৯) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

তাহাই করেন। কেননা "যদি" শব্দটি শয়তানের ওসওয়াসার দরজা খুলিয়া

الرَّجِيْمِ - (১০) يٰاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ -

দেয়। (৯) মরদূদ শয়তান হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় চাহিতেছি। (১০) (আল্লাহ্ পাক বলেন :) হে লোক সকল! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ج لَا اِلٰهَ

স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন স্রষ্টা আছে কি? যে তোমাদিগকে আসমান ও জমিন হইতে জীবিকা প্রদান করিতে পারে? একমাত্র তিনি

اِلَّا هُوَ ج فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ٥

ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। সুতরাং তোমরা কোথায় বিপরীত দিকে যাইতেছ?

الخطبة الرابعة وَالثلثون فى المحبة والشّوق والْاُنس والرِّضَاءِ

(খোৎবা—৩৪

আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা, আগ্রহ (অনুরাগ), প্রীতি ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَزَّهَ قُلُوْبَ اَوْلِيَائِهٖ - عَنِ الْاِلْتِفَاتِ

(১) সর্ববিধ প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি পার্থিব

اِلٰى زُخْرُفِ الدُّنْيَا وَنَضْرَتِهٖ - (২) وَصَفّٰى اَسْرَارَهُمْ مِّنْ

জগতের ধন-সম্পদ ও উহার চাক্‌চিক্য দর্শন হইতে তাঁহার প্রিয়তম বান্দাদের অন্তর পবিত্র করিয়াছেন (২) এবং যিনি তাঁহার সান্নিধ্য লাভ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি

مُلَاحَظَةِ غَيْرِ حَضْرَتِهٖ - (৩) ثُمَّ كَشَفَ لَهُمْ عَنْ سُبُحَاتِ وَجْهِهٖ

দৃষ্টি করা হইতে তাহাদের হৃদয়কে পাক করিয়াছেন। (৩) অতঃপর তিনি

حَتّٰى احْتَرَقَتْ بِنَارِ مَحَبَّتِهٖ - (৪) ثُمَّ احْتَجَبَ عَنْهَا بِكُنْهِ

তাহাদের প্রতি স্বীয় নূরের তাজাল্লী উন্মোচন করেন। ফলে তাহাদের অন্তর আল্লাহ্র ভালবাসার আগুনে জ্বলিয়া উঠে। (৪) পক্ষান্তরে তিনি আপন

جَلَا لِـهٖ - حَتّٰى تَاهَتْ فِى بَيْدَاءِ كِبْرِيَائِهٖ وَ عَظَمَتِهٖ - فَبَقِيَتْ

উচ্চ মহিমার অন্তরালে গুপ্ত রহিয়াছেন। ফলে তাহারা আল্লাহ্‌র কিবরিয়া

غَرْقٰى فِى بَحْرِ مَعْرِفَتِهٖ - وَ مُحْتَرِقَةً بِنَارِ مَحَبَّتِهٖ - (৫) وَ اَشْهَدُ

ও আযমতের ময়দানে হয়রান-পেরেশানীতে পতিত হয় এবং মা'রেফাত সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যায় ও এশ্‌কের আগুনে জ্বলিতেথাকে। (৫) আমি সাক্ষ্য

اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا

দিতেছি—আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক,

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ بِكَمَالِ نُبُوَّتِهٖ -

তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি—আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। যিনি নুবুওতের চরম

(৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ سَادَةِ الْخَلْقِ

পূর্ণতা লাভপূর্বক সর্ব "শেষ নবী"। (৬) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার

وَ اَئِمَّتِهٖ - وَقَادَةِ الْحَقِّ وَ اَزِمَّتِهٖ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৭) اَمَّا

উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ এবং ছাহাবীগণ—যাঁহারা মানব জগতের সরদার ও ইমাম, সত্যের চালক ও দিশারী তাঁহাদের উপর অজস্র রহমত ও শান্তি

بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗ - (৮) وَقَالَ تَعَالٰى

বর্ষণ করুন। (৭) অতঃপর (অবগত হউন) হক্ব তা'আলা এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে ভালবাসেন এবং তাহারাও আল্লাহ্‌ তা'আলাকে

فِى الْمَلٰئِكَةِ - يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ - وَ هٰذَا

ভালবাসে। (৮) ফেরেশ্‌তাদের সম্পর্কে তিনি এরশাদ করেন ঃ তাহারা দিবারাত্রি আল্লাহ্‌ তা'আলার তসবীহ পাঠে লিপ্ত থাকে। কোনও সময় তাহারা

لَا يَكُوْنُ فِى الْعَادَةِ اِلاَّ بِالشَّوْقِ - (৯) وَقَالَ تَعَالَى قُلْ

উহাতে শৈথল্য করে না। আর একথা সুস্পষ্ট যে, সাধারণতঃ গভীর অনুরাগ ব্যতীত এরূপ হইতে পারে না। (৯) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন ঃ

بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا - وَالْاُنْسُ هُوَالْفَرَحُ

(হে প্রিয় রাসূল!) আপনি বলিয়া দিন, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও করুণার প্রতি মানুষের খুশী থাকা উচিত। আর লব্ধ নেয়ামতের প্রতি

بِمَا حَصَلَ مَعَ حِفْظِ الْحُدُوْدِ - (১০) وَقَالَ تَعَالَى رَضِىَ اللّٰهُ

গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া খুশী প্রকাশের নামই প্রীতি। (১০) আল্লাহ্ পাক এরশাদ

عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَللّٰهُمَّ

করেন ঃ আল্লাহ্ পাক তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন আর তাহারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। (১১) রাসূলে খোদা (দঃ) দো'আ করিতেনঃ হে আল্লাহ্ ঃ

اِنِّىْ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ

আমি আপনার কাছে আপনার ভালবাসা এবং আপনাকে যে ভালবাসে তাহার ভালবাসা এবং এমন আমল প্রার্থনা করি যাহা আমাকে আপনার ভালবাসায়

حُبَّكَ - (১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَاَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ

পৌঁছাইয়া দেয়। (১২) তিনি এই দোআও করিতেন ঃ খোদাওন্দ! আপনার কাছে

بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ - وَاَسْأَلُكَ

আমার প্রার্থনা, আমি যেন তক্দীরের পরিণতির উপর সন্তুষ্ট থাকি এবং

لَذَّةَ النَّظْرِ اِلَى وَجْهِكَ - وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَائِكَ - (১৩) وَقَالَ

মৃত্যুর পর আমার যিন্দেগী যেন সুখের হয়। আমি আরও প্রার্থনা করি যেন আপনার দীদারের স্বাদ প্রাপ্ত হই এবং অন্তরে আপনার সাক্ষাতের স্পৃহা

(১১) তিরমীযি। (১২) নাসাই। (১৩) মোসলেম।

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ

উৎপন্ন হয়। (১৩) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : যখনই কোন

الْمَلٰئِكَةُ - وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ - وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ -

দল বসিয়া বসিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র করিতে থাকে তখনই ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখে এবং আল্লাহ্ পাকের রহমত তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলে

وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ - وَالسَّكِيْنَةُ اَيِ الْاِرْتِيَاحُ

তাহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হইতে থাকে, আর আল্লাহ্ তা'আলা নিকটস্থ ফেরেশ্‌তাদের সম্মুখে তাহাদের কথা বর্ণনা করেন। আর সকীনাহ্ অর্থাৎ খুশী

هُوَ الْاُنْسُ - (১৪) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অনুভবই হইল "উন্‌স" বা প্রীতি। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র

(১৫) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ

আশ্রয় চাহিতেছি। (১৫) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন :) কতিপয় মানুষ এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকেও শরীক করিয়া লয়, যাহাদিগকে

كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط وَلَوْ يَرَى

আল্লাহ্‌র ভালবাসার অনুরূপ ভালবাসে। আর যাহারা ঈমানদার

الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ط

আল্লাহ্‌র প্রতি তাহাদের ভালবাসা অত্যন্ত গভীর। আর যদি যালেমরা সেই সময়কে দেখিতে পারিত—যখন তাহারা খোদায়ী শাস্তি স্বচক্ষে দর্শন করিবে যে,

وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ o

সমস্ত শক্তির অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তিদাতা (তবে নিশ্চয় তাহারা সংশোধিত হইয়া যাইত)।

الخطبة الخامسة والثلثون فى الاخلاص والنية الصالحة والصدق

খোৎবা—৩৫

এখলাছ, নেক নিয়ত ও সততা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ - (٢) وَنُؤْمِنُ بِهٖ اِيْمَانَ

(১) শোক্‌র গোযার বান্দার প্রশংসানুরূপ আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করি (২) বিশ্বাসীদের ঈমানের ন্যায় আমরাও তাঁহার প্রতি ঈমান

الْمُوْقِنِيْنَ - (٣) وَنُقِرُّ بِوَحْدَانِيَّتِهٖ اِقْرَارَ الصَّادِقِيْنَ -

প্রকাশ করি। (৩) এবং সত্যবাদীদের একরারের ন্যায় আমরাও তাঁহার তওহীদের

(٤) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ - وَمُكَلِّفُ الْجِنِّ

একরার করি। (৪) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ

وَالْاِنْسِ وَالْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ - اَنْ يَعْبُدُوْهُ عِبَادَةَ الْمُخْلِصِيْنَ -

নাই যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং জিন-ইনসান ও নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশ্‌তাদিগকে মুখলেছীনগণের অনুরূপ তাঁহার এবাদৎ করিবার জন্য আদেশ

(٥) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ

করিয়াছেন। (৫) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার

الْمُرْسَلِيْنَ - (٦) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى جَمِيْعِ النَّبِيِّيْنَ -

হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি রাসূলগণের শ্রেষ্ঠ। (৬) আল্লাহ্

وَعَلٰى اٰلِهٖ الطَّيِّبِيْنَ - وَاَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ - (٧) اَمَّا بَعْدُ

তা'আলা তাঁহার প্রতি এবং সমস্ত নবী, তাঁহার পবিত্র পরিবারবর্গ ও পাক ছাহাবীগণের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। (৭) অতঃপর (জানা আবশ্যক)

فَقَدِ انْكَشَفَ لِاَرْبَابِ الْقُلُوْبِ بِبَصِيْرَةِ الْاِيْمَانِ - وَاَنْوَارِ

কোরআনের আলোক ও ঈমানের দৃষ্টি দ্বারা হক্কানী আলেমদের সম্মুখে ইহা

الْقُرْاٰنِ - اَنْ لَّا وُصُوْلَ اِلَى السَّعَادَةِ اِلَّا بِالْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ -

সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, এল্‌ম ও এবাদৎ ব্যতীত সৌভাগ্য লাভ করা যায় না।

(৮) فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ هَلْكٰى اِلَّا الْعَالِمُوْنَ - وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ

(৮) কাজেই একমাত্র আলেম ব্যতীত সকল লোকই ধ্বংসের পথে, আবার

هَلْكٰى اِلَّا الْعَامِلُوْنَ وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ هَلْكٰى اِلَّا الْمُخْلِصُوْنَ -

আমলকারীগণ ব্যতীত বাকী সকল **আলেমও** ধ্বংসের পথে, আবার মোখলেছগণ

وَالْمُخْلِصُوْنَ عَلٰى خَطَرٍ عَظِيْمٍ - (৯) فَالْعَمَلُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ عَنَاءٌ -

ব্যতীত অন্য সব আমলকারীও ধ্বংসের কবলে, আবার মোখলেছগণ মহা ভীতির

وَالنِّيَّةُ بِغَيْرِ اِخْلَاصٍ رِيَاءٌ - وَهُوَ لِلنِّفَاقِ كِفَاءٌ - وَمَعَ

সম্মুখীন। (৯) সুতরাং নিয়ত ব্যতীত আমল পণ্ডশ্রম মাত্র। আর এখলাছ বিহীন নিয়ত রিয়ার শামিল, ইহা মুনাফেক হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং গোনাহ্‌র সমতুল্য।

الْعِصْيَانِ سَوَاءٌ - وَالْاِخْلَاصُ مِنْ غَيْرِ صِدْقٍ وَّتَحْقِيْقٍ هَبَاءٌ -

তবে সততা ও সঠিকতা ব্যতীত এখলাছ ধূলি সদৃশ্য। (১০) গায়রুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে

(১০) وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كُلِّ عَمَلٍ كَانَ بِاِرَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ

জড়িত ও মিশ্রিত আ'মলসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেন, (বিচার

مَشُوْبًا مَغْمُوْرًا - وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ

দিনে) আমি তাহাদের আমলের প্রতি অগ্রসর হইব যাহা তাহারা (দুনিয়ায়)

هَبَاءً مَّنْثُوْرًا - (١١) وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ

করিয়াছিল। উহাকে বিক্ষিপ্ত ধূলির ন্যায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব। (১১) আল্লাহ্

الْخَالِصُ ط (١٢) وَقَالَ تَعَالٰى اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

তা'আলা আরও এরশাদ করেন: শুনিয়া রাখ, একমাত্র খালেছ এবাদৎই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে গ্রহণীয়। (১২) আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন:

بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ

নিশ্চয়ই মুমিন উহারা, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে; উহাতে কোনও সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ - (١٣) وَقَالَ رَسُوْلُ

জান মাল কোরবান করিয়া জেহাদে লিপ্ত হয়, তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ

(১৩) রাসূলে খোদা (দঃ) হযরত মু'আয (রাঃ)কে বলিলেন: তোমার দ্বীনকে

الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ - (١٤) وَنَادٰى رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ -

তুমি বিশুদ্ধ করিয়া লও। তাহা হইলে কম আ'মলও তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে। (১৪) একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল: ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঈমান কাহাকে

قَالَ الْاِخْلَاصُ - (١٥) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ

বলে? তিনি জওয়াব দিলেন: এখলাছই প্রকৃত ঈমান। (১৫) রাসূলে

بِالنِّيَّاتِ - وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى - (١٦) وَقَالَ عَلَيْهِ

খোদা (দঃ) এরশাদ করেন: আ'মল নিয়তের দ্বারাই হয়। প্রত্যেক লোকই যেরূপ নিয়ত করিবে তদ্রূপ প্রতিফল পাইবে। (১৬) একদা হযরত আবুবকর

(১৩) তরগীব হাকেম হইতে। (১৪) তরগীব বায়হাকী হইতে।
(১৫) বোখারী, মোসলেম। (১৬) বায়হাকী।

الصلوة والسلام لابى بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت

ছিদ্দীক (রাঃ) তাঁহারই জনৈক ক্রীতদাসকে গালি দিতেছিলেন। রাসূলে পাক (দঃ)

اليه فقال لعانين وصديقين كلا ورب الكعبة - فاعتق

তাঁহার প্রতি এক নযর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ঃ কা'বার রব্বের শপথ! একই ব্যক্তি কখনও গালিদাতা এবং ছিদ্দীক হইতে পারে না। সেই দিনই

ابو بكر يومئذ بعض رقيقه - ثم جاء الى النبى صلى الله

হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) তাঁহার কোনও গোলামকে আযাদ করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলে পাকের খেদমতে গিয়া আরয করিলেন ঃ হুযূর!

عليه وسلم فقال لا اعود - (١٧) اعوذ بالله من الشيطان

আমি আর ঐরূপ গালি দিব না। (১৭) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র

الرجيم - (١٨) قل انى امرت ان اعبد الله

আশ্রয় চাহিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ হে রাসূল!) আপনি

مخلصا له الدين ○

ঘোষণা করিয়া দিন যে, আমাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে—আমি যেন এখলাছের সহিত এবাদৎ করি।

الخطبة السادسة والثلثون فى المراقبة والمحاسبة وما يتبعهما

খোৎবা—৩৬

মুরাকাবা, মুহাসাবাহ ও উহার আনুষঙ্গিক বিষয়

(١) الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت -

(১) সমস্ত তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি মানুষের প্রতিটি

اَلرَّقِيْبِ عَلٰى كُلِّ جَارِحَةٍ بِمَا اجْتَرَحَتْ - (٢) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا

কৃতকর্মের উপর প্রভাবশীল এবং প্রত্যেকটি অঙ্গের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষক।

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (٣) وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا

(২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মহান্ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৩) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে,

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ الْاَنْبِيَاءِ - (٤) صَلَّى

সকল নবীর প্রধান, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ سَادَةِ الْاَصْفِيَاءِ - وَعَلٰى اَصْحَابِهٖ قَادَةِ

বান্দা ও রাসূল। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর এবং প্রিয় বান্দাগণের অগ্রণী তাঁহার আহ্লে বায়েত ও মুত্তাকীদের চালক ছাহাবীদের উপর রহমত

الْاَتْقِيَاءِ (٥) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَحَى النَّجَاةِ تَدُوْرُ عَلَى الْاَعْمَالِ -

নাযিল করুন। (৫) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) নাজাতের চাক্কী আমলের

(٦) وَلَا يُعْتَدُّ بِالْاَعْمَالِ اِلَّا بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا وَعَلٰى حُقُوْقِهَا

পাশে ঘুরিতেছে। (৬) আর যে আ'মল নিয়মিতভাবে এবং সঠিকরূপে সম্পন্ন

وَهُوَ الْمُرَابَطَةُ - (٧) وَلَا يَتِمُّ هٰذِهِ الْمُوَاظَبَةُ وَالْمُرَابَطَةُ -

করা হয় উহাই গ্রহণযোগ্য হয়। আর এইরূপ সাধনাকেই 'মুরাবাতাহ্" বলে। (৭) আর এই অধ্যবসায় কিংবা সাধনা লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ, আম..লর উপর

بِالْتِزَامِ النَّفْسِ الْاَعْمَالَ اَوَّلًا وَّهُوَ الْمُشَارَطَةُ - (٨) ثُمَّ

নিজেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিতে হইবে—যাহাকে "মুশারাতাহ্" বা চুক্তিবদ্ধ হওয়া বলে।

مُلَاحَظَةُ هٰذِهِ الْمُشَارَطَةِ كُلَّ وَقْتٍ ثَانِيًا وَّهُوَ الْمُرَاقَبَةُ -

(৮) দ্বিতীয়তঃ, এই চুক্তি পালনের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহারই নাম

(৯) ثُمَّ الْاِحْتِسَابُ عَلَى النَّفْسِ فِيْ وَقْتٍ خَاصٍّ - اَنَّهَا وَفَتِ

"মুরাকাবাহ্"। (৯) তৃতীয়তঃ, এক নির্দিষ্ট সময়ে নিজের নফ্‌স হইতে হিসাব লইবে

الشَّرْطَ اَمْ لَا ثَالِثًا وَّهُوَ الْمُحَاسَبَةُ - (১০) ثُمَّ عِلَاجُهَا بِمَشَقَّةٍ

যে, সে শর্ত পূর্ণ করিতেছে কি না। ইহাকে "মুহাসাবাহ্" বলে। (১০) চতুর্থতঃ,

تُصْلِحُهَا اِذَا لَمْ تَفِ بِالشَّرْطِ رَابِعًا وَّهُوَ الْمُعَاقَبَةُ - (১১) ثُمَّ

যদি সে শর্ত পূর্ণ না করিয়া থাকে, তাহাকে কোনও সংশোধনীয় কঠোর পরিশ্রমের কাজে নিয়োজিত করিয়া উহার চিকিৎসা করিতে হইবে। ইহাকেই "মুআক্বাবাহ

تَادِيْبُهَا بِفُنُوْنٍ مِّنَ الْوَظَائِفِ الثَّقِيْلَةِ جَبْرًا لِّمَا فَاتَ مِنْهَا

বলা হয়। (১১) পঞ্চমতঃ, যখন আলস্যের দরুন আমলের ত্রুটি দেখিবে, তখন

اِذَا رَاٰهَا تَوَانَتْ خَامِسًا وَّهُوَ الْمُجَاهَدَةُ - (১২) ثُمَّ تَوْبِيْخُهَا

নিজকে সংশোধনের জন্য এরূপ কষ্টসাধ্য বিভিন্ন অযিফায় নিয়োজিত করিবে, যদ্দারা উহার ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। ইহাকে "মুজাহাদাহ বলে। (১২) ষষ্ঠতঃ,

وَالْعَذْلُ عَلَيْهَا اِذَا اسْتَعْصَتْ وَحَمْلُهَا عَلَى التَّلَافِيْ سَادِسًا

পূর্ব অবাধ্যতার কারণে তাহাকে খুব শাসাইবে ও নিন্দা করিবে এবং অতীত আমলের ক্ষতিপূরণ কল্পে তাহাকে পুনরায় উহা করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিবে।

وَّهُوَ الْمُعَاتَبَةُ - (১৩) وَيَرْجِعُ الْجَمِيْعُ اِلٰى عَدَمِ اِهْمَالِهَا

উহাকে "মুআতাবাহ বলা হয়। (১৩) আলোচ্য বিষয়গুলির প্রত্যেকটির সারকথা এই যে, নফস (প্রবৃত্তি)-কে মুহূর্তকালের জন্যও স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিতে

لَحْظَةً فَتَتَجَمَّعُ وَتَشْرُدُ - وَالنُّصُوْصُ مَشْحُوْنَةٌ مِّنْهُ فَانْظُرْ

নাই। কারণ, ইহাতে সে অবাধ্য হইয়া যাইবে এবং (সৎপথ হইতে) দূরে সরিয়া পড়িবে। এসম্পর্কে ক্বোরআন ও হাদীসে বহু প্রমাণ আছে। সম্মুখে

مَا يُسِرُّوْنَ - (১৪) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا

যাহা বর্ণিত হইতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য কর। (১৪) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

تُخْفِي الصُّدُوْرُ - (১৫) وَقَالَ تَعَالٰى وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ

'তিনি তোমাদের চক্ষুর খেয়ানত ও অন্তরের গোপন বিষয়সমূহ অবগত আছেন।' (১৫) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আর যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের

رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ط فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى -

দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে ভয় করিয়া চলে এবং নিজকে কু-প্রবৃত্তি হইতে বিরত রাখে, তবে নিশ্চয় বেহেশ্‌ত তাহার বাসস্থান।

(১৬) وَقَالَ تَعَالٰى وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ - (১৭) وَعَنْ

(১৬) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন ঃ ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট আর

اَسْلَمَ اَنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلٰى اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ وَهُوَ يَجْبِذُ

কে, যে কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। (১৭) হযরত আসলাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর

لِسَانَهٗ فَقَالَ عُمَرُ مَهْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ - فَقَالَ لَهٗ اَبُوْبَكْرٍ اِنَّ

সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি নিজের জিহ্বা ধরিয়া টানিতেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন ঃ থামুন, থামুন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে

هٰذَا اَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ - (১৮) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

মা'ফ করুন। হযরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন ঃ এই জিহ্বাই আমাকে অনেক বিপদে ফেলিয়াছে। (১৮) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন ঃ প্রকৃত

(১৭) মালেক। (১৮) কান্‌যুল-উম্মাল।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ - (١٩) وَقَالَ

মুজাহেদ ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিজ প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করে।

عُمَرُ حَاسِبُوْٓا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا وَزِنُوْهَا قَبْلَ اَنْ

(১৯) হযরত ওমর (রঃ) বলিয়াছেন : (হে লোক সকল!) তোমরা আল্লাহ্‌র দরবারে হিসাব প্রদানের পূর্বেই নিজের হিসাব নিজেই লও এবং উহা

تُوزَنُوْا - (٢٠) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (٢١) يٰٓاَيُّهَا

(আমল) ওযন করিবার পূর্বে নিজেই **ওযন** করিয়া লও। (২০) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (২১) (আল্লাহ্‌ পাক

الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج

এরশাদ করেন:) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর প্রত্যেকটি লোকের দেখা উচিত যে, আগামীকল্যের জন্য সে কি সম্বল পাঠাইয়াছে?

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٥

তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সংবাদ রাখেন।

الخطبة السابعة والثلثون فى التفكر

খোৎবা – ৩৭

সৃষ্টি-কৌশল বিষয়ক চিন্তা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَثَّرَ الْحَثَّ فِىْ كِتَابِهٖ عَلٰى

(১) যাবতীয় তা'রীফ আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য যিনি পবিত্র ক্বোরআন

اَلتَّدَبُّرِ وَالْاِعْتِبَارِ - وَالنَّظَرِ وَالْاِفْتِكَارِ - (২) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ

মজিদের মাধ্যমে চিন্তা ও নছীহত হাছেল করিতে এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিতে অত্যধিক অনুপ্রেরণা দান করিয়াছেন। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি,

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - (৩) وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৩) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের নেতা ও

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ فِىْ دَارِ الْقَرَارِ -

সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, তিনিই হইবেন বেহেশ্‌তে

(৪) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْاَخْيَارِ الْاَبْرَارِ -

আদম-সন্তানের প্রধান। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার শ্রেষ্ঠতম ও

(৫) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَمَرَ بِالتَّفَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ فِىْ

নেককার পরিবারবর্গ এবং ছাহাবীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন। (৫) অতঃপর

مَوَاضِعَ لَا تُحْصٰى مِنْ كِتَابِهِ الْمُبِيْنِ - وَاَثْنٰى عَلَى الْمُتَفَكِّرِيْنَ -

(জানা আবশ্যক) আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআন শরীফের বহু জায়গায় সুস্পষ্টভাবে চিন্তা ও মনোনিবেশ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন এবং চিন্তাশীলদের

(৬) فَقَالَ تَعَالٰٓى اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى

প্রশংসাও তিনি করিয়াছেন। (৬) যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج (৭) وَقَالَ

ঐ সমস্ত লোক (প্রকৃত জ্ঞানী) যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে এবং আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি-কৌশলে চিন্তা করে। (৭) আল্লাহ্ পাক

تَعَالٰى اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَلْاٰيَةَ ـ

আরও বলেন: তাহারা কি পৃথিবী ও আসমানজগত সম্বন্ধে চিন্তা করে না?

(৮) وَقَالَ تَعَالٰى اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا لا وَّالْجِبَالَ

(৮) আল্লাহ্ পাক বলেন: আমি কি পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করিয়া

اَوْتَادًا لا وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا لا وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا لا وَّجَعَلْنَا

দেই নাই এবং পাহাড়সমূহকে পেরেক স্বরূপ করি নাই? আমি তোমাদিগকে জোড়া জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি, তোমাদের নিদ্রাকে আরামপ্রদ করিয়া দিয়াছি।

الَّيْلَ لِبَاسًا لا وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ٥ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا

রাত্রিকে (তোমাদের) পোষাকের ন্যায় করিয়াছি এবং দিনকে রোযগারের

شِدَادًا لا وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا لا وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاءً

জন্য স্থাপন করিয়াছি। আমি তোমাদের উপরে সাতটি মজবুত আসমান নির্মাণ করিয়াছি এবং উহাতে উজ্জ্বল প্রদীপ স্থাপন করিয়াছি এবং মেঘ হইতে

ثَجَّاجًا لا لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا لا وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ـ (৯) وَقَالَ

অজস্র ধারায় পানি বর্ষণ করিয়াছি এবং উহা দ্বারা শস্য, তৃণলতা ও ঘন বাগ-বাগিচা

تَعَالٰى قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ط مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ط مِنْ

তৈয়ার করিয়াছি। (৯) আল্লাহ্ পাক বলেন: মানুষের উপর খোদার মার পড়ুক, সে কতই না অকৃতজ্ঞ! আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কোন্ জিনিষ দ্বারা

نُّطْفَةٍ ط خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ لا ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ لا ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ لا

সৃষ্টি করিয়াছেন? এক ফোটা বীর্য দ্বারাই তো! তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ নিয়ম মাফিক করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহার

ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهٗ ؕ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهٗ ؕ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ

(ভূমিষ্ঠ ও হেদায়তের) পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। তৎপর তিনি তাহাকে মৃত্যু দান করিয়া কবরস্থ করিয়াছেন। আবার যখনই তিনি ইচ্ছা করিবেন

اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۙ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۙ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۙ

তখনই তাহাকে পুনরায় জীবিত করিবেন। আল্লাহ্ যাহা আদেশ করিয়াছেন, সে কখনও তাহা পালন করে নাই। মানুষের তাহার খাদ্য-বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করা

فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۙ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۙ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۙ وَّحَدَائِقَ

উচিত। আমিই মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করাইয়াছি। অতঃপর জমীন বিদীর্ণ করিয়া উহাতে বিভিন্ন শস্য, আঙ্গুর, শাকসব্জী, যাইতুন, খেজুর, ঘন বাগিচা,

غُلْبًا ۙ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۙ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ؕ (১০) وَقَالَ

ফলফলাদি, ঘাস (ইত্যাদি) উৎপন্ন করিয়াছি ; উহার কতক তোমাদের নিজেদের অপর কতক তোমাদের পশুসমূহের প্রয়োজনার্থে। (১০) হুযূর (দঃ) জমীন ও

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ نُزُوْلِ اِنَّ فِىْ خَلْقِ

আসমান সৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াত اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ সম্বন্ধে এরশাদ করিলেন :

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاٰيَةَ وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَاَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيْهَا ـ

ঐ ব্যক্তির সর্বনাশ হউক, যে উক্ত আয়াত পাঠ করে অথচ তৎসম্পর্কে

(১১) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ قَوْمًا تَفَكَّرُوْا فِى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

চিন্তা করে না। (১১) হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা কোন একদল লোক আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করিতেছিল।

(১০) তখরীজ, ছহীহ্ ইবনে-হাব্বান। (১১) তখরীজ, তরগীব।

فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَكَّرُوْا فِىْ خَلْقِ اللّٰهِ

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর।

وَلَا تَتَفَكَّرُوْا فِى اللّٰهِ - فَاِنَّكُمْ لَنْ تَقْدِرُوْا قَدْرَهٗ - (১২) اَعُوْذُ

তাঁহার অস্তিত্ব সম্পর্কে মাথা ঘামাইও না। কারণ, তোমরা তাঁহার মর্যাদার

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৩) فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثَارِ رَحْمَةِ

আন্দাজ কখনো করিতে পারিবে না। (১২) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাহিতেছি। (১৩) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ হে রাসূল !) আল্লাহ্‌র

اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِى الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ

অশেষ রহমতের নিদর্শনসমূহের প্রতি চাহিয়া দেখুন, কিরূপে তিনি শুষ্ক জমীন

الْمَوْتٰى ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

পুনরায় সঞ্জীবিত করেন ; নিঃসন্দেহ, তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন, সবকিছুর উপরই তাঁহার ক্ষমতা বিরাজমান।

الخطبة الثامنة والثلثون فى ذكر الموت وما بعده

খোৎবা—৩৮

মৃত্যুর স্মরণ ও উহার পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ قَصَمَ بِالْمَوْتِ رِقَابَ الْجَبَابِرَةِ -

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই যিনি মৃত্যু দ্বারা যালেম

(২) وَكَسَرَ بِهٖ ظُهُوْرَ الْاَكَاسِرَةِ - وَقَصَرَ بِهٖٓ اٰمَالَ الْقَيَاصِرَةِ -

গোষ্ঠীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। (২) পারস্য সম্রাটদের মেরুদণ্ড চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং রোম সম্রাটদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করিয়া দিয়াছেন।

(৩) وَجَعَلَ الْمَوْتَ مَخْلَصًا لِّلْاَتْقِيَاءِ - (৪) وَمَوْعِدًا فِي

(৩)এবং মৃত্যুকে তিনি পরহেযগার বান্দাদের মুক্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন।

حَقِّهِمْ لِلِّقَاءِ - (৫) فَلَهُ الْاِنْعَامُ بِالنِّعَمِ الْمُتَظَاهِرَةِ - وَلَهُ

(৪) আর উহাকে তাহাদের জন্য খোদার সহিত মিলন প্রতিশ্রুতি পুরণের সময় নির্ধারণ করিয়াছেন। (৫) অতঃপর তিনিই (নেককারদের প্রতি) প্রচুর

الْاِنْتِقَامُ بِالنِّقَمِ الْقَاهِرَةِ - (৬) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

নেয়ামত বর্ষণ করিবেন ও নাফরমানদেরে চরম শাস্তি প্রদান করিবেন। (৬) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি

وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ - (৭) وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

একক, তাঁহার কোনও শরীক নাই। (৭) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি,

عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ذُوالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةِ - (৮) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

আমাদের নেতা ও সরদার, প্রকাশ্য মু'জেযার অধিকারী হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৮) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি, তাঁহার পরিবারবর্গ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖٓ اُولِي الْكَمَالَاتِ الْبَاهِرَةِ - وَسَلَّمَ

ও অতুলনীয় কামালিয়াতের অধিকারী ছাহাবীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, অজস্র

تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৯) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

ধারায় শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (৯) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) রাসূলে

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرُوْا ذِكْرَهَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ -

খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : তোমরা স্বাদ বিনাশকারী মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে

(১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا احْتُضِرَ الْمُؤْمِنُ اَتَتْ

স্মরণ করিও। (১০) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেনঃ যখন মু'মিন বান্দার

مَلٰئِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ - فَيَقُوْلُوْنَ اخْرُجِىْ رَاضِيَةً

মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হয়, তখন রহমতের ফেরেশ্‌তাগণ সাদা রেশমী কাপড় সহ

مَرْضِيًّا عَنْكِ اِلٰى رَوْحِ اللّٰهِ وَرَيْحَانٍ - وَّرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ -

আসিয়া (রূহকে লক্ষ্য করিয়া) বলেনঃ আল্লাহ্‌র দিকে সন্তুষ্টির সহিত বাহির হও, তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। আস, খোদা প্রদত্ত সুখ-শান্তি ও

وَفِيْهِ اَنَّ الْكَافِرَ اِذَا احْتُضِرَ اَتَتْهُ مَلٰئِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحٍ

এমন প্রভুর দিকে যিনি (তোমার প্রতি) অসন্তুষ্ট নহেন। উক্ত হাদীসে ইহাও বর্ণিত আছে যে, কাফেরের মৃত্যুকালে আযাবের ফেরেশ্‌তা চট সহ আসিয়া

فَيَقُوْلُوْنَ اخْرُجِىْ سَاخِطَةً مَّسْخُوْطًا عَلَيْكِ اِلٰى عَذَابِ اللّٰهِ

বলেনঃ খোদায়ী আযাবের দিকে চলিয়া আয়, তুই যেরূপ আল্লাহ্‌র প্রতি

عَزَّوَجَلَّ (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ

নারায তিনিও তোর প্রতি নারায (১১) রাসূলে খোদা এরশাদ করেনঃ (কবরে) মু'মিনের নিকট দুইজন ফেরেশ্‌তা উপস্থিত হন, তৎপর তাহাকে

فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَنْ رَّبُّكَ - فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ - فَيَقُوْلَانِ لَهٗ

বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমার প্রভু কে? সে জবাব দেয়, আমার প্রভু,

مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ فَيَقُوْلَانِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ

আল্লাহ্ তা'আলা। ফেরেশ্‌তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ধর্ম কি? সে জবাব দেয়, আমার ধর্ম ইসলাম। তৎপর তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেনঃ এই

(৯) তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা। (১০) আহমদ, নাসায়ী। (১১) আহমদ, আবূদাউদ।

الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ - فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

ব্যক্তি কে—যাঁহাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল? সে জবাব দেয়,

وَسَلَّمَ - (১২) وَفِيهِ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِي

তিনি আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল (দঃ)। (১২) উক্ত হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, অতঃপর আসমান হইতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, আমার বান্দা

فَاَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهٗ بَابًا

সত্য সত্যই বলিয়াছে, তাহাকে বেহেশ্‌তী বিছানা পাতিয়া দাও, বেহেশ্‌তী পোষাক তাহাকে পরাও এবং তাহার জন্য বেহেশ্‌তের দরজা খুলিয়া দাও।

اِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ - وَاَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهٗ (وَجَمِيعُ حَالِهٖ

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। আর কাফেরের মৃত্যু সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন: তাহার অবস্থা উক্ত মু'মিনের অবস্থার সম্পূর্ণ

عَلَى ضِدِّ ذٰلِكَ) (১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ اللّٰهُ

বিপরীত। (১৩) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা

تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ

এরশাদ করিয়াছেন: আমার নেক্‌কার বান্দাদের জন্য আমি এমন নেয়ামত তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোনও চক্ষু দেখে নাই, কোনও কান শোনে নাই

سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ اَلْحَدِيثَ - (১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ

এবং কোন মানুষের অন্তরেও কখনও উহার কল্পনা উদয় হয় নাই। (১৪) রাসূলে

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهٗ نَعْلَانِ

পাক (দঃ) এরশাদ করেন: দোযখীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তিগ্রস্ত

(১৩) বোখারী, মোসলেম। (১৪) বোখারী, মোসলেম।

وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ -

ঐ ব্যক্তি হইবে যাহার পায়ে ফিতাযুক্ত দুইটি আগুনের জুতা থাকিবে। উহার তেজে তাহার মস্তিষ্ক ফুটন্ত ডেগের ন্যায় টগ্‌বগ করিতে থাকিবে। সে বুঝিতে

مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا -

পারিবে না যে, তদপেক্ষা বেশী আযাব আর কাহাকেও দেওয়া হইতেছে, অথচ অন্যদের তুলনায় তাহাকে অনেক হাল্‌কা (লঘু) শাস্তি দেওয়া হইতেছে।

(১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا

(১৫) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও এরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের প্রভু

تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ - (১৬) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

আল্লাহ্ তা'আলাকে এরূপ প্রকাশ্যে দেখিতে পাইবে যেরূপভাবে তোমরা চাঁদ দেখিয়া থাক। (ভীড়ের মধ্যেও) উহা দেখিতে তোমাদের কোনই অসুবিধা

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৭) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

হইবে না। (১৬) বিতাড়িত মরদূদ শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (১৭) (আল্লাহ্ পাক বলেন:) প্রতিটি মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ

ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○

করিতে হইবে। অতঃপর তোমাদিগকে আমার কাছেই ফিরিয়া আসিতে হইবে।

الخطبة التاسعة والثلثون فى اعمال عاشوراء

খোৎবা—৩৯

আশুরার আমল সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانٍ -

(১) সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে এক

(১৫) বোখারী, মোসলেম।

وَالنَّجْمَ وَالشَّجَرَ يَسْجُدَانِ - (٢) وَفَضَّلَ زَمَانًا عَلَى زَمَانٍ -

সুনির্ধারিত হিসাব মতে স্থাপন করিয়াছেন এবং বৃক্ষ-লতাসমূহকে পূর্ণ অনুগত করিয়াছেন। (২) তিনি এক সময়কে অন্য সময়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন,

كَمَا فَضَّلَ مَكَانًا عَلَى مَكَانٍ - وَاِنْسَانًا عَلَى اِنْسَانٍ - (٣) وَنَشْهَدُ

যেরূপ তিনি এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর এবং এক মানুষকে অন্য মানুষের

اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (٤) وَنَشْهَدُ اَنَّ

উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (৩) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৪) আমরা

سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْ هَدَانَا اِلَى

আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই

الْخَيْرَاتِ - (٥) وَمِنْهَا صَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمِ الْحَسَنَاتِ -

বান্দা ও রাসূল যিনি আমাদিগকে নেককাজের দিকে হেদায়ত করিয়াছেন।

وَنَهَانَا عَنِ الْمُنْكَرَاتِ - وَمِنْهَا مَا ابْتَدَعُوْا فِيْهِ مِنَ الْمُخْتَرَعَاتِ -

(৫) তন্মধ্যে পুণ্যময় আশুরা দিবসে রোযা রাখা অন্যতম এবং তিনি আমাদিগকে যাবতীয় পাপ কাজ হইতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে আশুরা উপলক্ষে

(٦) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ الَّذِيْنَ اَقَامُوْا

আবিষ্কৃত বেদআতসমূহ অন্তর্ভুক্ত। (৬) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার

الَّذِيْنَ الْوَاجِبَاتِ مِنْهَا وَالْمَنْدُوْبَاتِ وَاَبْطَلُوْا رُسُوْمَ

পরিজন ও ছাহাবীগণের উপর অশেষ রহমত বর্ষণ করুন, যাঁহারা ধর্মের ওয়াজেব

الْجَاهِلِيَّةِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْهَا وَالْمَكْرُوْهَاتِ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا

ও মোস্তাহাবসমূহ কায়েম করিয়াছেন এবং অজ্ঞযুগের সমস্ত হারাম ও মকরূহ

كَثِيرًا - (٧) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ - لِلنَّاسِ فِيْهِ

প্রথাসমূহ বাতিল করিয়া দিয়াছেন, অফুরন্ত শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর।
(৭) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) আশুরা দিবস নিকটবর্তী হইয়াছে। ঐ দিন

مَعْرُوْفَاتٌ وَّمُنْكَرَاتٌ ظُلْمَاءُ - (٨) فَمِنَ الْاَوَّلِ اِسْتِحْبَابَانِ

মানুষের জন্য একদিকে নেকী অপর দিকে ঘোর নিষিদ্ধকাজসমূহ রহিয়াছে।

الصَّوْمُ فِيْهِ - (٩) فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

(৮) নেক কাজের মধ্যে ঐ দিন রোযা রাখা মোস্তাহাব। (৯) রাসূলে খোদা (দঃ)

وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمِ - (١٠) وَقَالَ

ফরমাইয়াছেন: রমযানের রোযার পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা আল্লাহ্‌ তা'আলার

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ

মুহাররাম মাসের রোযা। (১০) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন: আমি
আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে আশা রাখি, ১০ই মুহাররমের রোযা উহার পূর্ববর্তী

اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهٗ - (١١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

বৎসরের গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হইবে। (১১) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন:

صُوْمُوْا عَاشُوْرَاءَ وَخَالِفُوْا فِيْهِ الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهٗ يَوْمًا

তোমরা আশুরা দিবসে রোযা রাখিও এবং উহাতে ইহুদীদের বিরুদ্ধাচরণই
করিও। (তাহারা মাত্র একদিন রোযা রাখে তাই) তোমরা উহার পূর্বের দিন

وَّبَعْدَهٗ يَوْمًا - (١٢) وَكَانَ عَاشُوْرَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا

ও পরের দিন রোযা রাখিও। (১২) হাদীস শরীফে আছে: রমযানের রোযা ফরয

(৯) মোসলেম। (১০) মোসলেম। (১১) আইন, জমউল ফাওয়ায়েদ। (১২) জমউল ফাঃ।

نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ - (১৩) وَمَنْ

হইবার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয হিসাবে রাখা হইত। অতঃপর যখন রমযান মাসের রোযার হুকুম নাযিল হয়, তখন উহা যাহার ইচ্ছা রাখিতে পারে, আর

الْاَوَّلِ اِبَاحَةٌ وَّبَرَكَةٌ نِ التَّوْسِعَةُ فِيْهِ عَلٰى عِيَالِهٖ - (১৪) فَقَدْ

যাহার ইচ্ছা নাও রাখিতে পারে। (১৩) (এতদ্ব্যতীত) প্রথমোক্ত নেক কাজের মধ্যে মোবাহ্ এবং বরকতপূর্ণ কাজ হইল পরিবার-পরিজনের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয়

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ وَّسَّعَ عَلٰى عِيَالِهٖ فِى النَّفَقَةِ

করা। (১৪) যেমন রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আশুরা

يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهٖ - (১৫) وَمَنَ

দিবসে পরিবার-পরিজনের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয় করিবে—আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ

الثَّانِى اِتِّخَاذُهٗ عِيْدًا وَّمَوْسِمًا - اَوْاِتِّخَاذُهٗ مَاتَمًا مِّنَ

বৎসর তাহাকে সচ্ছলতা দান করিবেন। (১৫) নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে ঐ দিনকে উৎসব বা মেলার দিন হিসাবে পালন করা অথবা ঐদিন শোকোচ্ছাস পালনার্থে

الْمَرَاثِىْ وَالنِّيَاحَةِ وَالْحُزْنِ بِذِكْرِ مَصَائِبِ اَهْلِ الْبَيْتِ

শোকগাথা পাঠ করা, কান্নাকাটি করা, আহ্‌লে বাইতের বিপদের কথা স্মরণ

وَاِتِّخَاذِ الضَّرَائِحِ وَالْاَعْلَامِ - وَمَا يُقَارِنُهَا مِنَ الْمَلَاهِىْ

করিয়া দুঃখ প্রকাশ করা, তাযিয়া ও নিশান বাহির করা এবং ইহার আনুষঙ্গিক

وَالشِّرْكِ وَالْاٰثَامِ - (১৬) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

যাবতীয় ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদি শির্‌ক ও গোনাহ্‌র কাজ। (১৬) বিতাড়িত

(১৭) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۔ وَمَنْ يَعْمَلْ

শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাহিতেছি। (১৭) (আল্লাহ্ পাক বলেন:) যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ নেক কাজ করিবে (কিয়ামতে) সে উহা স্বচক্ষে দেখিতে

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ٥

পাইবে। আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করিবে সে উহাও দেখিতে পাইবে।

الخطبة الاربعون فى ما فى صفر

(খোৎবা—৪০

ছফর মাস সম্পর্কে—(ছফর চাঁদের পূর্ব জুমুয়া পড়িবে)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِيَدِهٖ اَزِمَّةُ الْاُمُوْرِ ۔ (২) وَهُوَ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য যাহার হাতে সকল কাজের

خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّالْمُتَصَرِّفُ فِيْهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالشُّرُوْرِ ۔

আঞ্জাম। (২) প্রত্যেকটি বস্তু তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে মঙ্গল ও

(৩) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۔ (৪) وَنَشْهَدُ

অমঙ্গল তিনিই সাধন করিয়া থাকেন। (৩) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোনও শরীক

اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْٓ اَخْرَجَنَا مِنَ

নাই। (৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি আমাদিগকে অন্ধকার হইতে

الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ۔ وَمَحَا كُلَّ جَهْلٍ وَّدَيْجُوْرٍ ۔ (৫) صَلَّى

বাহির করিয়া আলোতে আনয়ন করিয়াছেন এবং সকল প্রকার অজ্ঞতা ও

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ ظَهَرَ بِهِمُ الدِّيْنُ اَتَمَّ

গোমরাহীর অন্ধকার বিলীন করিয়া দিয়াছেন। (৫) আল্লাহ্ পাক তাঁহার পরিবার-পরিজন এবং ছাহাবীগণের উপর অনন্তকাল ব্যাপি অশেষ রহমত নাযিল করুন।

ظُهُوْرٍ وَرَسَخَ بِهِمُ الْيَقِيْنُ فِى الصُّدُوْرِ - مَا تَعَاقَبَتِ الْاَيَّامُ

তাঁহাদের উছিলায় দ্বীন ইসলাম পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ

وَالشُّهُوْرُ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ

করিয়াছে এবং তাঁহাদের দ্বারা মানব মনে খোদার প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়াছে। আল্লাহ্ তাঁহাদের উপর অজস্র ধারায় শান্তি বর্ষণ করুন। (৬) অতঃপর (জানিয়া

شَهْرُ صَفَرَ - (৭) يَتَشَاءَمُ بِهٖ بَعْضُ النَّاسِ وَيَتَطَيَّرُ - كَمَا كَانَ

রাখুন) ছফর মাস নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। (৭) কতক লোক এই মাসকে

اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مَعَ هٰذَا الْاِعْتِقَادِ يَبْتَدِعُوْنَ فِيْهِ النَّسِىْءَ

অশুভ কুলক্ষণের মাস বলিয়া মনে করে, যেমন অজ্ঞযুগের লোকেরা ঐ কুবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এই মাসকে অগ্রপশ্চাৎ করার জঘন্য প্রথাও আবিষ্কার করিয়াছিল।

النُّكْرَ - (৮) فَاَبْطَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِقَوْلِهٖ اِنَّمَا النَّسِىْءُ

(৮) আল্লাহ্ পাক তাঁহার বাণী "নিশ্চয় মাস অগ্রপশ্চাৎ করা আরও একটি

زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ - (৯) وَكَذٰلِكَ نَفٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

কুফরী" দ্বারা উহা বাতিল করিয়া দেন। (৯) তদ্রূপ মহানবী (দঃ) বিশেষ

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلشُّوْمَ وَالطِّيَرَةَ بِهٖ خُصُوْصًا وَبِكُلِّ شَىْءٍ

করিয়া এই মাসকে এবং সাধারণতঃ কোন জিনিষে অশুভ ও কুলক্ষণ মান্য করিতে

(৯) বোখারী

عُمُومًا - وَأَزَاحَ بِهٰذَا النَّفْيِ عَنَّا هُمُومًا وَّغُمُومًا - (١٠) فَقَالَ

নিষেধ করিয়াছেন। এই নিষেধ বাণী দ্বারা তিনি আমাদের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

দূর করিয়া দিয়াছেন। (১০) রাসূলে পাক (দঃ) ফরমাইয়াছেন : সংক্রামক ব্যাধি,

اَلْحَدِيْثَ - (١١) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ يَّتَشَاءَمُوْنَ بِدُخُوْلِ

কুলক্ষণ, পেঁচকের ডাক এবং ছফর মাস অশুভ বলিয়া কিছুই নাই। (১১) মুহম্মদ ইবনে-রাশেদ বর্ণনা করিয়াছেন, লোকেরা ছফর মাসের আগমনকে অশুভ বলিয়া

صَفَرَ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَفَرَ - (١٢) وَقَالَ

মনে করিত, তাই রাসূলে পাক (দঃ) ফরমাইয়াছেন, ছফর মাসে কোন অমঙ্গল

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ قَالَهٗ ثَلٰثًا - (١٣) وَقَالَ

নাই। (১২) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আরও বলিয়াছেন : 'কুলক্ষণ মানা শির্ক।' এই উক্তি তিনি তিনবার করিয়াছেন। (১৩) হযরত ইবনে-মাসয়ূদ (রাঃ) বলিয়াছেন,

ابْنُ مَسْعُوْدٍ مَّا مِنَّا اِلَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهٗ بِالتَّوَكُّلِ - وَعُلِمَ

আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাহার মনে এই ধরনের কোন খেয়াল না আসে, কিন্তু আল্লাহ্ পাক উহা তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে দূরীভূত করিয়া দেন।

بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ وَسْوَسَةَ الطِّيَرَةِ اِذَا لَمْ يَعْتَقِدْهَا

হযরত ইবনে-মাসয়ূদের এই কথায় প্রমাণিত হয় যে, অমঙ্গলের ধারণা যদি

بِالْقَلْبِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَضَاهَا بِالْجَوَارِحِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهَا

অন্তরে বিশ্বাসের রূপ ধারণ না করে এবং হাত-পা দ্বারা ঐ মত কাজও যদি

(১০) মা-ছাবাতা বিস্-সুন্নাহ্। (১১) আবু-দাউদ। (১২) বোখারী, মোসলেম। (১৩) আবুদাউদ।

بِاللِّسَانِ لَايُؤَاخَذُ عَلَيْهَا - وَهٰذَا هُوَالْمُرَادُ بِالتَّوَكُّلِ -

সে না করে, কিংবা উহা সম্পর্কে মুখেও কিছু না বলে, তাহা হইলে সে দোষী হইবে না। বস্তুতঃ উক্ত তাওয়াক্কুলের উদ্দেশ্য ইহাই।

(১৪) وَمَارُوِىَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ اَلشُّؤْمُ

(১৪) আর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হইতে যে বর্ণিত আছেঃ 'নারী, বাসগৃহ ও

فِى الْمَرْاَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ فَهُوَ عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ -

ঘোড়ার মধ্যে অমঙ্গল' উহা তিনি শুধু মাত্র "যদি মানিয়া লওয়া হয়" এই হিসাবে

لِمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَاِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ

বলিয়াছেন। কেননা, তিনি (অন্যত্র) ফরমাইয়াছেনঃ যদি কোন বস্তুতে কুলক্ষণ

فِى شَيْءٍ فَفِى الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ - (১৫) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

বলিয়া কিছু থাকিত, তবে বাসগৃহ, অশ্ব ও স্ত্রী এই তিনের মধ্যে থাকিত।

مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - (১৬) قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ ط اَئِنْ

(১৫) মরদূদ শয়তান হইতে আল্লাহ্ পাকের পানাহ্ চাহিতেছি। (১৬) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ) তাহারা বলিল, তোমাদের কুলক্ষণ তো তোমাদের

ذُكِّرْتُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ٥

সাথেই লাগিয়া আছে। (এখন) যদি তোমাদিগকে কোন সদুপদেশ দান করা হয়, (তবে উহা কি তোমরা কুলক্ষণের বস্তু মনে করিবে ?) বরং (আসল কথা এই যে) তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

الخطبة الحادية والاربعون فى بعض ما اعتيد فى الربيعين

খোৎবা—৪১

রবিউল আউয়াল ও রবিউস সানী মাসের প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে

(রবিউল আউয়ালের পূর্ব জুমুআয় পড়িবে)

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى - اَلَّذِىْ بِكَمَالَاتِهٖ ظَهَرَ وَبِذَاتِهٖ

(১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য এবং তাঁহারই প্রশংসা

اخْتَفٰى - (٢) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ -

যথেষ্ট যিনি স্বীয় গুণাবলীতে প্রকাশ্য এবং স্বীয় সত্ত্বায় গুপ্ত। (২) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُصْطَفٰى -

একক, তাঁহার কোন শরীক নাই, আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও মনোনীত রাসূল।

(٣) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ وِرْدُهُمْ

(৩) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার বিশুদ্ধ ও পবিত্রমনা পরিবারবর্গ

قَدْ صَفَا - (٤) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ شَهْرُ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ - اَلَّذِى

এবং ছাহাবীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন। (৪) অতঃপর (শুনুন) রবিউল

اعْتَادَ فِيْهِ بَعْضُ النَّاسِ ذِكْرَ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ فِى الْمُحْتَفَلِ -

আউয়াল মাস নিকটবর্তী হইয়াছে। এই মাসে কেহ কেহ যিক্‌রে মিলাদুন্নবী

(٥) فَنَقُوْلُ لِتَحْقِيْقِ الْمَسْئَلَةِ اَنَّهٗ ثَبَتَ بِحَدِيْثِ الشَّيْخَيْنِ

মাহফিলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। (৫) সুতরাং এই সম্পর্কে তাহ্‌কীকের জন্য আমরা বলি, বুখারী মুসলেমের হাদীস ও অন্যান্য দলীল দ্বারা মাগরেবের

فِى الصَّلٰوةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ - وَغَيْرِهٖ مِنَ الْبَرَاهِيْنِ -

নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়া ছাবেত আছে। (কিন্তু এই হাদীসেই উল্লেখ আছে যে, উহাকে মাগরেবের সুন্নত বলিয়া মনে করাকে হযরত (দঃ)

(৬) وَمِنْهَا اتِّفَاقُ الْمُحَقِّقِيْنَ اَنَّ اعْتِقَادَ غَيْرِ الْقُرْبَةِ قُرْبَةً

নাপছন্দ করিয়াছেন।) (৬) এই হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তাশীল আলেমগণ এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, যাহা এবাদৎ নহে উহাকে এবাদৎ মনে

اَوْ غَيْرِ اللَّازِمِ لَازِمًا تَغْيِيْرٌ لِّلدِّيْنِ - (৭) وَاَنَّ اِيْهَامَ هٰذَا

করা কিংবা কোন গায়ের জরুরী কাজকে জরুরী মনে করার অর্থ ধর্মের মধ্যে

اَلْاِعْتِقَادِ يُشَابِهُهٗ هٰذَا التَّغْيِيْرَ - وَيَلْحَقُ بِهٖ فِى الْحُكْمِ لُحُوْقَ

পরিবর্তন আনয়ন (করা)। (৭) আর যদ্দারা এরূপ ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে উহাও উক্ত পরিবর্তনের তুল্য এবং হুকুমের মধ্যেও উহার শামিল,

النَّظِيْرِ بِالنَّظِيْرِ - (৮) فَهٰذَا الذِّكْرُ الشَّرِيْفُ اِنْ كَانَ

যে ভাবে প্রত্যেক কাজই আদেশ-নিষেধে উহার নযীরের সঙ্গে জড়িত। (৮) সুতরাং

خَالِيًا مِّنَ التَّخْصِيْصَاتِ وَالْقُيُوْدِ - فَلَا كَلَامَ فِىْ دُخُوْلِهٖ

মিলাদ মহফিল যদি কোন কিছুর সহিত নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ না থাকে, তবে

تَحْتَ الْحُدُوْدِ - (৯) وَاِنْ كَانَ مُقَارِنًا لَّهَا مَعَ اِبَاحَتِهَا -

উহা শরীয়তের গণ্ডীর মধ্যে থাকা সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। (৯) আর যদি ইহা মুবাহ্ বিষয়াদির সঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকে, (তবে উহার দুইটিই মাত্র অবস্থা)

فَاِنِ اعْتَقَدَ كَوْنَهَا لَازِمًا اَوْ مَقْصُوْدًا كَانَ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ -

১। যদি উহা অত্যাবশ্যক কিংবা উদ্দেশ্য ব্যাঞ্জক বলিয়া এ'তেকাদ করে, তবে

وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ كَوْنَهَا قُرْبَةً لَكِنْ أَوْهَمَهُ كَانَ مُشَابِهًا

উহা পরিষ্কার বেদ-আতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ২। আর যদি উহাকে উদ্দেশ্য ব্যাঞ্জক বলিয়া এ'তেকাদ না করে, কিন্তু উহা সে এরূপভাবে পালন করে যাহাতে

بِالْبِدْعَاتِ - (١٠) وَيَمْنَعُ عَنْهُمَا مَنْعَ الْمُنْكَرَاتِ - بِتَفَاوُتٍ

লোকের মনে উক্তরূপ ধারণা সৃষ্টি করে, তবে উহা বেদআতের অনুরূপ হইবে। (১০) এবং উভয় ক্ষেত্রেই অন্যান্য নিষিদ্ধ কার্যাবলীর ন্যায় পর্যায়ানুক্রমে উহা

فِى الْمَنْعِ بِتَفَاوُتِ الدَّرَجَاتِ - (١١) فَمَنْ ظَنَّ بِالْفَاعِلِ هٰذَا الْاِعْتِقَادَ -

নিষিদ্ধ হইবে। (১১) ঠিক এই কারণেই যে আলেম ছাহেব মিলাদানুষ্ঠানকারী

اَوْ اِيهَامَ الْفَسَادِ - اَدْخَلَ اعْتِيَادَهُ فِى مَحْظُورِ الْاِلْتِزَامِ -

সম্পর্কে মনে করেন যে, মিলাদ সম্পর্কে তাঁহার মনে ঐরূপ বিশ্বাস আছে বা অহেতুক ধারণা সৃষ্টি করিবে, তিনি এরূপ মিলাদানুষ্ঠানকে নিষেধ করেন। (১২)

(١٢) وَمَنْ ظَنَّ بِهِ خُلُوَّهُ عَنْهُمَا اَدْخَلَ اعْتِيَادَهُ فِى سَائِغِ

আর যিনি তাহাকে ঐরূপ বিশ্বাস বা ধারা হইতে মুক্ত মনে করেন তিনি এই

الدَّوَامِ - (١٣) وَالَّذِى يُشَاهِدُ حَالَ الْعَوَامِّ - مِنْ تَشْنِيعِهِمْ

প্রচলনকে জায়েয মনে করেন। (১৩) যিনি সর্বসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

عَلَى التَّارِكِينَ وَالْمَلَامِ - اَشَدَّ مِنْهُ عَلَى تَارِكِ الْاَحْكَامِ -

করেন তিনি দেখিতে পাইবেন যে, মিলাদ না পড়ুয়াদের প্রতি এত কঠোর নিন্দা ও ভৎসনাসূচক বাক্য প্রয়োগ করে যাহা তাহারা শরীঅতের নির্দেশ

يُرَجِّحُ تَتَبُّعَ الْمَانِعِ بِلَا كَلَامٍ - (١٤) وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ

অমান্যকারীকেও করে না, বিনা বাক্যে তিনি নিষেধকারী আলেমের ফতোয়াকে প্রাধান্য দিবেন। (১৪) পরবর্তীকালের আলেম সম্প্রদায়ের মতানৈক্য

مِنَ الْخَلَفِ كَالْاِخْتِلَافِ مِنَ السَّلَفِ فِى الْعَمَلِ بِاَحَادِيْثِ

পূর্বকালের আলেমগণের মতানৈক্যেরই অনুরূপ। তাঁহারা বিভিন্ন হাদীছ

اِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ - وَنُزُوْلِ الْحَاجِّ بِالْمُحَصَّبِ

পর্যালোচনা করায় শুধু জুমুআর দিন (একটা) রোযা রাখা ও হাজীদের

لِلْمَقَامِ - وَمَا ضَاهَاهُمَا مِنَ الْاَحْكَامِ - (১৫) وَاَمَّا اِذَا قَارَنَ

মুহাস্‌সাব নামক স্থানে অবস্থান করা এবং উহার অনুরূপ আরও বিভিন্ন মাসআলায় তাঁহার মতদ্বৈধতা পোষণ করিয়াছেন। (১৫) আর যদি মিলাদ

هٰذَا الْاِحْتِفَالُ مُنْكَرَاتٌ بَيِّنَةٌ - فَالْفَتْوٰى بِالْمَنْعِ مُتَعَيِّنَةٌ -

মহফিলে খোলাখুলি কোন শরীয়ত বিগর্হিত কাজ হয়, তাহা হইলে না-জায়েযের

(১৬) وَهٰذَا هُوَ الْحُكْمُ فِىْ رَسْمٍ اٰخَرَ - يُسَمّٰى بِالْحَادِىْ عَشَرَ -

ফতোয়াই সুনির্ধারিত। (১৬) অন্যান্য যাবতীয় প্রথা বিশেষ করিয়া রবিউস্‌সানী

اَلَّذِىْ يَقَعُ فِىْ رَبِيْعِ الثَّانِىْ - وَهُوَ عُرْسُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ

মাসের একাদশ তারীখে অনুষ্ঠিত হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর

الْجِيْلَانِىِّ - (১৭) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

ওরস প্রথার হুকুমও উল্লিখিত রূপ। (১৭) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র

(১৮) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٥

পানাহ্‌ চাহিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেন: হে রাসূল!) আপনার সুনামকে আমি সমুন্নত করিয়া দিয়াছি।

الخطبة الثانية والاربعون فى ما يتعلق برجب

(খোৎবা—৪২

রজব মাসের কতিপয় আমল সম্পর্কে

(রজব মাসের পূর্বের জুমুআয় পড়িবে)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি তাঁহার বান্দা

الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى - ثُمَّ مِنْهُ اِلَى السَّمٰوٰتِ الْعُلٰى -

(হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে রাত্রি-বেলা মসজিদে হারাম হইতে মসজিদে আক্‌ছা পর্যন্ত লইয়া গেলেন, অতঃপর তথা হইতে তিনি তাঁহাকে উচ্চ আসমানে নিয়া

(২) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ -

গেলেন। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মহান্ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই।

(৩) وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ

তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৩) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের নেতা ও সরদার সৃষ্টজগতের সেরা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা

الْوَرٰى - (৪) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ الَّذِيْنَ

ও রাসূল। (৪) আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে, তাঁহার পরিবার পরিজন এবং

كَشَفُوا الدُّجٰى - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - (৫) اَمَّا بَعْدُ

ছাহাবীগণকে যাঁহারা (কুফরের) অন্ধকারসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়াছেন, অশেষ রহমত ও অজস্র ধারায় শান্তি প্রদান করুন। (৫) অতঃপর (জানিয়া

فَقَدْ حَانَ شَهْرُ رَجَبَ الْاَصَمِّ - لَهٗٓ اَحْكَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

রাখুন,) রজব মাস নিকটবর্তী হইয়াছে। এই মাস সম্পর্কে অনেকগুলি হুকুম

أَهَمُّ - فَمِنْهَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (٦)

আহ্‌কাম রহিয়াছে যাঁহার একটি অপরটি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। (৬) তন্মধ্যে

إِذَا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ -

রজব মাস উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিতেন ঃ আয় আল্লাহ্! রজব ও শা'বানে আপনি আমাদিগকে বরকত দান করুন। আর আপনি আমাদিগকে

وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ - (٧) وَمِنْهَا الصَّوْمُ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهٖ

রমযান মাস পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিন। (৭) এতদ্ব্যতীত রহিয়াছে এই মাসের

تَخْصِيْصًا وَّفِيْهِ رِوَايَاتٌ - (٨) اَلْاَوَّلُ مَارُوِىَ مَرْفُوْعًا

বিশেষ বিশেষ দিনে রোযা রাখার সমস্যা। এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার রেওয়ায়াত

وَلَمْ يَصِحَّ مِنْهَا شَىْءٌ وَّغَايَتُهُ الضُّعْفُ وَجُلُّهَا مَوْضُوْعٌ -

আছে। (৮) প্রথম প্রকা সরাসরি হুযূর (দঃ) হইতে বর্ণিত। কিন্তু উহার

(٩) وَالثَّانِىْ مَاعَنْ خَرَشَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

মধ্যে কোনটিই ছহীহ্ নহে; বরং অধিকাংশই মওযূ বা জাল। (৯) দ্বিতীয় প্রকার রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে হযরত খারাশা (রাঃ) হইতে। তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَضْرِبُ اَكُفَّ الرِّجَالِ فِىْ صَوْمِ رَجَبَ حَتّٰى يَضَعُوْهَا

আমি হযরত ওমর ইব্‌নে-খাত্তাব (রাঃ)কে দেখিয়াছি, কেহ রজব মাসে রোযা

فِى الطَّعَامِ - (١٠) وَالثَّالِثُ مَاهُوَ مَوْقُوْفٌ عَلٰٓى اَبِىْ

রাখিলে খাদ্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি ঐ ব্যক্তির হাতে আঘাত করিতেন। (১০) তৃতীয় রেওয়ায়তের সনদ হযরত আবু হোরায়রার উপরই মওকুফ।

(৬) বায়হাক্বী।

هُرَيْرَةَ مَنْ صَامَ يَوْمَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبَ كَتَبَ اللّٰهُ

অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হইতে শুনিয়াছেন কি না উল্লেখ নাই। যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারীখে রোযা রাখিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আমল-

لَهٗ صِيَامَ سِتِّيْنَ شَهْرًا - (١١) وَهٰذَا اَمْثَلُ مَا وَرَدَ فِى

নামায় ৬০ (ষাট) মাস রোযা রাখার সওয়াব লিখিয়া দিবেন। (১১) এই

هٰذَا الْمَعْنٰى - ذَكَرَ هٰذَا كُلَّهٗ فِىْ مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ -

মর্মে যতগুলি রেওয়ায়াত আছে তন্মধ্যে এই রেওয়ায়তটিই উত্তম। উক্ত হাদীস

(١٢) وَمُقْتَضَى الثَّالِثِ الصَّوْمُ لٰكِنْ لَّا بِاِعْتِقَادِ السُّنَّةِ

সমূহ 'মা-সাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে। (১২) তৃতীয় রেওয়ায়াত রোযা রাখার সপক্ষেই কিন্তু ইহা সুন্নত কিংবা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)

وَثُبُوْتِهٖ عَنِ الشَّارِعِ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْاِحْتِيَاطِ - (١٣) وَمُقْتَضَى

হইতে ইহার কোন বাস্তব প্রমাণ আছে—এই এ'তেকাদ সহকারে নয়; বরং

الْبَاقِيَتَيْنِ عَدَمُ الصَّوْمِ تَخْصِيْصًا صَوْنًا لِّلْاَحْكَامِ عَنِ

শুধু তাক্‌ওয়া হিসাবে। (১৩) অবশিষ্ট দুইটি রেওয়ায়তের উদ্দেশ্য হইল নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখা নিষেধ। ইহাতে শরীয়তের বিধানগুলি একটি অপরটির

الْاِخْتِلَاطِ - (١٤) وَمِنْهَا مَا اخْتَرَعَهُ الْعَوَامُّ اَوِ الْخَوَاصُّ

সহিত সংঘর্ষ হইতে মুক্ত থাকিবে। (১৪) উল্লিখিত বিধি-নিষেধসমূহের

كَالْعَوَامِّ مِنِ اتِّخَاذِهِمْ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ مَوْسِمًا -

মধ্যে ইহাও একটি যাহা সর্বসাধারণ এবং তাহাদেরই অনুরূপ বিশেষ শ্রেণীর লোকেরাও করিয়া থাকে। উহা হইল—(রজব মাসের) ২৭ তারীখের রাত্রিকে

وَيَذْكُرُوْنَ فِيْهَا قِصَّةَ الْمِعْرَاجِ الشَّرِيْفِ - (١٥) وَالْحُكْمُ

বিশেষ রাত্রি হিসাবে পালন করা। এই রাত্রে তাহারা মে'রাজ শরীফের

فِيْهِ هُوَ الْحُكْمُ الَّذِىْ سَبَقَ فِىْ خُطْبَةِ الْمَوْلِدِ الْمُنِيْفِ -

ঘটনা আলোচনা করিয়া থাকে। (১৫) উহার হুকুম পূর্ব খোৎবার মিলাদ

(١٦) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٧) لَتَرْكَبُنَّ

শরীফ সম্পর্কে যে হুকুম বর্ণনা করা হইয়াছে ঠিক তদ্রূপ। (১৬) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় চাহিতেছি। (১৭) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ

طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ؀

করেন ঃ) তোমাদিগকে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পৌঁছিতে হইবে।

الخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ وَالْاَرْبَعُوْنَ فِىْ اَعْمَالِ شَعْبَانَ

খোৎবা—৪৩

শা'বান মাসের আমল সম্পর্কে

(শা'বান চাঁদের পূর্ববর্তী জুমুআয় পড়িবেন)

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ قَدَّرَ الْاَرْزَاقَ وَالْاٰجَالَ - (٢) وَاَمَرَ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি রি্যক ও মৃত্যুকাল

بِذِكْرِهٖ وَطَاعَتِهٖ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ - (٣) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ

নির্ধারিত করিয়াছেন। (২) এবং যিনি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার যিক্র ও এবাদতের

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (٤) وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

নির্দেশ দিয়াছেন। (৩) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৪) আমি

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ اَهْلِ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ - (৫) صَلَّى

আরও সাক্ষ্য দিতেছি উত্তম গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রধান হযরত মুহম্মদ (দঃ)

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ خَيْرِ اَصْحَابٍ وَّاٰلٍ - وَسَلَّمَ

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিবার পরিজন ও শ্রেষ্ঠ ছাহাবীগণের উপর রহমত নাযিল করুন। অশেষ

تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ شَهْرُ شَعْبَانَ -

শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (৬) অতঃপর (শুনুন) শা'বান মাস নিকটে

اَلَّذِىْ هُوَ مُقَدِّمَةُ رَمَضَانَ - (৭) لَهٗ بَرَكَاتٌ وَّفَضَائِلُ -

আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যাহা পবিত্র রমযানের সূচনা। (৭) এই মাসের অনেক

وَيَتَعَلَّقُ بِهٖ بَعْضُ الْمَسَائِلِ - فَاسْمَعُوْهَا - وَعُوْهَا - (৮) قَالَ

বরকত ও ফযীলত আছে এবং ইহার সংশ্লিষ্ট কতিপয় মাসআলাও আছে।

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْصُوْا هِلَالَ شَعْبَانَ

উহা শুনুন এবং স্মরণ রাখুন। (৮) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : তোমরা

لِرَمَضَانَ - (৯) وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ

রমযানের জন্য শা'বানের চাঁদের হিসাব রাখিও। (৯) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) শা'বান

مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهٖ - (১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

মাসের প্রতি এরূপ লক্ষ্য রাখিতেন যে, অন্য কোন মাসের প্রতি তদ্রূপ রাখিতেন না। (১০) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন : তোমাদের কেহ যেন

(৮) তিরমিযী। (৯) আবু দাউদ। (১০) বোখারী, মোসলেম।

لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا

রমযানের এক দিন বা দুই দিন পূর্ব হইতে রোযা না রাখে। হাঁ, তবে যে ব্যক্তি

أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ -

(সপ্তাহ বা মাসের) নির্দিষ্ট কোনও দিনে রোযা রাখিতে অভ্যস্ত সে (অভ্যস্ত

(১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ يَعْنِيْ

দিন হিসাবে) ঐ দিনের রোযা রাখিতে পারে। (১১) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ১৫ই

لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَنْ يُكْتَبَ كُلَّ مَوْلُوْدٍ بَنِيْ اٰدَمَ

শা'বানের রাত্রি সম্পর্কে এরশাদ করেন: এই বৎসর যত আদম-সন্তান জন্মলাভ

فِيْ هٰذِهِ السَّنَةِ - وَفِيْهَا أَنْ يُّكْتَبَ كُلَّ هَالِكٍ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ

করিবে এবং যাহারা এই বৎসর মারা যাইবে, এই রাত্রে তাহাদের সংখ্যা

فِيْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيْهَا تُنْزَلُ أَرْزَاقُهُمْ

লিপিবদ্ধ করা হয়। এই রাত্রেই (মানুষের সমস্ত বৎসরের) আ'মল

اَلْحَدِيْثَ - (১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ إِذَا كَانَتْ

উঠাইয়া লওয়া হয় এবং তাহাদের রিয্‌ক নাযিল করা হয়। (১২) রাসূলে

لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا فَإِنَّ

পাক এরশাদ করেন: ১৫ই শা'বানের রাত্রি জাগরণ করিও এবং ঐ দিন

اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

রোযা রাখিও। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এই রাত্রে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম

(১১) বায়হাকী। (১২) ইবনে-মাজা।

فَيَقُوْلُ اَلَا مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَلَهٗ - اَلَا مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَهٗ -

আসমানে তশরীফ আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি বলিতে থাকেন : কে আছ ক্ষমা প্রার্থনাকারী? আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিব। কে আছ রিয্‌ক

اَلَا مُبْتَلًى فَاُعَافِيَهٗ - اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ -

প্রার্থী? আমি তাহাকে রিয্‌ক প্রদান করিব। কে আছ বিপদগ্রস্ত? আমি তাহাকে বিপদ মুক্ত করিয়া দিব। এইরূপে অন্যান্য বিষয়েরও প্রার্থনার

(১৩) وَقَالَ صَاحِبُ مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ - وَمِنَ الْبِدَعِ الشَّنِيْعَةِ

আহ্বান করেন। এইভাবে ফজর পর্যন্ত বলিতে থাকেন। (১৩) "মা সাবাতা বিস্‌সুন্নাহ" প্রণেতা (শাহ্ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহ্‌লবী) বলেন : হিন্দুস্থানের

مَا تَعَارَفَ النَّاسُ فِىْٓ اَكْثَرِ بِلَادِ الْهِنْدِ مِنْ اِيْقَادِ السُّرُجِ

অধিকাংশ শহরের লোকদের মধ্যে বিশেষভাবে কতকগুলি প্রথা প্রচলিত আছে,

وَوَضْعِهَا عَلَى الْبُيُوْتِ وَالْجُدْرَانِ - وَتَفَاخُرِهِمْ بِذٰلِكَ

যাহা খুবই জঘন্য বেদআৎ। যেমন, শবে-বরাতে বাতি জ্বালাইয়া উহা ঘরের

وَاجْتِمَاعِهِمْ لِلَّهْوِ وَاللَّعِبِ بِالنَّارِ وَاِحْرَاقِ الْكِبْرِيْتِ -

দরজায় ও দেয়ালের উপর রাখা এবং উহা দ্বারা আত্মগৌরব করা, আর দলবদ্ধ

عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ ذٰلِكَ وَهُوَ الظَّنُّ الْغَالِبُ اتِّخَاذًا مِّنْ رُّسُوْمِ

হইয়া আগুন এবং পটকা লইয়া নানাপ্রকার খেলাধুলায় লিপ্ত হওয়া।

الْهُنُوْدِ فِىْٓ اِيْقَادِ السُّرُجِ لِلدِّوَالِىْ - (১৪) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ

সম্ভবতঃ ইহা হিন্দুদের দেওয়ালী-উৎসবে বাতি জ্বালানোর প্রথা হইতে লওয়া

الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - (১৫) اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا

হইয়াছে। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ পাকের পানাহ্ চাহিতেছি। (১৫) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন :) নিশ্চয় আমি ক্বোরআন শরীফ এক

كُنَّا مُنْذِرِيْنَ - فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ اَمْرًا مِّنْ

বরকতপূর্ণ রাত্রে অবতীর্ণ করিয়াছি। নিশ্চয় আমি সংবাদ দাতা ও পরিজ্ঞাপক।

عِنْدِنَا - اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ٥

এই রাত্রে আমারই আদেশে হেকমতপূর্ণ বিষয়সমূহের সমাধান করা হয়। নিশ্চয় আমিই রাসূলগণকে পাঠাইয়া থাকি।

الخطبة الرابعة والاربعون فى فضائل رمضان

(খাৎবা—৪৪

রমযানের ফযীলত সম্পর্কে

(রমজানের চাঁদ উঠিবার পূর্ববর্তী জুমুআয় পড়িবেন)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَعْظَمَ عَلٰى عِبَادِهٖ الْمِنَّةَ - بِمَا دَفَعَ

১। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি তাঁহার বান্দাদের

عَنْهُمْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ وَفَنَّهٗ - وَرَدَّ اَمَلَهٗ وَخَيَّبَ ظَنَّهٗ -

হইতে শয়তানের ধোকাবাজী ও চাতুরী দূর করত তাহাদের প্রতি বড়ই এহ্ছান করিয়াছেন। আর তাহার দুরাশাকে বিনাশ করিয়াছেন এবং তাহার

اِنْ جَعَلَ الصَّوْمَ حِصْنًا لِّاَوْلِيَآئِهٖ وَجُنَّةً - وَفَتَحَ لَهُمْ بِهٖ

কল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তম বান্দাদের (গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকার) উদ্দেশ্যে রোযাকে মজবুত দুর্গ ও ঢাল বানাইয়া

اَبْوَابَ الْجَنَّةِ - (২) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ

দিয়াছেন এবং রোযার বরকতে তিনি তাহাদের জন্য বেহেশ্তের দরজা খুলিয়া দিয়াছেন। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মহান্ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ

لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৩) وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৩) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি,

قَائِدُ الْخَلْقِ وَمُمَهِّدُ السُّنَّةِ - (৪) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى

হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। তিনি সৃষ্ট জগতের সরদার ও মহান্ আদর্শের প্রবর্তক। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ ذَوِى الْاَبْصَارِ الثَّاقِبَةِ وَالْعُقُوْلِ الْمُرَجَّحَةِ -

ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর

وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৫) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ رَمَضَانُ -

রহমত বর্ষণ করুন। অজস্র ধারায় শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (৫) অতঃপর (অবগত হউন) পবিত্র রমযান মাস নিকটবর্তী হইয়াছে।

اَلَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ - هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

এই মাসেই ক্বোরআন শরীফ নাযিল হইয়াছে—যাহা মানুষের পথ প্রদর্শক

مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ - (৬) فَاسْتَقْبِلُوْهُ بِالشَّوْقِ وَالْهَيْمَانِ -

আর ইহার মধ্যে হেদায়ত এবং হক্ব-বাতেলে পার্থক্যের স্পষ্ট দলীল রহিয়াছে। (৬) সুতরাং এই পবিত্র মাসকে অতি আগ্রহ ও উদগ্রীব সহকারে

وَاَصْغُوْٓا اِلٰى مَا رَوٰى فِيْهِ سَلْمَانُ - (৭) قَالَ خَطَبَنَا

অভ্যর্থনা করুন এবং এই মাস সম্পর্কে হযরত সালমান (রাঃ) যাহা বলিয়াছেন

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْٓ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ

মন দিয়া শুনুন— (৭) তিনি বলেন: একদা শা'বান মাসের শেষ দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে খোৎবা প্রদান পূর্বক এরশাদ করিলেন: হে,

شَعْبَانَ ـ قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ

লোকসকল। তোমাদের সম্মুখে একটি মহান মুবারক মাস আগমন করিতেছে।

شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ـ جَعَلَ

এই মাসে এমন একটি রাত আছে যাহা হাজার মাস হইতেও উত্তম।

اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَّقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا ـ مَنْ تَقَرَّبَ

আল্লাহ্ পাক এইমাসে রোযা ফরয করিয়া দিয়াছেন এবং উহার রাত্রিতে

فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ ـ

তারাবীহ নামায সুন্নত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই মাসে আল্লাহ্‌র নৈকট্য

وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا

লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল কাজ করিবে সে অন্য মাসের ফরয আদায়কারীর সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি এই মাসে একটি ফরয আদায় করিবে সে অন্য

سِوَاهُ ـ (৮) وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ـ

মাসে ৭০টি ফরয আদায়কারীর সমতুল্য। (৮) এই মাস ধৈর্যের মাস, আর ধৈর্যের পুরস্কার একমাত্র বেহেশ্‌ত এবং ইহা পারস্পরিক সমবেদনা জ্ঞাপনের মাস।

وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ ـ (৯) مَنْ

এই মাসে মুমিন বান্দার রিয্‌ক বৃদ্ধি করা হয়। (৯) যে ব্যক্তি এই মাসে কোনও

فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ

রোযাদারকে ইফতার করাইবে তাহার যাবতীয় (ছগীরা) গোনাহ মা'ফ হইবে

النَّارِ ـ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهِ

এবং দোযখের আগুন হইতে সে নাজাত পাইবে। আর সে ঐ রোযাদারের সমান সওয়াব পাইবে কিন্তু উহাতে এই ব্যক্তির রোযার সওয়াব মোটেই কম হইবে না।

شَىْءٌ - (١٠) قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ

(১০) আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে সকলের তো

بِهِ الصَّائِمَ - (١١) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

রোযাদারকে ইফতার করাইবার সামর্থ্য নাই। (১১) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) জবাবে

وَسَلَّمَ يُعْطِى اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ

বলিলেন: যে ব্যক্তি কোনও রোযাদারকে এক ঢোক দুধ কিংবা একটি খেজুর

لَبَنٍ اَوْ تَمْرَةٍ اَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ - (١٢) وَمَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا

অথবা একটু পানিও পান করাইবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে উক্তরূপ সওয়াব দান করিবেন। (১২) আর যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে তৃপ্তির সহিত আহার

سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِىْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ -

করাইবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আমার হাউযে কওসরের এমন পানি পান করাইবেন যে, বেহেশতে প্রবেশ পর্যন্ত সে আর পিপাসা অনুভব করিবে না।

(١٣) وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَّاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَّاٰخِرُهُ عِتْقٌ

(১৩) উহা ঐ মাস যাহার প্রথমভাগে রহিয়াছে রহমত, মধ্যভাগে গোনাহ

مِّنَ النَّارِ - وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَّمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ

মা'ফ এবং শেষভাগে দোযখ হইতে নাজাত। যে ব্যক্তি এই মাসে ক্রীত দাস-দাসীদের কাজের বোঝা হাল্‌কা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার গোনাহ্‌সমূহ

وَاَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ - (١٤) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

মা'ফ করিয়া দেন এবং তাহাকে দোযখ হইতে মুক্তি প্রদান করেন। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি।

(১৫) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

(১৫) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ) হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর

عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ٥

রোযা ফরয করাহইয়াছে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হইয়াছিল, যেন তোমরা পরহেযগার হইয়া যাও।

الخطبة الخامسة والأربعون فى الصّيام

খোৎবা—৪৫

রোযা সম্পর্কে

(রমযানের প্রথম জুমুআয় পড়িবেন)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَآ اِلٰى سَبِيْلِ الْهِدَايَةِ

(১) সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য—যিনি আমাদিগকে

وَالْعِرْفَانِ- وَجَعَلَنَا مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ وَالْاِيْقَانِ-

হেদায়ত ও মারেফাতের পথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং যিনি আমাদিগকে

(২) نَحْمَدُهٗ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَلٰٓى اَنْ اَظَلَّنَا شَهْرٌ عَظِيْمٌ

মুসলমান ও ঈমানদার বানাইয়াছেন। (২) আমরা তাঁহার তা'রীফ ও পবিত্রতা

يُسَمّٰى رَمَضَانَ- (৩) تَرْمَضُ فِيْهِ الذُّنُوْبُ- (৪) وَتُكْشَفُ فِيْهِ

বর্ণনা করি। কারণ রমযান নামক মহা মাস আমাদের উপর আসিয়া পৌঁছিয়াছে (৩) এই মাসে যাবতীয় গোনাহ্ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। (৪) এবং সমস্ত

اَلْكُرُوْبِ - (৫) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَـهٗ

বালা-মুছীবত দূরীভূত হয়। (৫) আমরা অন্তরে ও মুখে সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ্

شَهَادَةً بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ - (৬) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৬) আমরা আরও সাক্ষ্য দেই আমাদের নেতা সাইয়্যেদেনা হযরত

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُـهٗ اَلَّذِىْ عَـرَّفَنَا مَايُدْخِلُنَا الْجِنَانَ - (৭) صَلَّى

মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি আমাদিগকে বেহেশ্‌তে প্রবেশের

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَكْمَلِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ - وَسَلَّمَ

পথ বাতাইয়া দিয়াছেন। (৭) আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর, তাঁহার সর্বাধিক কামেল ঈমানদার পরিবারবর্গ এবং ছাহাবীদের উপর অশেষ রহমত ও

تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৮) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ دَّخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ - فَـخُـذُوْا

শান্তি নাযিল করুন। (৮) অতঃপর (শুনুন) রমযান মাস আসিয়াছে।

بَرَكَاتِهٖ بِالطَّاعَاتِ وَالتَّنَزُّهِ عَنِ الْعِصْيَانِ - كَـمَا حَـضَّـنَا

আপনারা এবাদতের দ্বারা এবং সর্বপ্রকার গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া

عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ اِلٰى مَا لَا يَتَنَـاهٰى

এই মাসের বরকত হাছিল করুন। যেভাবে রাসূলে-মাকবূল ছাল্লাল্লাহু

مِنَ الزَّمَانِ - (৯) وَقَالَ عَلَـيْـهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّـلَامُ اِذَا كَانَ

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে অশেষ প্রেরণা দান করিয়াছেন। (৯) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেনঃ যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্রি

(৮) তিরমিযী, ইবনে-মাজা, আহ্‌মদ। (৯) বোখারী, মোসলেম।

أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ -

আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন শয়তান ও অবাধ্য জ্বিনসমূহকে কয়েদ করিয়া রাখা

وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَّفُتِحَتْ اَبْوَابُ

হয়। দোযখের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। উহার একটি দরজাও

الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ - وَيُنَادِىْ مُنَادٍ يَابَاغِىَ الْخَيْرِ

আর খোলা থাকে না। আর বেহেশ্‌তের দরজাগুলি খুলিয়া দেওয়া হয়। উহার একটি দরজাও বন্ধ থাকে না। ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন ঃ

اَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ اَقْصِرْ - وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ - وَذٰلِكَ

হে নেকী অন্বেষণকারী! সামনে অগ্রসর হও, আর হে পাপান্বেষী! সংযত হও। আর আল্লাহ্ তা'আলা বহু লোককে দোযখ হইতে নাজাত দেন।

كُلَّ لَيْلَةٍ - وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ (١٠) كُلُّ عَمَلِ ابْنِ

এভাবে রমযানের প্রত্যেক রাত্রেই ঘোষণা হইতে থাকে। (১০) রাসূলে-খোদা (দঃ)

اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَآ اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ -

এরশাদ করেন, (এই মাসে) বনী-আদমের প্রতিটি নেককাজের ছওয়াব দশ

(١١) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰٓى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। (কিন্তু) (১১) আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ রোযার বেলায় তাহা নহে। কারণ, একমাত্র আমারই উদ্দেশ্যে

يَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ مِنْ اَجْلِىْ - (١٢) لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ

সে রোযা রাখিয়া তাহার প্রবৃত্তি দমন করিয়াছে এবং পানাহার ত্যাগ করিয়াছে। তাই উহার পুরস্কার আমি নিজেই (যত ইচ্ছা) দান করিব। (১২) রোযাদারের

فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ - (١٣) وَلَخُلُوفُ فَمِ

জন্য দুইটি খুশি। প্রথম খুশি—ইফতারের সময়, দ্বিতীয় খুশি—আল্লাহ্ তা'আলার

الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ -

দীদার লাভের সময়। (১৩) আর রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মেশ্‌ক আম্বরের ঘ্রাণ অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় এবং রোযা ঢাল স্বরূপ।

(١٤) وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ -

(১৪) তোমাদের মধ্যে কেহ রোযা রাখিলে তাহার উচিত গালি-গালাজ হইতে

فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّى امْرَأٌ صَائِمٌ -

বিরত থাকা ও চিৎকার করিয়া কথা না বলা। যদি কেহ তাহাকে গালি দেয় অথবা তাহার সহিত কেহ ঝগড়া করিতে আসে, তখন সে যেন বলে, আমি একজন

(١٥) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٦) فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ

রোযাদার ব্যক্তি। (১৫) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় চাহিতেছি। (১৬) (আল্লাহ্ পাক বলেন:) এখন তোমরা তাহাদের (অর্থাৎ,

وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ - (١٧) وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ

বিবিদের) সহিত যৌন-সহবাস করিতে পার এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাহা তোমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা অন্বেষণ কর।

لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص

(১৭) আর রাত্রির কাল রেখা দূরীভূত হইয়া ফজরের সাদা রেখা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ط

পানাহার করিতে পার। অতঃপর রাত্রি (আগমন) পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর।

الخطبة السّادسة والاربعون فى التراويح المركبة من الصّلوة والقرأن

খোৎবা—৪৬

তারাবীহ নামায ও কোরআন পাঠ সম্পর্কে

(রমযানের দ্বিতীয় জুমু'য়া পড়িবেন)

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَلّٰى نَهَارَ رَمَضَانَ بِالصِّيَامِ - وَحَلّٰى لَيَالِيَهٗ بِالْقِيَامِ - (٢) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (٣) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (٤) اَلَّذِىْ بَشَّرَهُمْ اَنَّ هٰذَا الشَّهْرَ اَوَّلُهٗ رَحْمَةٌ وَّاَوْسَطُهٗ مَغْفِرَةٌ وَّاٰخِرُهٗ عِتْقٌ مِّنَ الْعَذَابِ الْغَرَامِ - (٥) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ سَادُوْهُمْ بِالْفَضْلِ

(১) সকল তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি রোযা দ্বারা রমযানের দিনগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং নামায দ্বারা উহার রাত্রিকে শোভিত করিয়াছেন। (২) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৩) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি, সাইয়্যেদেনা মাওলানা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা এবং তাঁহারই রাসূল। (৪) যিনি মানুষকে এই বলিয়া সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, এই মাসের প্রথম ভাগে রহমত, মধ্যভাগে মাগফেরাত এবং শেষ ভাগে কঠিন আযাব হইতে নাজাত রহিয়াছে। (৫) আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের

(৪) তরগীব নাসায়ী। (৫) বোখারী মোসলেম।

الْتَّامِّ - وَقَادُوْهُمْ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ - وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا -

উপর অশেষ করুণা বর্ষণ করুন যাঁহারা পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইয়া মানুষের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে বেহেশ্‌তের পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

(৬) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ مِنْ وَّظَائِفِ شَهْرِ رَمَضَانَ قِيَامَ لَيَالِيْهِ

(৬) অতঃপর (শুনুন) রমযান মাসের বিশেষ এবাদৎ হইতেছে নামায এবং কোরআন

بِالصَّلٰوةِ وَالْقُرْاٰنِ - (৭) وَالتَّخْفِيْفُ فِيْهَا وَالتَّبْعِيْضُ فِيْهِ

পাঠে রাত্রি জাগরণ করা। (৭) উক্ত নামায সংক্ষেপ করা এবং কোরআন শরীফ

مَسُوْغَانِ - بِغَيْرِ اَنْ يَّقَعَ فِيْهِمَا خَلَلٌ اَوْ نُقْصَانٌ - (৮) كَمَا قَالَ

ভাগ ভাগ করিয়া পড়া উভয় জায়েয। কিন্তু উহাতে যেন নামায কিংবা কোরআন তেলাওয়াতে কোনরূপ ত্রুটী-বিচ্যুতি না হয়। (৮) যেমন, রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ

করেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের উপর রমযান শরীফের রোযা ফরয করিয়াছেন,

وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهٗ - فَمَنْ صَامَهٗ وَقَامَهٗ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا

আর রাত্রির নামায আমি তোমাদের প্রতি সুন্নত করিয়াছি; সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানী প্রেরণা ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে এই মাসে রোযা রাখিবে এবং নামায

خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

পড়িবে সে ব্যক্তি গোনাহ্‌ হইতে এরূপ মুক্ত হইবে যেন অদ্যই তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছে। (৯) রাসূলে দোজাহান (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি

وَالسَّلَامُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ

ঈমানের সহিত সওয়াবের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে রোযা রাখিবে তাহার পূর্বকৃত

(৮) আইন, তরগীব নাসায়ী হইতে। (৯) বোখারী, মোসলেম।

مِنْ ذَنْبِهٖ - (١٠) وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ

সকল গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে। (১০) আর যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত ছওয়াবের

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ - (١١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلصِّيَامُ

উদ্দেশ্যে রমযানের রাত্রির নামায পড়িবে তাহারও পূর্বকৃত সকল গোনাহ্ মা'ফ

وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ

করা হইবে। (১১) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন: ক্বিয়ামত দিবসে রোযা এবং ক্বোরআন মজীদ বান্দার জন্য সুপারিশ করিবে। রোযা বলিবে:

وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ - وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ

খোদাওন্দ! এই ব্যক্তিকে দিনভর পানাহার ও যৌন-বাসনা পূরণ হইতে আমি নিবৃত্ত রাখিয়াছি; সুতরাং তাহার স্বপক্ষে আপনি আমার সুপারিশ কবূল

بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ - (١٢) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

করুন। ক্বোরআন মজীদ বলিবে, খোদাওন্দ! এই ব্যক্তিকে রাত্রিবেলা আমি ঘুম হইতে বিরত রাখিয়াছি। সুতরাং তাহার সম্পর্কে আপনি আমার সুপারিশ

وَالسَّلَامُ مَا مِنْ مُّصَلٍّ اِلَّا وَمَلَكٌ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَمَلَكٌ عَنْ يَّسَارِهٖ

কবূল করুন। অতঃপর উভয়েরই সুপারিশ কবূল হইবে। (১২) রাসূলে-খোদা (দঃ) এরশাদ করেন: প্রত্যেক মুছল্লীর ডান দিকে একজন ফেরেশ্‌তা এবং

فَاِنْ اَتَمَّهَا عَرَجَا بِهَا - وَاِنْ لَّمْ يُتِمَّهَا ضَرَبَا بِهَا عَلٰى وَجْهِهٖ -

বাম দিকে একজন ফেরেশ্‌তা থাকে, যদি সে নামায পূর্ণরূপে আদায় করে, তবে উহা নিয়া তাহারা (আসমানে) চলিয়া যায়। আর যদি উহা পূর্ণরূপে আদায়

(١٣) وَسُئِلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ

না করে, তাহা হইলে তাহারা উহা তাহার মুখের উপর নিক্ষেপ করে। (১৩) রাসূলে পাক (দঃ) সমীপে কেহ আল্লাহ্ পাকের বাণী—"ক্বোরআন শরীফ

تَرْتِيْلًا ० قَالَ بَيِّنْهُ تَبْيِيْنًا وَّلَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الدَّقَلِ وَلَا تَهُذَّ ٥

তারতীলের সহিত পাঠ করিও" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ফরমাইলেন : (উহার অর্থ) কোরআন শরীফ তোমরা খুব স্পষ্ট করিয়া পড়িও। উহা

هَذَّ الشِّعْرِ - وَلَا يَكُنْ هَمُّ اَحَدِكُمْ اٰخِرَ السُّوْرَةِ - (১৪) اَعُوْذُ

বিক্ষিপ্ত খেজুর দানার ন্যায় এলোমেলোভাবে পড়িও না। আর মুখস্থ কবিতার ন্যায় ছিন্ন ছিন্ন করিয়া পড়িও না। আর যেন তোমাদের কেহ শুধু সূরা শেষ

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৫) يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ

করিবার জন্য ব্যস্ত না হয়। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (১৫) (আল্লাহ্ পাক বলেন :) হে বস্ত্রাবৃত নবী! উঠুন রাত্রি

اِلَّا قَلِيْلًا ० نِّصْفَهٗٓ اَوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ० اَوْزِدْ عَلَيْهِ

জাগরণ করুন। উহার কিছু অংশ বাদ দিয়া অর্থাৎ অর্ধ রাত্রি অথবা উহা

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ०

অপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী এবং স্পষ্ট করিয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াৎ করুন।

الخطبة السّابعة والاربعون فى ليلة القدر والاعتكاف

খোৎবা—৪৭

শবেকদর ও এ'তেকা'ফ সম্পর্কে

(রমযানের তৃতীয় জুমুআয় পড়িবে)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لَنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ - (২) هِىَ

(১) সমস্ত তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদিগকে এক

خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ - وَاَفْضَلُ اَفْرَادِ الزَّمَانِ - (৩) وَشَرَعَ

মহা সম্মানিত রাত্রি (শবে-কদর) দান করিয়াছেন। (২) উহা হাজার মাস ও

لَنَا الْاِعْتِكَافَ فِىْ بُيُوْتِ الرَّحْمٰنِ - (৪) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

যমানার অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অধিক উত্তম। (৩) তিনি আমাদিগকে আল্লাহ্র ঘরে (মসজিদে) এ'তেকাফ করার হুকুম দিয়াছেন। (৪) আমি সাক্ষ্য

وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৫) وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই।(৫) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি, পল্লী ও শহরবাসীর

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ اَهْلِ الْبَوَادِىْ وَالْعُمْرَانِ - (৬) صَلَّى اللّٰهُ

সকলেরই সরদার সাইয়্যেদেনা মাওলানা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ سَادَاتِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ وَالْعِرْفَانِ -

রাসূল। (৬) আলাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর এবং ঈমানদার ও মা'আরেফাত-বিদগণের সরদার তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর রহ্মত নাযিল করুন।

(৭) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ الْعَشْرُ الْاَخِيْرُ مِنْ رَّمَضَانَ - (৮) هُوَ

(৭) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) রমযান মাসের শেষ দশ দিন আসিয়া পড়িয়াছে।

زَمَانُ الْاِعْتِكَافِ وَزَمَانُ تَحَرِّىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِنَيْلِ الْاَجْرِ

(৮) ইহা এ'তেকাফ এবং আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে

وَالرِّضْوَانِ - (৯) وَقَدْ نَطَقَ بِفَضْلِهِمَا الْحَدِيْثُ وَالْقُرْاٰنُ

"শবে-কদর" অন্বেষণের সময়। (৯) পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে

فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ (١٠)

এ'তেকাফ ও শবে-কদরের ফযীলত বর্ণনা করা হইয়াছে। (১০) আল্লাহ্ পাক

فِى الْمَسَاجِدِ ط (١١) وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ

এরশাদ করেন: তোমরা এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে থাকিয়া স্ত্রীসহবাস করিও না। (১১) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন: কদরের রাত্রি হাজার মাস

اَلْفِ شَهْرٍ - (١٢) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হইতে উত্তম। (১২) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন: যে ব্যক্তি শবে-কদরে

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ

ঈমানের সহিত ও ছওয়াবের উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণ করে, তাহার পূর্বকৃত

مِنْ ذَنْبِهٖ - (١٣) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فِيْهِ لَيْلَةٌ

গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়। (১৩) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন: এই

خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ - مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ - (١٤) وَقَالَ

রমযান মাসের মধ্যে এমন একটি রাত্রি আছে যাহা হাজার মাস হইতে উত্তম। যে ব্যক্তি এই রাত্রির নেকী হইতে বঞ্চিত থাকিবে সে সর্বহারা হইবে।

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ

(১৪) রাসূলে পাক এরশাদ করেন: শবে কদর উপস্থিত হইলে হযরত

فِىْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ

জিবরায়ীল (আঃ) এক দল ফেরেশতা সহ পৃথিবীতে নামিয়া আসেন। এই রাত্রে যে দাঁড়াইয়া কিংবা বসিয়া আল্লাহ্ পাকের যিক্‌রে মশগুল থাকে

يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ - (١٥) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

তাহাদের জন্য দো'আ করিতে থাকেন। (১৫) রাসূলে পাক (দঃ) এ'তেকাফকারী

فِى الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَ يُجْزَى لَهٗ مِنَ الْحَسَنَاتِ

সম্পর্কে বর্ণনা করেন: এ'তেকাফকারী গোনাহ্‌ হইতে বিরত থাকে এবং তাহার আমলনামায় সর্বপ্রকার নেকী কার্যতঃ আদায়কারীর ন্যায় লেখা হয়।

كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا - (١٦) وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ

(অর্থাৎ এ'তেকাফের কারণে যে সব নেক কাজ করিতে পারে না তাহারও ছওয়াব লেখা হয়)। (১৬) হাবীবে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন: তোমরা

تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - (١٧) وَ قَالَ

রমযানের শেষ দশদিনে শবেকদর তালাশ করিও। (১৭) হযরত সাঈদ ইবনে

سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مَنْ شَهِدَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى جَمَاعَةٍ فَقَدْ اَخَذَ

মুসাইয়্যাব (রাঃ) বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি শবেক্বদরে (এশার) জামাতে শামিল

بِحَظِّهٖ مِنْهَا - وَ كَانَّهٗ تَفْسِيْرٌ لِلْمَرْفُوْعِ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ -

হইবে সে উহার কিছু অংশ লাভ করিবে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রাঃ)-এর এই বর্ণনা উক্ত হাদীস: "যে ব্যক্তি এই রাত্রে নেকী হইতে বঞ্চিত থাকিবে

(١٨) فَالَّذِىْ شَهِدَ فِىْ جَمَاعَةٍ لَّمْ يُحْرَمْ خَيْرَهَا - (١٩) اَعُوْذُ

সে সর্বহারা হইবে" (من حرم خيرها فقد حرم)-এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। (১৮) সুতরাং যে ব্যক্তি (ঐ রাত্রে এশার) জামাতে হাযির হইবে সে উহার ছওয়াব হইতে

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (٢٠) وَ الْفَجْرِ ٥ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ ٥

একেবারে বঞ্চিত হইবে না। (১৯) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (২০) (আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেন:) ফজরের ওয়াক্ত এবং রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির কসম, আর কসম জোড়

وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ ٥ وَ الَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ٥

ও বিজোড়ের এবং গমনোদ্যত রাত্রির কসম। (এই কসম দ্বারা এ'তেকাফ ও শবে ক্বদরের গুরুত্ব প্রকাশ পায়।)

الخطبة الثامنة والاربعون فى احكام عيد الفطر

খোৎবা—৪৮
ঈদুল ফেৎরের আহ্‌কাম সম্পর্কে
(রমযানের শেষ জুমুআয় পড়িবে)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَنَا لِتَكْمِيْلِ عِدَّةِ رَمَضَانَ -

(১) সকল প্রকার তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার নিমিত্ত যিনি আমাদিগকে

(২) وَنُكَبِّرُهٗ عَلٰى مَا هَدَانَا لِخِلَالِ الْاِسْلَامِ وَالْاِيْمَانِ -

রমযানের রোযা আদায়ের তওফীক দিয়াছেন। (২) আমরা তাঁহারই বড়ত্ব বর্ণনা করি, যেহেতু তিনি আমাদিগকে ঈমান ও ইসলামের আদর্শের দিকে

(৩) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৪) وَنَشْهَدُ

হেদায়ত করিয়াছেন। (৩) আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই।

اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْاَمِيْنُ - (৫) صَلَّى

(৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দেই, আমাদের নেতা সাইয়্যেদেনা হযরত মুহম্মদ (দঃ)

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا -

তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূলে আমীন। (৫) আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে ও

(৬) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ اٰنَ انْقِضَاءُ شَهْرِ الصَّبْرِ - وَاِظْلَالُ يَوْمِ

তাঁহার সকল পরিবারবর্গকে অশেষ রহমত ও শান্তি প্রদান করুন। (৬) অতঃপর (অবগত হউন,) ছবরের মাস অর্থাৎ রমযান শেষ হইতে চলিয়াছে এবং ঈদুল

الْفِطْرِ - (৭) لَهُمَا طَاعَاتٌ وَّاَعْمَالٌ - لَا تَحْتَمِلُ الْغَفْلَةُ عَنْهَا

ফেৎরও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। (৭) এই দুই সময়ে অনেক আমল ও এবাদৎ আছে।

وَالْاِمْهَالُ - (٨) مِنْهَا التَّلَافِىْ لِمَا فَرَطَ مِنَّا فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ -

উহা হইতে গাফলত ও অলসতা প্রকাশ করা উচিত নহে। (৮) ঐ সমস্ত আমলের মধ্যে (ক) রমযান মাসে নিজ নিজ ত্রুটি সংশোধন করিয়া লওয়া

لِئَلَّا تَرْغَمَ اُنُوْفُنَا - (٩) كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

যাহাতে খোদার দরবারে লজ্জিত হইতে না হয়। (৯) যেমন, রাসূল

وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يُغْفَرَلَهُ -

আলাইহিছ ছালাতু ওয়াস্‌সালাম এরশাদ করিয়াছেন: ঐ ব্যক্তি লাঞ্ছিত যাহার নিকট পবিত্র রমযান মাস আসিয়াছে, কিন্তু তাহার গোনাহ্ মা'ফ হইবার

(١٠) وَمِنْهَا اِحْيَاءُ لَيْلَةِ الْعِيْدِ - فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

পূর্বেই উহা চলিয়া গিয়াছে।(১০) (খ) ঈদের রাত্রে জাগরিত থাকিয়া এবাদৎ করা:

وَالسَّلَامُ مَنْ قَامَ لَيْلَتَىِ الْعِيْدَيْنِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهٗ

এই মর্মে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন: যে ব্যক্তি ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ঈদুল ফেৎর ও ঈদুল আযহার রাত্রি জাগরণ করে, তাহার দেল মুর্দা

يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ - (١١) وَمِنْهَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ - فَقَدْ قَالَ

হইবে না যেদিন সমস্ত দিলই মুর্দা হইয়া যাইবে। (১১) (গ) ছদকায়ে ফেৎর

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ اَوْ قَمْحٍ عَنِ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ

দেওয়া: রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন: ছোট বড়, আযাদ, গোলাম,

اَوْ كَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى الْحَدِيْثُ - (١٢) وَعَنِ

পুরুষ স্ত্রী প্রত্যেক দুই জনের পক্ষ হইতে এক ছা' পরিমাণ গম অথবা

ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আটা ছদকায়ে ফেৎর দিতে হইবে। (১২) হযরত আব্‌দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)

زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ وَاَمَرَبِهَآ اَنْ تُؤَدّٰى

বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ছদকায়ে ফেৎর এক ছা' খেজুর অথবা

قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ - (١٣) وَمِنْهَا الصَّلٰوةُ وَالْخُطْبَةُ -

এক ছা' যব নির্ধারণ করিয়াছেন এবং উহা নামাযে যাওয়ার পূর্বে আদায় করিবার হুকুম দিয়াছেন। (১৩) (ঘ) ঈদের নামায ও উহার খোৎবা ঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর

فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى

নিয়ম ছিল, তিনি ঈদুল ফেৎর ও ঈদুল আয্হা দিবসে ঈদগাহে গমন করিয়া

اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَىْءٍ يَّبْدَأُ بِهِ الصَّلٰوةُ - ثُمَّ يَنْصَرِفُ

সর্বপ্রথম ঈদের নামায আদায় করিতেন। অতঃপর নামায শেষে তিনি

فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ

মুছল্লীদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেন। মুছল্লীগণ তাঁহাদের নামাযের কাতারে

وَيُوْصِيْهِمْ وَيَاْمُرُهُمْ - (١٤) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ

বসিয়া থাকিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে ওয়ায-নছীহত ও বিধিনিষেধ বর্ণনা করিতেন। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয়

الرَّجِيْمِ - (١٥) يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

কামনা করি। (১৫) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ রোগাক্রান্ত, মুসাফের ও অতি বৃদ্ধ সম্পর্কে রোযার হুকুম অপেক্ষাকৃত শিথিল হওয়ার কারণ,)

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি বিধান সহজ করিতে চান, তিনি তোমাদের প্রতি কঠিন বিধান চাপাইতে চান না। আর তোমরা যেন রমযানের অনাদায়ী

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ٥

রোযার গণনা কর এবং আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর। কেননা, তিনি তোমাদিগকে হেদায়তের পথে আনয়ন করিয়াছেন। আর যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার শোক্র গোযারী কর।

الخطبة التّاسعة وَالاربعون فى الحجّ والزيارة

খোৎবা—৪৯
হজ্জ ও যিয়ারত সম্পর্কে
(শওয়ালের প্রথম জুমুআয় পড়িবে)

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الْبَيْتَ الْعَتِيْقَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

(১) সর্ববিধ তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি প্রাচীন ঘর কা'বাকে

وَاَمْنًا۔ وَاَكْرَمَهٗ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى نَفْسِهٖ تَشْرِيْفًا وَّتَحْصِيْنًا وَّمَنًّا۔

মানুষের সমবেত হওয়ার স্থান ও আশ্রয় স্থল করিয়াছেন। তিনি নিজের দিকে উক্ত ঘরের সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক মর্যাদা দান এবং হেফাযতের ও এহ্সানের স্থল করত

(٢) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ۔ (٣) وَاَشْهَدُ

সম্মানিত করিয়াছেন। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক তাঁহার কোন শরীক নাই। (৩) আমি

اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ نَبِىُّ الرَّحْمَةِ۔ وَسَيِّدُ الْاُمَّةِ۔

আরও সাক্ষ্য দিতেছি : রহমতের নবী, উম্মতের সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ)

(٤) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ قَادَةِ الْحَقِّ

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর তাঁহার পবিত্র

وَسَادَةِ الْخَلْقِ۔ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔ (٥) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ

পরিবারবর্গ ও সত্যের নায়ক, সৃষ্টির প্রধান ছাহাবীদের উপর অজস্র ধারায় রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন! (৫) অতঃপর (শুনুন) পবিত্র হজ্জের মাস নিকটবর্তী

اَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهَا۔ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ۔

হইয়াছে,যাহার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন, নির্ধারিত কয়েক

(৬) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِهِ الْحَجُّ

মাসই হজ্জের সময়। (৬) রাসূলে খোদা (দঃ) এই আয়াতের তফ্সীরে

اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ ط شَوَّالٌ وَّذُوالْقَعْدَةِ وَذُوالْحِجَّةِ - (৭) وَقَالَ

বর্ণনা করিয়াছেন যে, শাওয়াল, যুলকা'দা ও যুলহজ্জ মাসই হজ্জের মৌসুম।

اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْحَجِّ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ

(৭) হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন: আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে মানুষের উপর হজ্জে বাইতুল্লাহর দায়িত্ব রহিয়াছে, যাহারা পথের

اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ لَّمْ يَمْنَعْهُ

খরচ বহন করিতে সক্ষম। (৮) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন: যে ব্যক্তির

مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ

হজ্জ করিতে এমন কোনও প্রকাশ্য বিশেষ প্রয়োজন কিংবা যালেম বাদ্শাহ্

فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَّاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا -

অথবা প্রতিরোধক রোগ যদি প্রতিবন্ধক না হয় এবং সে হজ্জ না করিয়া মারা যায়, তবে সে হয় ইহুদী হইয়াই মরুক না হয় নাছারা হইয়া মরুক।

(৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ

(৯) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে

وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ اُمُّهٗ - وَاعْتَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

হজ্জে গিয়া কাহাকেও গালি না দেয় এবং কোনও ফাসেকী কাজ না করে, তবে সে এরূপ নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরিয়া আসে, যেন ঐ দিনই তাহার মা তাহাকে

وَالسَّلَامُ اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اِلَّا الَّتِىْ كَانَتْ

প্রসব করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) চারি বারই ওমরাহ্ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যুলকা'দা মাসে তিন ওমরাহ্ এবং অবশিষ্ট এক ওমরাহ্ যিলহজ্জ মাসে হজ্জের

مَعَ حَجَّتِهٖ اَلْحَدِيْث - (١٠) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

সাথে আদায় করিয়াছিলেন। (১০) তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ -

হজ্জ এবং ওমরাহ্ উভয়ই আদায় করিও। কেননা, উহা দারিদ্র্য ও গোনাহ্ মিটাইয়া

وَمِنْ مُكَمِّلَاتِ الْحَجِّ زِيَارَةُ سَيِّدِ الْقُبُوْرِ - لِسَيِّدِ اَهْلِ الْقُبُوْرِ -

দেয়। হজ্জের পূর্ণতার জন্য যাবতীয় কবর ও কবরবাসীদের সরদার রাসূল (দঃ)-এর

وَوَرَدَ فِىْ فَضْلِهَا السُّنَنُ - اِسْنَادُ بَعْضِهَا حَسَنٌ - (١١) كَمَا قَالَ

যেয়ারত করা। ইহার ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কতিপয় হাদীসের সনদ হাসান (গ্রহণ যোগ্য)। (১১) যেমন, রাসূলে খোদা (দঃ)

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ -

এরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার মাযার যেয়ারত করিবে, তাহার জন্য

(١٢) وَاَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَمْرٍ يُهِمُّكُمْ - وَهُوَ اَنَّ ذَا الْقَعْدَةِ الَّذِىْ يَلِىْ

শাফা'আৎ করা আমার উপর ওয়াজেব। (১২) এখন আমি আপনাদিগকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিতে চাই উহা হইল ঃ শাওয়াল মাসের সংলগ্ন যুলকা'দা

شَوَّالًا لَمَّا كَانَ مِنْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَوَقْتًا لِوُقُوْعِ عُمَرِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ

মাস। যখন উহা হজ্জেরই একটি মাস এবং এই মাসেই যখন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ - فَاَىُّ شَكٍّ فِىْ يُمْنِهٖ وَاَىُّ كَلَامٍ - (١٣) فَمَا

কয়েকবারই ওমরাহ্ আদায় করিলেন, তখন উহার শুভ মাস হওয়া সম্পর্কে

اَشَدَّ شَنَاعَةً مَنْ يَّعْتَقِدُ فِيْهَا شُوْمًا كَبَعْضِ مَنْ لَّا خِبْرَةَ لَهٗ

আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? (১৩) সুতরাং যাহারা শরীঅতে অনভিজ্ঞ কতিপয় লোকের ন্যায় ইহাকে অশুভ বলিয়া মনে করে ইহা কতই না জঘন্য

بِالْاَحْكَامِ - (١٤) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - (١٥) وَاَذِّنْ

ধারণা! (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ

(১৫) (আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্‌রাহীম [আঃ]-কে হুকুম দিলেন ঃ) হজ্জ ফরয হওয়া সম্পর্কে মানুষের কাছে ঘোষণা করিয়া দিন। (তাহা হইলে) দূরদূরান্তর

مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ٥

হইতেও তাহারা পায়ে হাঁটিয়া এবং উষ্ট্রারোহণে (দলে দলে) আপনার ডাকে আগমন করিবে।

الخطبة الخمسون فى اعمال ذى الحجة

খোৎবা—৫০

যিলহজ্জ মাসের আমল সম্পর্কে

(যিলহজ্জের পূর্ব জুমুআয় পড়িবে)

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَوْلَا لُطْفُهٗ مَا اهْتَدَيْنَا - (٢) وَلَوْلَا

(১) সকল তা'রীফ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যেই, যাঁহার মেহেরবানী না হইলে কিছুতেই আমরা হেদায়ত প্রাপ্ত হইতাম না। (২) তাঁহার অনুগ্রহ

فَضْلُهٗ مَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا - وَلَا صُمْنَا وَلَا ضَحَّيْنَا - (٣) وَنَشْهَدُ

না থাকিলে, আমরা না ছদ্‌কা করিতে পারিতাম, না নামায, না রোযা, না

اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (٤) وَنَشْهَدُ اَنَّ

কোরবানী করিতে পারিতাম। (৩) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই।

سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْٓ اُنْزِلَتْ بِهٖ

(৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদেনা মাওলানা হযরত মুহম্মদ (দঃ)

السَّكِيْنَةُ عَلَيْنَا - عَلَيْهِ اَنْفُسَنَا وَاَهْلِيْنَا فَدَيْنَا - (৫) وَلَوْلَاهُ

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল,যাঁহার উছিলায় আমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতি আমাদের প্রাণ ও পরিবার পরিজন সকলই কোরবান। (৫) তিনি

مَا عَرَفْنَا الْحَقَّ وَلَا دَرَيْنَا - (৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى

না হইলে আমরা সত্যকে চিনিতাম না এবং উহা উপলব্ধিও করিতে পারিতাম না। (৬) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি তাঁহার পরিবার পরিজন

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا بَدْرًا وَّحُنَيْنًا - (৭) اَمَّا بَعْدُ

এবং যে সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম বদর ও হোনায়েনের যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন,

فَقَدْ حَانَ ذُوالْحِجَّةِ الْحَرَامُ - شُرِعَتْ لَنَا فِيْهَا اَحْكَامٌ -

তাঁহাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। (৭) অতঃপর (শুনুন) মহাসম্মানিত যিলহজ্জ মাস নিকটবর্তী হইয়াছে। এই মাসে আমাদের উপর শরীঅতের

وَاَعْظَمُهَا التَّضْحِيَةُ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ - (৮) وَسَتُذْكَرُ فِىْ

কতিপয় বিধান রহিয়াছে।(ক)তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিধান হইল; চতুষ্পদ জন্তু

خُطْبَةِ عَاشِرِ هٰذِهِ الْاَيَّامِ - وَمِنْهَا صِيَامُ الْعَشْرِ بِمَعْنَى التِّسْعِ

কোরবানী করা। (৮) এ সম্পর্কে দশই যিলহজ্জের (ঈদের) খোৎবায় বর্ণিত হইবে।(খ)যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের নবম তারিখ পর্যন্ত রোযা

وَالْقِيَامُ - وَكُلُّ عَمَلٍ مِّنْ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ - (৯) فَقَالَ سَيِّدُ

রাখা, রাত্রি জাগরণ করা এবং শরীঅতের অন্যান্য বিধানগুলি যথাযথ পালন করা ঃ

الْاَنَامِ - عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ - مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ

(৯) এ সম্পর্কে মানব জাতির প্রধান রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের এবাদৎ অপেক্ষা

أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ - يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ

অধিক পছন্দনীয় আর কোন এবাদৎ নাই। উহার প্রতিটি দিনের রোযা

مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَّقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - (১০) لَا سِيَّمَا

এক বৎসরের রোযার সমতুল্য, আর প্রত্যেক রাত্রির এবাদৎ শবেকদরের এবাদতের

صَوْمُ عَرَفَةَ الَّتِي قَالَ فِيهَا عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

সমান। (১০) বিশেষ করিয়া আরাফাত দিবসের রোযা যাহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন : আমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে আশা

أَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي

রাখি, আরাফাত দিবসে রোযা রাখিলে তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বৎসরের

بَعْدَهُ - وَمِنْهَا التَّكْبِيرُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ - وَكَانَ

গোনাহ্‌সমূহ মা'ফ করিয়া দিবেন।(গ)ফরয নামাযের পর তাকবীর পাঠ করা :

عَبْدُ اللّٰهِ يُكَبِّرُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلٰوةِ الْعَصْرِ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে-মাস্‌উদ (রাঃ) আরাফাত দিবসের ফজরের ওয়াক্ত হইতে

مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ - يَقُولُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

কোরবানী দিবসের আছর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করিতেন; বলিতেন : আল্লাহু

وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - (১১) وَكَانَ عَلِيٌّ يُّكَبِّرُ

আকবার, আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার

بَعْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلٰوةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ

ওয়ালিল্লাহিল হামদ্। (১১) আর হযরত আলী (রাঃ) আরাফাত দিবসের ফজরের নামাযের পর হইতে আইয়ামে তাশ্‌রীকের শেষ দিবসের আছরপর্যন্ত তাকবীর

التَّشْرِيْقِ - وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ - وَمِنْهَا اِحْيَاءُ لَيْلَةِ الْعِيْدِ -

পাঠ করিতেন। অর্থাৎ আছরের পর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করিতেন।(ঘ)ঈদের

وَمِنْهَا الصَّلٰوةُ وَالْخُطْبَةُ - (১২) وَقَدْ سَبَقَا فِىْ خُطْبَةِ اُخِرِ

রাত্রে জাগিয়া এবাদৎ করা।(ঙ)ঈদের নামায ও খোৎবাহ্ঃ (১২) এ সম্পর্কে

رَمَضَانَ - وَنُكَرِّرُ اَوَائِلَهُمَا تَسْهِيْلًا عَلَى الْاِخْوَانِ - (১৩) وَهِىَ

রমযানের শেষ খোৎবায় বর্ণিত হইয়াছে। (তবুও) মুছল্লী ভাইদের সুবিধার্থে উক্ত হাদীসের প্রথমাংশ আবার বর্ণনা করিতেছি। (১৩) একটি হইলঃ

مَنْ اَحْيٰى لَيْلَتَىِ الْعِيْدَيْنِ - اَلْحَدِيْث - (১৪) وَكَانَ عَلَيْهِ

যে ব্যক্তি ঈদুল ফেত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার রাত্রি জাগরণ করিবে—হাদীসের শেষ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى - اَلْحَدِيْث -

পর্যন্ত। (১৪) অপরটি হইলঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঈদুল আয্‌হা দিবসে ঈদগাহে

(১৫) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৬) وَالْفَجْرِ ٥

যাইতেন—হাদীসের শেষ পর্যন্ত। (১৫) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। (১৬) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ)

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٥ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ٥

ফজরের ওয়াক্তের শপথ! আর শপথ দশ রাত্রির এবং জোড় ও বেজোড় দিবসের।

এখানে জোড় দিবস বলিতে যিলহজ্জের দশ দিনের কথা বুঝান হইয়াছে এবং বেজোড় দিবস বলিতে আরাফাতের দিন বুঝান হইয়াছে।

خطبة عيد الفطر

(খাৎবা—(৫১)

ঈদুল ফেত্রের খোৎবা

(১) اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ

(১) আল্লাহ্ অতি মহান, আল্লাহ্ অতি মহান, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ - (২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُنْعِمِ الْمُحْسِنِ

কোন মা'বূদ নাই। আল্লাহ্ অতি মহান, আল্লাহ্ অতি মহান। (২) যাবতীয়

الدَّيَّانِ - ذِى الْفَضْلِ وَالْجُوْدِ وَ الْاِحْسَانِ - ذِى الْكَرَمِ

প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি নেয়ামত প্রদানকারী, দয়ালু ও

وَالْمَغْفِرَةِ وَ الْاِمْتِنَانِ - اللّٰه اكبر اللّٰه اكبر لا اله الا اللّٰه و اللّٰه اكبر

প্রতিফল প্রদানকারী। তিনিই অনুগ্রহ, দান ও এহসানের অধিকারী। তিনিই

اللّٰه اكبر و لله الحمد - (৩) وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ

দাতা, ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহ প্রদানকারী। (৩) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, মহান আল্লাহ্

لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের প্রিয় নবী সাইয়্যেদেনা হযরত মুহম্মদ (দঃ)

وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْ اَرْسَلَ حِيْنَ شَاعَ الْكُفْرُ فِى الْبُلْدَانِ - (৪) صَلَّى اللّٰهُ

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, যাঁহাকে এমন সময় আল্লাহ্ পাক প্রেরণ করেন, যখন

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ مَا لَمَعَ الْقَمَرَانِ وَتَعَاقَبَ الْمَلَوَانِ -

اللّٰه اكبر اللّٰه اكبر لا اله الا اللّٰه و اللّٰه اكبر اللّٰه اكبر و لله الحمد -

কুফরে পৃথিবী ছাইয়া গিয়াছিল। (৪) আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর, তার পরিবারবর্গ

(৫) أَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوْا أَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ فِيْهِ

ও ছাহাবীদের উপর রহমত বর্ষণ করিতে থাকুন যতক্ষণ চন্দ্র-সূর্য ও রাত্রি-দিন চালু থাকে। (৫) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) আজিকার এই দিনটি ঈদের দিন, এই

عَوَائِدُ الْاِحْسَانِ - وَرَجَاءُ نَيْلِ الدَّرَجَاتِ وَالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ -

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد -

দিনে আপনাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে

(৬) وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ

এবং ইহাতে ফযীলত, ক্ষমা ও মার্জনার আশা রহিয়াছে। (৬) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)

عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا - الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر

এরশাদ করিয়াছেন: প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে। আর ইহা হইল আমাদের

الله اكبر و لله الحمد - (৭) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ঈদ। (৭) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন: যখন ঈদের দিন অর্থাৎ ঈদুল

فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِيْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلٰئِكَتَهُ فَقَالَ

ফেতরের দিন আসে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের কাছে গৌরব করিয়া

يَا مَلٰئِكَتِيْ مَا جَزَاءُ أَجِيْرٍ وَفّٰى عَمَلَهُ - قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاءُهُ

বলেন: হে আমার ফেরেশতাগণ! বলত, যে শ্রমিক তাহার কাজ পুরাপুরি সমাধা করে, তাহার বিনিময় কি? ফেরেশতাগণ জবাব দেন, খোদাওন্দ!

أَنْ يُّوَفّٰى أَجْرَهُ - قَالَ مَلٰئِكَتِيْ عَبِيْدِيْ وَإِمَائِيْ قَضَوْا

তাহার বিনিময় এই যে, তাহাকে পুরাপুরি প্রতিফল দান করা। আল্লাহ্ পাক

فَرِيْضَتِىْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ اِلَى الدُّعَاءِ - وَعِزَّتِىْ

বলেন : হে, আমার ফেরেশ্‌তাগণ ! আমার বান্দা ও বাঁদীগণ তাহাদের প্রতি আমার নির্দেশিত ফরয আদায় করিয়াছে, অতঃপর তাহারা তকবীর উচ্চারণ

وَجَلَالِىْ وَكَرَمِىْ وَعُلُوِّىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لَاُجِيْبَنَّهُمْ -

করিতে করিতে দো'আর জন্য বাহির হইয়াছে। আমার ইয্‌যত, মহিমা, বুযুর্গী, উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চাসনের কসম, নিশ্চয় আমি তাহাদের দো'আ কবূল করিব। অতঃপর

فَيَقُوْلُ ارْجِعُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ -

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : যাও! তোমরা ফিরিয়া যাও! আমি তোমাদিগকে

قَالَ فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرًا لَهُمْ - الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

মা'ফ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের গুণাহ্‌গুলিকেও নেকীতে পরিবর্তন করিলাম।

و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد - (৮) وَهٰذَا الَّذِىْ ذُكِرَ فِىْ ذٰلِكَ

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেন : তাহারা তখন ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করে।

الْيَوْمِ كَانَ فَضْلَهٗ - وَاَمَّا اَحْكَامُهٗ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالصَّلٰوةِ

(৮) এতক্ষণ যাহাকিছু বর্ণনা করা হইল, উহা ছিল এই দিবসের ফযীলত সম্পর্কীয়।

وَالْخُطْبَةِ قَدْ كَتَبْنَاهَا فِى الْخُطْبَةِ الَّتِىْ قَبْلَهٗ - (৯) نَعَمْ بَقِيَتِ

এই দিবস সম্পর্কে ছদ্‌কায়ে ফেত্‌র, ঈদের নামায ও খোৎবা সম্পর্কীয় আহকাম

الْمَسْئَلَتَانِ - فَنَذْكُرُهُمَا الْاٰنَ - الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

পূর্ব খোৎবায় উল্লেখ করিয়াছি। (৯) হাঁ, তবে দুইটি বিষয় বর্ণনা করিতে বাকী

و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد - (১০) اَلْاَوَّلُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

আছে। এখন উহা বর্ণনা করিতেছি। (১০) প্রথম—রাসূলে মকবূল (দঃ) এরশাদ

وَالسَّلَامُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ

করিয়াছেন : যে ব্যক্তি রমযানের রোযা আদায় করার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি

كَصِيَامِ الدَّهْرِ - (١١) اَلثَّانِيَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রোযা রাখে, সে যেন সারা বৎসর ব্যাপী রোযা রাখিল। (১১) দ্বিতীয়—রাসূলুল্লাহ্

يُكَبِّرُ بَيْنَ اَضْعَافِ الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ -

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد -

(দঃ) ঈদুল ফেত্‌র ও ঈদুল আয্‌হায় খোৎবা প্রদানকালে বহু বারই তাকবীর

(١٢) اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - (١٣) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝

পাঠ করিতেন। (১২) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আশ্রয় কামনা করি। (১৩) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন :) যে ব্যক্তি পবিত্রতা

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝

লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করত নামায পড়িয়াছে সে-ই সফলকাম হইয়াছে।

(৬) মুত্তাফেক আলাইহে। (৭) বায়হাকী। (১০) মুসলেম। (১১) আইন, ইবনে-মাজা।

خطبة عيد الاضحى

(খোৎবা—(৫২)

ঈদুল আয্‌হার খোৎবা

(١) اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

(১) আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - (٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ اُمَّةٍ

মা'বূদ নাই। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, সকল প্রশংসার অধিকার আল্লাহ্‌রই। (২) সর্ববিধ তা'রীফ মহান আল্লাহ্‌র নিমিত্ত, যিনি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী

مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ -

করা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যাহাতে তাহারা তাঁহারই প্রদত্ত চতুষ্পদ জন্তু আল্লাহ্‌র

وَعَلَّمَ التَّوْحِيْدَ وَاَمَرَ بِالْاِسْلَامِ - الله اكبر الله اكبر لا اله

নামে কোরবানী করিতে পারে। তিনি আমাদিগকে তাওহীদ শিক্ষা দিয়াছেন

الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد - (৩) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ

এবং ইসলামের (আনুগত্যের) নির্দেশ দিয়াছেন। (৩) আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি,

اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৪) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের মহান

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْ هَدَانَآ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ -

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد -

নবী ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, যিনি আমাদিগকে

(৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ قَامُوْا بِاِقَامَةِ

বেহেশ্‌তের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর অশেষ রহমত বর্ষণ করুন—যাঁহারা শরীঅতের

الْاَحْكَامِ - وَبَذَلُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - فَبِالَهُمْ

বিধানসমূহ সুদৃঢ়রূপে কায়েম করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের জান

مِنْ كِرَامٍ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - الله اكبر الله اكبر لا اله

ও মাল উৎসর্গ করিয়াছেন। আহা! কত বুযুর্গী তাঁহাদের! অজস্র ধারায়

الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوْٓا

শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর! (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন,) অন্ধকার

اَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ شَرَعَ لَكُمْ فِيْهِ مَعَ اَعْمَالٍ اُخَرَ قَدْ سَبَقَتْ

এই দিনটি পবিত্র ঈদের দিন। এই দিনে আশারায়ে যিলহজ্জ অর্থাৎ,যিলহজ্জের

فِى الْخُطْبَةِ قَبْلَ هٰذَا الْعَشْرِ ذَبْحَ الْاُضْحِيَّةِ بِالْاِخْلَاصِ وَصِدْقِ

প্রথম দশ দিনের আমল সম্পর্কে পূর্ব খোৎবায় বর্ণিত বিষয়সমূহ ছাড়াও শরীঅতে পূর্ণ এখ্‌লাছ ও সদুদ্দেশ্যে কোরবানী করার বিধান আসিয়াছে।

النِّيَّةِ - وَبَيَّنَ نَبِيُّهٗ وَصَفِيُّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوْبَهَا

আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁহার খাঁটী দোস্ত হযরত মুহম্মদ (দঃ) উহা ওয়াজেব হওয়া

وَفَضَائِلَهَا - وَدَوَّنَ عُلَمَاءُ اُمَّتِهٖ مِنْ سُنَنِهٖ فِىْ كُتُبِ الْفِقْهِ

সম্পর্কে এবং উহার ফযীলত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আলেম সম্প্রদায়

مَسَائِلَهَا - اللّٰه اكبر اللّٰه اكبر لا اله الا اللّٰه واللّٰه اكبر اللّٰه اكبر

তাঁহার হাদীস হইতে উহার মাসআলাসমূহ ফেকাহ্‌র কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

و للّٰه الحمد - (৭) فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ

(৭) রাসূলে-খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ ঈদুল আয্‌হা দিবসে একমাত্র রক্ত

مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ - وَاِنَّهٗ

প্রবাহিতকরণ (অর্থাৎ কোরবানী করা) ব্যতীত বনি-আদমের অন্য কোনও আ'মল

لَيَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا - وَاِنَّ

আল্লাহ তা'আলার দরবারে অধিক পছন্দনীয় নয়। ক্বিয়ামত দিবসে ঐ জীব,

الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا

উহার শিং, লোম এবং খুরসহ উপস্থিত হইবে। আর কোরবানীর রক্ত

نَفْسًا - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

মাটিতে পতিত হইবার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে বিশিষ্ট স্থান লাভ

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - (٨) وَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

করে। সুতরাং তোমরা কোরবানী করিয়া সন্তুষ্ট থাকিও। (৮) রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ

ছাহাবীগণ আরয করিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! এই কোরবানীর হাকীকত কি ? রাসূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন : ইহা তোমাদের পিতা হযরত ইব্‌রাহীম

عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ بِكُلِّ

(আঃ)-এর সুন্নত। ছাহাবায়ে কেরাম আরয করিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)!

شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ - قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ

উহাতে আমাদের কি লাভ হইবে ? হুযূর (দঃ) বলিলেন : ইহার প্রতিটি লোমে নেকী রহিয়াছে। ছাহাবায়ে কেরাম আরয করিলেন : (ভেড়া ও দুম্বার)

مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

পশমের বেলায় কি ? রাসূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন : উহারও প্রতিটি পশমে

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - (٩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ وَجَدَ

নেকী রহিয়াছে। (৯) রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন : কোরবানীর সামর্থ্য

سَعَةً لِاَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

থাকা সত্ত্বেও যেব্যক্তি কোরবানী না করে, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - (١٠) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ

(১০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন : ঈদুল আয্‌হা

اَلْاَضَاحِیْ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْاَضْحٰی - وَعَنْ عَلِیٍّ مِّثْلُهٗ - وَهٰذَا

দিবসের পর দুইদিন কোরবানী করা চলে। হযরত আলী (রাঃ) হইতেও অনুরূপ

بَعْضٌ مِّنَ الْفَضَائِلِ - وَتَعَلَّمُوْا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَسَائِلَ - (١١) اَعُوْذُ

বর্ণিত আছে। এখানে কোরবানীর মাত্র কয়েকটি ফযীলত বর্ণিত হইল। উহার বিস্তারিত মাসআলা আপনারা আলেম ছাহেবানদের নিকট হইতে জানিয়া

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٢) لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا

লইবেন। (১১) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ পাকের দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (১২) (আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে উহার

وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰی مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا

(কোরবানীকৃত পশুর) গোশ্‌ত কিংবা রক্ত কিছুই পৌঁছে না, কিন্তু শুধু তোমাদের তাক্‌ওয়া তাঁহার দরবারে পৌঁছিয়া থাকে। এইরূপে তিনি উহাদিগকে

اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ٥

(পশুসমূহকে) তোমাদের (অনুগত ও) বাধ্যগত করিয়া দিয়াছেন, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার বড়ত্ব বর্ণনা কর। আর (হে রাসূল ! আমার) নেক্‌কার বান্দাদিগকে সুসংবাদ প্রদান করুন।

خطبة الاستسقاء

(খোৎবা— (৫৩)

এস্তেসকা'র খোৎবা বা বৃষ্টি বর্ষণের দো'আ

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ قَالَ فِیْ كِتَابِهٖ وَهُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ

(১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিমিত্ত, যিনি পবিত্র কোরআন

الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ج وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

মজীদে এরশাদ করিয়াছেন: "আর সেই আল্লাহ্, যিনি স্বীয় রহমতের (বৃষ্টির) অগ্রে সুসংবাদ স্বরূপ বায়ু প্রবাহিত করেন। আমি আকাশ হইতে পবিত্র

طَهُوْرًا ۝ لِنُحْيِىَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا

পানি বর্ষণ করিয়া উহা দ্বারা শুষ্ক ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার করি এবং আমার

وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ۝ (২) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

সৃষ্ট পশু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি। (২) আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁর কোন

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْ كَانَ

শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য প্রদান করি, আমাদের মহান নবী সাইয়্যেদেনা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, যাঁহার উসিলা

يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ - (৩) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

দিয়া বৃষ্টি প্রার্থনা করা হইত। (৩) আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর, তাঁহার

الَّذِيْنَ وَصَلُوْا مِنَ الدِّيْنِ اِلٰى كُنْهِهٖ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

পরিবারবর্গ এবং সকল ছাহাবীদের উপর যাঁহারা ধর্মের চরম হকীকত লাভ

(৪) اَمَّا بَعْدُ فَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ

করিয়াছিলেন—অজস্র ধারায় রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। (৪) অতঃপর, (শুনুন)

وَاسْتِيْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهٖ عَنْكُمْ - وَقَدْ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা অভিযোগ করিতেছেন যে, দেশে শুষ্কতা দেখা দিয়াছে এবং নির্ধারিত সময়ে পানি বর্ষণে বিলম্ব হইতেছে অথচ আল্লাহ্ তা'আলা

اَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ - (৫) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

আপনাদিগকে তাঁহার দরবারে দো'আ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং তিনি আপনাদের দো'আ কবূলের ওয়াদা করিয়াছেন। (৫) সকল তা'রীফ বিশ্ব

الْعٰلَمِينَ ٥ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٥ لَآ اِلٰهَ

নিয়ন্তা আল্লাহ্ তা'আলার নিমিত্ত, যিনি সর্ব করুণাময় ও দয়ার আধার। তিনি

اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ - (৬) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি আপন ইচ্ছায় সব কিছুই করেন। (৬) খোদাওন্দ! আপনি আল্লাহ্! আপনি ব্যতীত

الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَآءُ - اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ

অন্য কোন মা'বূদ নাই। আপনি বেনিয়াজ, আমরা আপনার মুখাপেক্ষী, আপনি

مَآ اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَّبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ - (৭) اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا

আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং উহাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমাদের শক্তি সামর্থ্যের উসিলা বানাইয়া দিন। (৭) আয় আল্লাহ্! আপনি আমাদের উপর

مُّغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَآرٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ - (৮) اَللّٰهُمَّ اسْقِ

প্রচুর তৃপ্তিদায়ক উর্বরতা প্রদানকারী, সুফল দায়ক ও ক্ষতিমুক্ত বৃষ্টি অনতি-

عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَّحْمَتَكَ وَاَحْىِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ -

বিলম্বে বর্ষণ করুন। (৮) হে খোদা! আপনার বান্দা ও পশুসমূহকে তৃপ্ত করুন। আপনার রহ্‌মত বিস্তার করিয়া দিন এবং মৃত ভূমিকে সজীব করিয়া দিন।

(৯) اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْعًا غَدَقًا مُّجَلْجِلًا عَامًّا طَبَقًا سَحًّا

(৯) হে আল্লাহ্! আমাদিগকে প্রচুর উর্বরতা প্রদানকারী গর্জিত, ব্যাপক, থরে

دَائِمًا - (১০) اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ -

থরে প্রবাহিত একাধারে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। (১০) খোদাওন্দ! আপনি আমাদিগকে

اَللّٰهُمَّ اِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ اللَّاوَاءِ

বৃষ্টি দান করুন! নিরাশ করিবেন না! আয় আল্লাহ্! আপনারই বান্দাগণ,

وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُوْهُ اِلَّا اِيَّاكَ. (১১) اَللّٰهُمَّ اَنْبِتْ لَنَا

ভূপৃষ্ঠ, পশু ও সমগ্র সৃষ্টসমূহ এরূপ দুঃখ-কষ্ট ও অভাব অনটনে জর্জরিত। আপনি ব্যতীত আর কাহারও কাছে আমরা ফরিয়াদ করিতেছি না। (১১) বারে খোদা!

الزَّرْعَ وَاَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ - وَاَسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَاَنْبِتْ لَنَا

আপনি আমাদের কৃষিকে শস্য পূর্ণ এবং (গাভী বকরী ইত্যাদির) স্তনে দুধ বৃদ্ধি করিয়া দিন। আর আস্‌মানের বরকত দ্বারা আমাদের যমীন হইতে

مِنَ الْاَرْضِ - اَللّٰهُمَّ اَرْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوْعَ وَالْعُرْىَ وَاكْشِفْ

ফসল উৎপন্ন করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন। আয় আল্লাহ্! আপনি আমাদের উপর হইতে সকল কষ্ট, অনাহার, বস্ত্রের অভাব দূর করিয়া দিন

عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ - (১২) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ

এবং আমাদিগকে সকল বালা-মুছীবত হইতে মুক্ত করিয়া দিন, যাহা আপনি ব্যতীত আর কেহ দূর করিতে পারিবে না। (১২) খোদাওন্দ!

كُنْتَ غَفَّارًا - فَاَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا - (১৩) وَحَوَّلَ

আমরা একমাত্র আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি, যেহেতু আপনি

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ رِدَاءَهُ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ - فَجَعَلَ

(১৩) রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কেবলামুখী হইয়া নিজ চাদরখানি উল্টাইয়া

الايمن على الايسر والايسر على الايمن وظهر الرداء

পরিলেন। উহার ডান প্রান্ত বাম কাঁধে এবং বামের প্রান্ত ডান কাঁধে লইলেন।

لبطنه وبطنه لظهره - واخذ في الدعاء مستقبل القبلة

উহাতে চাদরের বাহিরের দিক ভিতরে আসিল এবং ভিতরের দিক বাহিরে চলিয়া গেল। অতঃপর তিনি কেব্‌লামুখী অবস্থাতেই দো'আ আরম্ভ করিলেন। লোকগণ

والناس كذلك - (১৪) اعوذ بالله من الشيطان الرجيم -

অনুরূপভাবে দো'আয় মশ্‌গুল হইল। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্

(১৫) وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر

তা'আলার দরবারে আশ্রয় কামনা করি। (১৫) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন :) আর সেই আল্লাহ্, যিনি মানুষের শত নিরাশার পরেও বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও তাঁহার

رحمته ط وهو الولى الحميد ٥

রহমতের বারিধারা বিস্তার করিয়া দেন। তিনি একমাত্র প্রশংসিত কার্যকারক।

الخطبة الاخيرة - لجميع خطب الرسالة

ছানী খোৎবা—৫৪

(ইহাই প্রত্যেক খোৎবার দ্বিতীয় [শেষ] খোৎবা)

(১) الحمد لله استعينه واستغفره - (২) ونعوذ بالله

(১) সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার, আমি তাঁহারই দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহারই কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। (২) আর

من شرور انفسنا - (৩) من يهدى الله فلا مضل له - (৪) ومن

আমরা আমাদের নফসের কুচক্র হইতে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় কামনা করিতেছি। (৩) আল্লাহ্ পাক যাহাকে হেদায়াত করেন তাহাকে কেহ পথভ্রষ্ট

يُضْلِلْ فَلاَهَادِىَ لَهٗ - (٥) وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ

করিতে পারে না। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে সুপথ না দেখান তাহাকে কেহ হেদায়ত করিতে পারে না। (৫) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত

لاَ شَرِيْكَ لَهٗ - (٦) وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৬) আমি

(٧) اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ -

আরও সাক্ষ্য দিতেছি, হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৭) আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে আসন্ন ক্বিয়ামতের পূর্বে সত্য ধর্ম সহকারে সুসংবাদ-দাতা ও

(٨) مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ

ভীতিপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। (৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে মান্য করিবে সে-ই হেদায়ত প্রাপ্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি তাঁহাদের

لاَ يَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهٗ - وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا - (٩) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ

নাফরমানী করিবে, সে শুধু নিজেরই ক্ষতি করিবে। আল্লাহ্‌র কোনও ক্ষতি হইবে না।

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٠) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى

(৯) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ পাকের পানাহ্ চাহিতেছি। (১০) (তিনি এরশাদ করেন:) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ হযরত

النَّبِىِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

মুহম্মদ (দঃ)-এর প্রতি (যথাক্রমে) রহ্‌মত বর্ষণ ও রহ্‌মত প্রার্থনা করেন। হে ঈমান-

(١١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ - وَصَلِّ عَلَى

দারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও অসংখ্য সালাম পাঠ কর। (১১) আয় আল্লাহ্! আপনি আপনার বন্দা ও রসূল হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর উপর রহ্‌মত বর্ষণ

الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَبَارِكْ

করুন এবং সমস্ত মু'মিন মুসলমান নরনারীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আর

عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ - (১২) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ

হযরত মুহম্মদ (দঃ)কে এবং তাঁ'র সহধর্মিণী ও সন্তান-সন্ততিদিগকে বরকত দান করুন। (১২) নবীয়ে দোজাহান (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন : আমার উম্মতের মধ্যে

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْبَكْرٍ - وَاَشَدُّهُمْ فِىْ

সর্বাধিক কোমলমতি আবুবকর (রাঃ) এবং আল্লাহ্‌র বিধান মানিয়া চলার ব্যাপারে

اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ - وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاۤءً عُثْمَانُ - وَاَقْضَاهُمْ عَلِىٌّ -

ওমর সর্বাধিক দৃঢ়, ওসমান তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক খাঁটি লাজুক এবং আলী

وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاۤءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ - وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ

শ্রেষ্ঠ বিচারক। ফাতেমা বেহেশ্‌তী নারীদের সরদার ও হাসান হুসাইন বেহেশ্‌তী

سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ - وَحَمْزَةُ اَسَدُ اللّٰهِ وَاَسَدُ رَسُوْلِهٖ -

যুবকদের সরদার। আর হামযাহ আল্লাহ্‌র বাঘ ও তাঁহার রাসূলের বাঘ।

(১৩) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً

(১৩) আয় আল্লাহ্! আপনি (হযরত) আব্বাস (রাঃ) ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিদিগকে

لَاتُغَادِرُ ذَنْبًا - (১৪) اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْۤ اَصْحَابِىْ لَاتَتَّخِذُوْهُمْ

যাহেরী-বাতেনী সর্বতোভাবে মা'ফ করুন। যেন একটি গুণাহ্‌ও বাদ না পড়ে। (১৪) সাবধান! সাবধান!! তোমরা আমার ছাহাবীদের সম্পর্কে খোদাকে ভয়

غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ - فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْۤ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ

করিও। আমার পরে তোমরা তাঁহাদিগকে শত্রুতার লক্ষ্যস্থল বানাইও না। যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে তাহা আমার প্রতি ভালবাসার দরুনই তাঁহাদের

فَبِبُغْضِى اَبْغَضَهُمْ - (١٥) وَخَيْرُ اُمَّتِى قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ

ভালবাসিবে এবং যে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ থাকার দরুন তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবে। (১৫) আমার (এই

يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - (١٦) وَالسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ

বর্তমান) সময়কার উম্মতগণই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তৎপর তাঁহাদের পরবর্তী যামানার উম্মতগণ শ্রেষ্ঠ, তৎপর তাঁহাদের পরবর্তীকালের উম্মতগণ শ্রেষ্ঠ। (১৬)ন্যায়বিচারক

فِى الْاَرْضِ - مَنْ اَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ اَهَانَهُ اللّٰهُ -

রাষ্ট্রনায়ক পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার ছায়াস্বরূপ। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র নিয়োজিত রাষ্ট্রনায়ককে অপমান করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে

(١٧) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى

অপমানিত করিবেন। (১৭) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে

الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج

ন্যায় বিচার, এহ্‌সান ও আত্মীয়স্বজনদিগকে সাহায্য দানের নির্দেশ দিতেছেন এবং যাবতীয় অশ্লীল, অন্যায় ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিতেছেন।

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - (١٨) فَاذْكُرُونِىْٓ اَذْكُرْكُمْ

তিনি তোমাদিগকে নছীহত করিতেছেন, যেন তোমরা সদুপদেশ লাভ কর। (১৮) (আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :) তোমরা আমাকে স্মরণ কর,

وَاشْكُرُوا لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ٥

আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। আর তোমরা আমার শোক্‌রগোযারী কর, না-শোক্‌রী করিও না।

تَمَّ كِتَابُ خُطُبَاتِ الْاَحْكَامِ لِجُمُعَاتِ الْعَامِ

خُطْبَةُ النِّكَاحِ

বিবাহের খোৎবা

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ

(১) সকল প্রকার তা'রীফ আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি, তাঁহার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁহার দরবারেই ক্ষমা

بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ

চাহি। আর আমরা আমাদের প্রবৃত্তির কু-চক্র হইতে ও যাবতীয় মন্দ কাজের কুফল হইতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ - (২) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ

যাহাকে আল্লাহ পাক হেদায়ত করেন, তাহাকে কেহ গোম্‌রাহ্ বা পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলা যাহাকে সু-পথ না দেখান

اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (৩) يَاۤ اَيُّهَا

তাহাকে কেহ হেদায়ত করিতে পারে না। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও

الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ

রাসূল। (৩) (আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে যথাযথ ভয় করিয়া চল এবং তোমরা প্রকৃত মুসলমান না

مُّسْلِمُوْنَ ٥ (৪) يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ

হইয়া মরিও না। (৪) হে লোকসকল ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয়

مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

কর, যিনি তোমাদিগকে মাত্র এক ব্যক্তি (আদম) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং

كَثِيرًا وَّنِسَاءً ج (٥) وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

উহা হইতে তাঁহার জোড়া (বিবি হাওয়াকে) সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বহু নর ও নারী বিস্তার করিয়াছেন। (৫) আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর,

وَالْأَرْحَامَ - (٦) إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا - (٧) يَآيُّهَا

যাঁহার উছিলা দিয়া একে অন্যের নিকট হইতে কাজ উদ্ধার কর এবং আত্মীয়তার হক সম্পর্কে ভয় কর। (৬) নিশ্চয়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি সজাগ

الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٥ يُصْلِحْ

দ্রষ্টা। (৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা

لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (٨) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

বলিও, তাহা হইলে তিনি তোমাদের যাবতীয় আ'মল সংশোধন করিয়া দিবেন এবং তোমাদের গুনাহ্‌সমূহ মা'ফ করিয়া দিবেন। (৮) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٥

ও তাঁহার রাসূলের অনুকরণ করিবে, নিঃসন্দেহে সে বিরাট সফলতা লাভ করিবে।

دعاء العقيقة

আকীকার দো'আ

(١) اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيقَةُ فُلَانٍ (اس جگہ بچہ کا نام لے) دَمُهَا

(১) হে আল্লাহ! ইহা অমুকের (এই স্থলে ছেলে কন্যার নাম উল্লেখ করিবে) আকীকা। উহার রক্ত তাহার রক্তের পরিবর্তে, উহার গোশ্‌ত তাহার

بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا

بِشَعْرِهٖ (اور اگر لڑکی ہے تو) بِدَمِهَا اور بِلَحْمِهَا اور بِعَظْمِهَا اور

গোশ্‌তের বদলে, হাড় হাড়ের বদলে, চামড়া চামড়ার বদলে ও চুল উহার

بِجِلْدِهَا اور بِشَعْرِهَا (کہے) - (٢) اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ

চুলের বদলে। (২) আমি সেই মহান আল্লাহ তাআ'লার দিকে সরল চিত্তে

فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ (٣) اِنَّ

মুখ করিলাম যিনি আসমান ও জমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মোশরেক

صَلٰوتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

শ্রেণীর দলভুক্ত নহি। (৩) নিশ্চয়, আমার নামায, কোরবানী, জীবন ও মরণ

(٤) لَا شَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ٥

সব কিছু আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সারাজাহানের প্রতিপালক। (৪) তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমি ইহারই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমি সর্বপ্রথম

(٥) اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ پھر بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہکر ذبح کرے -

মুসলমান। (৫) আয় আল্লাহ! ইহা তোমা হইতেই লাভ করিয়াছি আবার তোমার জন্যই উহা যবাহ করিলাম। অতঃপর 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলিয়া যবাহ করিবে।

আরবী দোআ'য় فلان স্থলে শিশুর নাম উচ্চারণ করিবে। কন্যা-শিশু হইলে بدمه স্থলে بدمها , بلحمه স্থলে بلحمها , بعظمه স্থলে بعظمها , بجلده স্থলে بجلدها এবং بشعره স্থলে بشعرها বলিবে।

—খোৎবাতুল আহ্‌কাম সমাপ্ত—

كتاب خطبة الاحكام مع متعلقات ختم شد

পরিশিষ্ট খোৎবা—৫৫

জুমুআর পয়লা খোৎবা

(হযরত মাওলানা শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মুহাদ্দেসে দেহ্‌লবী [রঃ] সংকলিত)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَقَدْ اَتٰى عَلَيْهِ

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন

حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا - (২) فَسَوّٰهُ وَعَدَلَهٗ

এবং মানুষের অবস্থা হইতেছে এই যে, সে এমন একটি যুগও অতিক্রম করিয়াছে যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুও ছিল না। (২) অতঃপর তাহাকে

وَعَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ فَضَّلَهٗ وَجَعَلَهٗ سَمِيْعًا بَصِيْرًا - (৩) ثُمَّ

পরিমিত করিয়াছেন, যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনেক সৃষ্ট জীবের উপরে মর্যাদা দান করিয়াছেন এবং তাহাকে শ্রবণ, দর্শন শক্তির অধিকারী করিয়াছেন।

هَدَاهُ السَّبِيْلَ وَنَصَبَ لَهُ الدَّلِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا -

(৩) অতঃপর তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সে শোক্‌র গোযার (মুমিন) হউক বা না-শোক্‌র (কাফের)ই হউক, তাহার জন্য দলীল মওজুদ রাখিয়াছেন।

(৪) اَمَّا الْكَافِرُوْنَ فَاَعْتَدَ لَهُمْ سَلَاسِلَ وَاَغْلَالًا وَّسَعِيْرًا -

(৪) অতএব, কাফেরদের জন্য তিনি জিঞ্জির, গলার তওক ও দোযখের প্রজ্জ্বলিত

(৫) يُعَذَّبُوْنَ بِاَصْنَافِ الْعَذَابِ يُنَادُوْنَ وَيْلًا وَّيَدْعُوْنَ

অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। (৫) তাহাদের নানা ধরনের এমন আযাব দেওয়া হইবে যে, তাহারা আর্তনাদ করিয়া ধ্বংস কামনা করিবে এবং মৃত্যুকে

ثُبُوْرًا - (৬) وَاَمَّا الشَّاكِرُوْنَ فَنَعَّمَهُمْ وَكَرَّمَهُمْ وَلَقَّاهُمْ

আহ্বান করিবে। (৬) আর শোক্‌র গোযার বান্দাদেরে নেয়ামত দান করিবেন,

نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا - (٧) إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ

তাহাদেরে সম্মানিত করিবেন এবং প্রসন্নতা ও আনন্দ দান করিবেন। (৭) নিশ্চয়ই

مَّشْكُوْرًا - (٨) فَسُبْحَانَ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ لَمْ يَزَلْ

ইহা তোমাদের কাজের প্রতিফল এবং তোমাদের দ্বীনি প্রচেষ্টাসমূহ সমাদৃত। (৮) তিনিই পবিত্র, যাঁহার হাতে প্রত্যেক জিনিসের আধিপত্য রহিয়াছে।

وَلَا يَزَالُ عَلِيْمًا قَدِيْرًا - (٩) وَنَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ

তিনি অনাদিকাল হইতে আছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকিবেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। (৯) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন

لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (١٠) بَعَثَهٗ

মা'বূদ নাই তিনি একক ও অদ্বিতীয়। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا - (١١) وَاٰتَاهُ

মুহম্মদ (দঃ) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। (১০) ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে আল্লাহ তাঁহাকে বিশ্ববাসীর জন্য ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন।

جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَمَنَابِعَ الْحِكَمِ وَوَعَدَهٗ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا وَّجَعَلَهٗ

(১১) এবং তিনি (আল্লাহ্) তাঁহাকে ব্যাপক অর্থবহ বাণী ও হেকমত বা সুষ্ঠু জ্ঞানের উৎস দান করিয়াছেন। আর তিনি তাঁহাকে মকামে মাহমূদ

سِرَاجًا مُّنِيْرًا - (١٢) أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْٓ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْٓ أَوَّلًا

(প্রশংসিত আসন, যেখানে দাঁড়াইয়া নবী [দঃ] আল্লাহ্‌র সমীপে শাফাআৎ বা সুফারিশ করিবেন।) দান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে উজ্জ্বল প্রদীপ সদৃশ

بِتَقْوَى اللّٰهِ وَأُحَذِّرُكُمْ يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا -

করিয়াছেন। (১২) অতঃপর (শুনুন) আমি সর্বপ্রথম আপনাদেরে ও আমার নিজ আত্মাকে খোদাভীতি অবলম্বনের ওছীয়ত করিতেছি এবং ক্বিয়ামত ও মহা

(১৩) يَوْمَ تُبْلَى كُلُّ نَفْسٍ وَّلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا

সংকটের দিবসের ভয় প্রদর্শন করিতেছি। (১৩) যে দিন প্রত্যেকের পরীক্ষা নেওয়া হইবে এবং কাহারও কোন সোপারিশ বা মুক্তিপণ গৃহীত হইবে না,

عَدْلٌ وَّلَا تَجِدُ نَصِيرًا - (১৪) يَوْمَئِذٍ يَنْدَمُ الْاِنْسَانُ وَلَا يَنْفَعُهُ

আর কেহ কোন সাহায্যকারীও পাইবে না। (১৪) সেইদিন মানুষ (তাহার

النَّدَمُ وَيَطْلُبُ الْعَوْدَ اِلَى الدُّنْيَا وَهَيْهَاتَ اَنْ يَّعُوْدَ

কৃতকর্মের জন্য) লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবে, কিন্তু তাহার এই লজ্জা বা অনুতাপ কোনই কাজে আসিবে না এবং সে দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিতে

وَيَخْرُجُ لَهُ كِتَابٌ يَّلْقَاهُ مَنْشُوْرًا - (১৫) يَا ابْنَ اٰدَمَ

চাহিবে, কিন্তু কোথায় সে প্রত্যাবর্তন! আর সেইদিন তাহার আ'মলনামা বাহির করিয়া দেওয়া হইবে, সে উহা তাহার সম্মুখে খোলা পাইবে। (১৫) হে

مَنْ اَصْبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِيْنًا لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا بُعْدًا

আদম-সন্তান! যে দুনিয়ার চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে সে আল্লাহ্‌র নিকট

وَّفِى الدُّنْيَا اِلَّا كَدًّا وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا جُهْدًا وَّلَمْ يَزَلْ مَمْقُوْتًا

হইতে দূরত্ব, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও আখেরাতের বিপদই বৃদ্ধি করে এবং সে

مَّهْجُوْرًا - (১৬) يَا ابْنَ اٰدَمَ تُرْزَقُ بِالرِّزْقِ فَاِنَّ الرِّزْقَ

সর্বদাই আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত ও তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হইতে বিদূরীত থাকে। (১৬) হে আদম-সন্তান! তোমার জন্য বিশিষ্ট রিয্‌ক তোমাকে দেওয়া

مَقْسُوْمٌ وَالْحَرِيْصُ مَحْرُوْمٌ وَّالْاِسْتِقْصَاءُ شُوْمٌ - (১৭) وَالْاَجَلُ

হইবেই। কেননা রিয্‌ক বণ্টিত হইয়া রহিয়াছে। লোভীজন বঞ্চিত, ও সর্ব-গ্রাসের চেষ্টা কুলক্ষণ। (১৭) মৃত্যু মোহরাংকিত (সুনির্দিষ্ট) এবং সেই ব্যক্তি

مَخْتُومٌ وَّقَدْ فَازَ مَنْ لَّمْ يَحْمِلْ مِنَ الظُّلْمِ نَقِيرًا - (١٨) يَا ابْنَ

সাফল্যমণ্ডিত যে, সামান্যতম অত্যাচার হইতেও বিরত থাকিল। (১৮) হে আদম

اٰدَمَ خَيْرُ الْحِكْمَةِ خَشْيَةُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْغِنٰى غِنَى الْقَلْبِ وَخَيْرُ

সন্তান! আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় পোষণ করাই সর্বোত্তম হেকমত, অন্তরের

الزَّادِ التَّقْوٰى - (١٩) وَخَيْرُ مَا اُعْطِيْتُمُ الْعَافِيَةُ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا -

প্রাচুর্যই সর্বোত্তম প্রাচুর্য এবং 'তাকওয়া' বা খোদাভীতিই সর্বোত্তম পাথেয়। (১৯) তোমাদেরে প্রদত্ত সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে স্বাস্থ্যই আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ দান।

(٢٠) وَخَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ الْهُدٰى هُدٰى مُحَمَّدٍ

তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান। (২০) আল্লাহ্‌র বাণীই (কালামই) সর্বোত্তম বাণী,

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا -

হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর হেদায়ত (আদর্শ) সর্বোত্তম হেদায়ত এবং

(٢١) لَآ اِيْمَانَ لِمَنْ لَّآ اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهٗ

বেদ্‌আত বা ধর্মীয় ব্যাপারে নব-আবিষ্কারই নিকৃষ্টতম কাজ। (২১) যাহার আমানত বা বিশ্বস্ততা নাই তাহার ঈমান নাই, যাহার ওয়াদা ঠিক নাই,

وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا - (٢٢) اَعُوْذُ

তাহার কোন ধর্ম নাই এবং বান্দাহ্‌র গোনাহ্‌ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র অবগতি ও

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (٢٣) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ

দর্শনই যথেষ্ট। (২২) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (২৩) যাহারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্পদ কামনা করে, আমি

عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا

তাহাদের মধ্যে যাহাকে যত ইচ্ছা ক্ষণস্থায়ীভাবে তাহাই দান করি, অতঃপর তাহাদের জন্য জাহান্নাম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি; তাহারা অত্যন্ত নিন্দিত,

مَذْمُومًا مَّدْحُورًا - (২৪) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا

ঘৃণিত ও লাঞ্ছিতভাবে ইহাতে পতিত হইবে। (২৪) এবং যে আখেরাতের

سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا - (২৫) اَللّٰهُمَّ

সুখ কামনা করে এবং তজ্জন্য চেষ্টা তদবীর করে,আর সে মোমেন হয়, তবে এরকম লোকদের চেষ্টা-যত্নের কদর করা হইবে। (২৫) হে পরওয়ারদেগার!

اغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَامْحُ عُيُوبَنَا وَادِّ دُيُونَنَا وَكُنْ لَّنَا مُعِينًا

আমাদের গোনাহ্‌রাশি মা'ফ করিয়া দিন, আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলিকে মোচন করিয়া দিন এবং আপনি আমাদের ঋণসমূহ পরিশোধ করাইয়া দিন, আমাদের

وَّظَهِيرًا - (২৬) وَاقْضِ حَاجَتَنَا وَاشْفِ عَاهَتَنَا وَاسْتُرْ

সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া যান। (২৬) আমাদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করিয়া দিন, আমাদের বিপদ-আপদ দূর করিয়া দিন, আমাদের লজ্জাকর ক্রিয়া-কলাপকে

عَوْرَتَنَا وَكَفَى بِكَ مُجِيبًا قَرِيبًا عَلِيمًا خَبِيرًا -

গোপন করুন এবং আপনার দোআ কবূল করা, সান্নিধ্য, এ লম ও অবগতিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

(৫৬)

জুমুআর ছানী খোৎবা

(হযরত মাওলানা শাহ্‌ ওলিউল্লাহ্‌ মুহাদ্দিসে দেহলবী [রঃ] সংকলিত)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, আমরা তাঁহার গুণকীর্তন করি,

وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ

তাঁহারই কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমরা তাঁহার উপর ঈমান রাখি ও তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করি এবং আমরা আমাদের (নফসের) কুপ্রবৃত্তি

أَعْمَالِنَا - (٢) مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا

কুকর্ম ও মন্দ কাজগুলি হইতে আল্লাহ্‌রই কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করি। (২) আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়ত করেন, তাহাকে কেহই গোমরাহ্ করিতে পারে না এবং

هَادِيَ لَهٗ - (٣) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

আল্লাহ্ যাহাকে গোমরাহ্ করেন তাহাকে কেহই হেদায়ত করিতে পারে না। (৩) আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক এবং

وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (٤) اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ

তাঁহার কোন শরীক নাই, আমরা আরও সাক্ষ্য দেই যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। (৪) আল্লাহ্ তাঁহাকে সত্যবাণী সাথে দিয়া (সৎকর্মে

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ

বেহেশ্‌তের) সুসংবাদ দাতা ও (অসৎ কর্মে দোযখের) ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁহার উপর এবং তাঁহার পরিবার পরিজন ও

وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (٥) اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اُوْصِيْكُمْ

সাথী-সহচরদের উপর অসংখ্য ছালাত, সালাম ও বরকত বর্ষণ করুন।

بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ - (٦) اَلَا خَيْرُ الْكَلَامِ

(৫) অতঃপর (হে শ্রোতৃবৃন্দ!)—আমি আপনাদেরে তাকওয়া বা খোদাভীতি ও সর্বদা আল্লাহ্‌র যিক্‌রে লিপ্ত থাকিবার ওছিয়ৎ করিতেছি। (৬) জানিয়া রাখিবেন,

كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ الْهُدٰى هُدٰى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ -

আল্লাহ্‌র বাণীই সর্বোত্তম বাণী এবং মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহিছ্‌ছালাতু ওয়াস্‌

(٧) وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَّكُلُّ بِدْعَةٍ

সালামের হেদায়তই সর্বোত্তম হেদায়ত। (৭) ধর্মীয় ব্যাপারে নব আবিষ্কারই হইতেছে নিকৃষ্টতম কাজ। এ জাতীয় প্রত্যেকটি নব-আবিষ্কারই বেদ্‌আত এবং

ضَلَالَةٌ وَّكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ - (৮) مَنْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ

বেদ্‌আত মাত্রই গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর স্থানই দোযখ। (৮) যে ব্যক্তি

فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ غَوٰى - (৯) رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا

আল্লাহ্‌ ও রাসূলের এতা'আৎ বা আনুগত্য করে, সে নিশ্চয়ই সঠিক পথের সন্ধান পায়, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নাফরমানী করে সে পথভ্রষ্ট

وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا

হয়। (৯) হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের এবং আমাদের পূর্বে আমাদের যে সমস্ত ভাইয়েরা ঈমানের সহিত দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদেরে

غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - (১০) اَللّٰهُمَّ

মা'ফ করিয়া দিন এবং আমাদের দিলে ঈমানদারগণের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবেন না। প্রভু হে! নিঃসন্দেহে আপনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান।

اَمْطِرْ شَاٰبِيْبَ رِضْوَانِكَ عَلَى السَّابِقِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ

(১০) হে পরওয়ারদেগার; প্রাথমিক যুগের মুহাজির ও আনছারবর্গের উপর

وَالْاَنْصَارِ - (১১) وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ خُصُوْصًا عَلَى

আপনার সন্তুষ্টির বারি বর্ষণ করুন। (১১) এবং যাঁহারা উত্তমরূপে তাঁহাদের

الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ صَاحِبِ رَسُوْلِ

অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহাদের উপর—বিশেষ করিয়া হেদায়ত প্রাপ্ত খোলাফায়ে

اللّٰهِ فِى الْغَارِ رض - (১২) وَعُمَرَ الْفَارُوْقِ قَامِعِ اَسَاسِ الْكُفَّارِ

রাশেদীনের উপর তথা হযরত আবু বকর (রাঃ) যিনি গুহায় রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর সাথী ছিলেন এবং (১২) কাফেরদের মূলোৎপাটনকারী ওমর ফারূক

رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ - وَعُثْمَانَ ذِى النُّوْرَيْنِ كَامِلِ الْحَيَاءِ

রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর এবং পূর্ণ লজ্জাশীল ও গাম্ভীর্যের প্রতীক

وَالْوَقَارِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ - (১৩) وَعَلِيِّ نِ الْمُرْتَضٰى

ওছমান যিন্নূরাইন রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর (১৩) ও প্রবল

اَسَدِ اللّٰهِ الْجَبَّارِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ - (১৪) وَعَلٰى سَيِّدَىْ شَبَابِ

পরাক্রমশালী শেরে-খোদা আলী রাযিআল্লাহু আনহুর উপর। (৪) এবং

اَهْلِ الْجَنَّةِ الْاِمَامَيْنِ الْهُمَامَيْنِ - اَبِىْ مُحَمَّدِ نِ الْحَسَنِ وَاَبِىْ

জান্নাতবাসী যুবকদের সরদার বীর ঈমামদ্বয় আবু মুহম্মদ হাসান এবং আবু

عَبْدِ اللّٰهِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا - (১৫) وَعَلٰى اُمِّهِمَا

আবদুল্লাহ্ হোসায়েন (রাঃ)-এর উপর। (১৫) এবং তাঁহাদের মাতা

سَيِّدَةِ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا -

বেহেশ্তী নারীদের সরদার হযরত ফাতেমা যাহ্রা রাযিয়াল্লাহু আনহার উপর।

(১৬) وَعَلٰى عَمَّيْهِ الْمُكَرَّمَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ اَبِىْ عُمَارَةَ الْحَمْزَةِ

(১৬) এবং সাধারণ্যে সম্মানিত তাঁহার (রাসূলুল্লাহ্‌র) চাচাদ্বয় আবু উমারাহ্

وَاَبِى الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ رض اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ج اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ

হামযা ও আবুল ফযল আব্বাস (রাঃ)-এর উপর, ইঁহারা হইতেছেন আল্লাহ্‌র

هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (১৭) اَللّٰهُمَّ اَيِّدِ الْاِسْلَامَ وَاَنْصَارَهٗ وَاَذِلِّ

জমাআত; জানিয়া রাখুন, আল্লাহ্‌র জমাআতই সাফল্যমণ্ডিত।(১৭) হে খোদা!

الشِّرْكَ وَاَشْرَارَهٗ - (১৮) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى

আপনি ইসলাম ও ইসলামের সাহায্যকারীদেরে সাহায্য করুন এবং শির্‌ক ও উহার (পৃষ্ঠপোষক) দুষ্কৃতিকারীদেরে লাঞ্ছিত করুন। (১৮) হে পরওয়ারদেগার!

وَاجْعَلْ اٰخِرَتَنَا خَيْرًا مِّنَ الْاُوْلٰى - (١٩) اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ

আমাদেরে আপনার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টির কাজ করিবার তওফীক দিন এবং আমাদের পরিণামকে পার্থিব জীবন হইতে উত্তম করিয়া দিন। (১৯) হে প্রভু!

نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ

দ্বীনে মুহম্মদীর সাহায্যকারীদেরে আপনি সাহায্য করুন এবং আমাদেরে

مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ -

সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং দ্বীনে মুহম্মদীর বিড়ম্বনাকারীদেরে আপনি লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করুন এবং আমাদেরে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করিবেন না।

(٢٠) عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

(২০) হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আল্লাহ্ আপনাদের উপর রহম (কৃপা) করুন,

وَاِيْتَاۤءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ط

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আপনাদেরে ন্যায়, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনকে দান-খয়রাত করার এবং অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম ও সীমা অতিক্রম করা হইতে বিরত থাকার

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (٢١) اُذْكُرُوا اللّٰهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ

আদেশ দেন; তিনি আপনাদিগকে নছীহত করেন যেন আপনারা উপদেশ মত চলেন। (২১) আপনারা আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র করুন, আল্লাহ্ আপনাদেরে

وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَوْلٰى وَاَعَزُّ

স্মরণ করিবেন এবং আপনারা তাঁহার কাছে দো'আ করুন, আল্লাহ্ আপনাদের দো'আ কবূল করিবেন। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌রই সর্বোচ্চ, সর্বোত্তম

وَاَجَلُّ وَاَتَمُّ وَاَهَمُّ وَاَعْظَمُ وَاَكْبَرُ -

অধিকতর সম্মানিত, সমধিক মর্যাদাবান, সর্বাধিক কামেল, সমধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সকলের চাইতে মহান্ ও বড়।

খোৎবা—৫৭

জুমুআর পয়লা খোৎবা

(হযরত মওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ [রঃ] সংকলিত)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلِيِّ الذَّاتِ عَظِيْمِ الصِّفَاتِ سَمِيِّ السِّمَاتِ

(১) সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যাঁহার সত্তা সকলের উর্ধ্বে,

كَبِيْرِ الشَّانِ - جَلِيْلِ الْقَدْرِ رَفِيْعِ الذِّكْرِ مُطَاعِ الْاَمْرِ جَلِيِّ

যাঁহার গুণ মহত্তম এবং যিনি মহিমাময়, যিনি অধিকতর শান ও সম্মানের অধিকারী ; যাঁহার যিক্‌র সবচেয়ে বড় ও আদেশ অবশ্য পালনীয়। যাঁহার

الْبُرْهَانِ - فَخِيْمِ الْاِسْمِ عَزِيْزِ الْعِلْمِ وَسِيْعِ الْحِلْمِ كَثِيْرِ الْغُفْرَانِ -

দলিল-প্রমাণ স্পষ্ট, নাম সবচেয়ে বড়, এল্‌ম সর্বজয়ী, হিল্‌ম (সহনশীলতা)

(২) جَمِيْلِ الثَّنَاءِ جَزِيْلِ الْعَطَاءِ مُجِيْبِ الدُّعَاءِ عَمِيْمِ الْاِحْسَانِ -

ব্যাপক এবং যিনি অতি ক্ষমাশীল। (২) সুন্দরতম প্রশংসার অধিকারী ;

سَرِيْعِ الْحِسَابِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ اَلِيْمِ الْعَذَابِ عَزِيْزِ السُّلْطَانِ -

সবচেয়ে বড় দাতা, দো'আ কবূলকারী ও অসীম অনুগ্রহশীল, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, কঠিন শাস্তি দাতা, কঠোর আযাব প্রদানকারী ও প্রবল

(৩) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِي الْخَلْقِ

সম্রাট। (৩) আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই,

وَالْاَمْرِ - (৪) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

তিনি একক, সৃষ্টি ও আদেশ দানে তাঁহার কোন শরীক নাই। (৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দেই যে, সাইয়্যেদিনা হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (দঃ) তাঁহার

وَرَسُوْلُهٗ الْمَبْعُوْثُ اِلَى الْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ - اَلْمَنْعُوْتُ بِشَرْحِ

বান্দা ও লাল কাল নির্বিশেষে সারা মানব জাতির প্রতি প্রেরিত রাসূল।

الصَّدْرِ وَرَفِيعِ الذِّكْرِ - (٥) وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهٖ

তিনি প্রসারিত বক্ষ ও সর্বোচ্চ প্রশংসায় ভূষিত। (৫) আল্লাহ্‌র করুণা

وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هُمْ خُلَاصَةُ الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ - وَخَيْرُ الْخَلَائِقِ

বর্ষিত হউক তাঁহার উপর, তাঁহার পরিজন এবং তাঁহার সেই ছাহাবীদের উপর যাঁহারা খাঁটি আরবদের মধ্যে বিশিষ্ট এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নবীদের

بَعْدَ الْاَنْبِيَاءِ - (٦) اَمَّا بَعْدُ فَيَا اَيُّهَا النَّاسُ وَحِّدُوا اللهَ

পরেই যাঁহারা শ্রেষ্ঠ। (৬) অতঃপর, হে মানব মণ্ডলী! আল্লাহ্‌কে এক বলিয়া

فَاِنَّ التَّوْحِيْدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ - (٧) وَاتَّقُوا اللهَ فَاِنَّ

জানিবে, কেননা একত্বে বিশ্বাস করাই হইতেছে সকল এবাদতের মূল।

التَّقْوٰى مِلَاكُ الْحَسَنَاتِ - (٨) وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنَّ السُّنَّةَ

(৭) আল্লাহ্‌কে ভয় কর, কেননা খোদাভীতি হইতেছে সমস্ত নেকীর উৎস।

تَهْدِىْ اِلَى الْاِطَاعَةِ - (٩) وَمَنْ اَطَاعَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ

(৮) তোমরা সুন্নতের পাবন্দী করিবে, কেননা সুন্নৎই আনুগত্যের পথ প্রদর্শক। (৯) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য বা ফরমাঁবরদারী করে, সে

رَشَدَ وَاهْتَدٰى - (١٠) وَاِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةَ فَاِنَّ الْبِدْعَةَ

সত্য সরল পথের সন্ধান পায় ও সঠিক পথে চলে। (১০) সাবধান, বেদ্‌আত

تَهْدِىْ اِلَى الْمَعْصِيَةِ - وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ

হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, কেননা বেদ্‌আত নাফরমানীর পথে লইয়া যায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করে, সে নিশ্চয়ই গোমরাহ্ ও

وَغَوٰى - (١١) وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِىْ وَالْكِذْبَ

বিপথগামী। (১১) তোমরা অবশ্যই সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিবে, কেননা

يُهْلِكُ - وَعَلَيْكُمْ بِالْإِحْسَانِ - فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

সত্য নাজাত দাতা এবং মিথ্যা ধ্বংসকারী। তোমরা অবশ্যই নেকী করিবে, কেননা

(১২) وَلَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ فَإِنَّهٗ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۝

আল্লাহ্ পাক নেক্কারদেরে ভালবাসেন। (১২) আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ

وَلَا تُحِبُّوا الدُّنْيَا فَتَكُوْنُوْا مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ۝ (১৩) أَلَا وَإِنَّ

হইও না, কেননা, তিনি সকল দয়ালুর চাইতে অধিকতর দয়াশীল। দুনিয়ার মোহে পড়িও না, নতুবা সর্বনাশে পতিত হইবে। (১৩) স্মরণ রাখিবে,

نَفْسًا لَّنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَجْمِلُوْا

রিয্ক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাহারও মৃত্যু ঘটে না। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয়

فِى الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوْا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ -

কর ও সৎভাবে রিয্ক অন্বেষণ কর এবং আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল কর।

(১৪) وَادْعُوْهُ فَإِنَّ رَبَّكُمْ مُجِيْبُ الدَّاعِيْنَ - وَاسْتَغْفِرُوْهُ

কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাওয়াক্কুলকারীদেরে ভালবাসেন। (১৪) আল্লাহ্র কাছে দো'আ চাও। কেননা, তোমাদের পরওয়ারদেগার প্রার্থনাকারীদের দো'আ

يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ - (১৫) أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

কবুল করেন এবং তাঁহার কাছে মাগফিরাত চাও, আল্লাহ্ তোমাদেরে ধনবল ও জনবল দ্বারা সাহায্য করিবেন। (১৫) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র

الرَّجِيْمِ ۝ (১৬) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ

কাছে আশ্রয় চাহিতেছি। (১৬) তোমাদের পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন: আমার কাছে দো'আ কর, আমি তোমাদের দো'আ কবুল করিব। নিঃসন্দেহ,

الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

যাহারা আমার এবাদৎ হইতে গর্বভরে বিরত থাকে, তাহারা অতি শীঘ্রই লজ্জিত হইয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ - وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ

জাহান্নামে ঢুকিবে। আল্লাহ্ তাঁহার পবিত্র মহাগ্রন্থ কোরআনের মাধ্যমে আমার

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ - اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ

ও আপনাদের জন্য বরকত দান করুন এবং আয়াতসমূহ ও হেকমতপূর্ণ বাণীসমূহ হইতে আমাকে এবং আপনাদেরে উপকৃত করুন। আমি আমার, আপনাদের এবং

الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ٥

সমস্ত মুসলমানের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত কামনা করি। আপনারাও তাঁহার কাছে মাগফিরাত কামনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

খোৎবা—৫৮

জুমুআর ছানী খোৎবা

(হযরত মওলানা শাহ্ ইসমাঈল শহীদ [রঃ] সংকলিত)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি, তাঁহার কাছে সাহায্য কামনা ও ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাঁহার উপর ঈমান

وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ

(বিশ্বাস) রাখি এবং তাঁহারই উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করি এবং আমরা সমস্ত মন্দ কাজ হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাই। আল্লাহ্ যাহাকে

اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ -

হেদায়েৎ করেন, কেহই তাহাকে গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ যাহাকে গোমরাহ্ করেন, তাহাকে কেহই হেদায়েৎ করিতে পারিবে না।

وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ

আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদেনা

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

হযরত মুহম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলার করুণা,

وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ۔ (২) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اَصْدَقَ

বরকত ও শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহার উপর এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও

الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَوْثَقَ الْعُرٰى كَلِمَةُ التَّقْوٰى ۔

ছাহাবীদের উপর। (২) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কিতাবই হইতেছে সর্বাধিক সত্য

(৩) وَخَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ اِبْرَاهِيْمَ ؑ وَخَيْرَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ

বাণী এবং তাক্ওয়ার উপকরণ সমধিক মযবূত 'কড়া'। (৩) সর্বাপেক্ষা উত্তম

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ۔ (৪) وَاَشْرَفَ الْحَدِيْثِ

মিল্লাত হইল ইব্রাহীমী মিল্লাত এবং সুন্নতে মুহম্মদী সর্বাপেক্ষা উত্তম সুন্নত।

ذِكْرُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْقَصَصِ هٰذَا الْقُرْاٰنُ وَخَيْرَ الْاُمُوْرِ عَوَازِمُهَا

(৪) সর্বাপেক্ষা উত্তম বাণী আল্লাহ্র যিক্র এবং সর্বোত্তম নছীহত এই ক্বোরআন।

وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا ۔ (৫) وَاَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ

দৃঢ়তার সহিত শরীঅতের উপর চলা সর্বোত্তম কাজ, আর ধর্মে নূতন আবিষ্কারসমূহ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজ। (৫) শহীদের মৃত্যু সর্বাপেক্ষা উত্তম মৃত্যু, হেদায়তের

وَاَعْمَى الْعَمٰى الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدٰى ۔ (৬) وَخَيْرَ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ

পর গোমরাহীতে পতিত হওয়া সর্বাপেক্ষা বড় অন্ধতা। (৬) উহাই সর্বাপেক্ষা

وَخَيْرُ الْهُدَى مَا اتُّبِعَ - (٧) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَأْتِي بِالصَّلوٰةِ

উত্তম এলেম যাহা দ্বারা উপকার সাধিত হয় এবং উহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম আদর্শ যাহা অনুকরণযোগ্য। (৭) এবং লোকের মধ্যে এমন(নিকৃষ্ট)লোকও আছে।

اِلَّا دُبُرًا - وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ اِلَّا هُجْرًا - (٨) وَاَعْظَمُ

যাহারা নামাযের শুধু শেষাংশে থাকে এবং অনেকে খোদাকে শুধু অশ্লীল

الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوْبُ - وَخَيْرُ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ وَخَيْرُ

বাক্যে উচ্চারণ করে। (৮) মিথ্যা কথা বলাই সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ্‌ এবং

الزَّادِ التَّقْوٰى - وَخَيْرُ مَا وُقِرَ فِي الْقُلُوْبِ الْيَقِيْنُ -

আত্মার প্রাচুর্যই হইতেছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রাচুর্য। সর্বাপেক্ষা উত্তম পাথেয় হইতেছে তাক্‌ওয়া এবং অন্তরে যতকিছু সঞ্চিত হয় তন্মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসই

(٩) وَالْاِرْتِيَابُ مِنَ الْكُفْرِ - وَالنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ

সর্বোত্তম। (৯) সন্দেহ কুফ্‌র হইতে উৎপত্তি, শোকগাথা জাহেলিয়ত যুগের

وَالْغُلُوْلُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ - وَالْكَنْزُ كَيٌّ مِّنَ النَّارِ -

কার্য বিশেষ। নাজায়েযভাবে উপার্জিত মাল জাহান্নামের সম্পদ এবং সঞ্চিত

(١٠) وَالشِّعْرُ مِنْ مَزَامِيْرِ اِبْلِيْسَ - وَالْخَمْرُ جُمَّاعُ الْاِثْمِ -

ধন হইবে আগুনের দাগ। (১০) কবিতা বা গান ইবলীসের বাদ্য-যন্ত্র, শরাব

وَالنِّسَاءُ حِبَالَةُ الشَّيْطَانِ - (١١) وَالشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْجُنُوْنِ -

সমস্ত পাপের উৎস, নারী শয়তানের রজ্জু।(১১)এবং যৌবন উন্মাদনার অংশ

وَشَرُّ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبٰوا - وَشَرُّ الْمَاكِلِ مَالُ الْيَتِيْمِ -

বিশেষ, সুদের উপার্জন নিকৃষ্টতম উপার্জন এবং এতীমের মাল নিকৃষ্টতম আহার্য।

(১২) وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُّعِظَ بِغَيْرِهٖ - وَالشَّقِىُّ مَنْ شَقِىَ فِىْ بَطْنِ

(১২) নেক্‌বখত সেই ব্যক্তি যে অপরের অবস্থা হইতে উপদেশ গ্রহণ করে

أُمِّهٖ - (১৩) وَاِنَّمَا يَصِيْرُ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَوْضِعِ اَرْبَعَةِ اَذْرُعٍ -

এবং দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে, মাতৃগর্ভ হইতেই দুর্ভাগা। (১৩) তোমাদের

وَمِلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهٗ - وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ - وَّقِتَالُهٗ كُفْرٌ -

প্রত্যেকেরই গন্তব্যস্থল চার হাত জায়গার দিকে। শেষ আমলই হইল সকল আমলের মূলধন, (ভাল-মন্দের উপর) মু'মিনকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং

وَاَكْلُ لَحْمِهٖ مِنْ مَّعْصِيَةِ اللّٰهِ - وَحُرْمَةُ مَالِهٖ كَحُرْمَةِ دَمِهٖ -

তাহার সহিত লড়াই করা কুফরী। মু'মিনদের গোশ্‌ত ভক্ষণ (গীবত) আল্লাহ্‌র নাফরমানী এবং মু'মিনের মালের মর্যাদা তাহার প্রাণের মর্যাদা-তুল্য হারাম।

(১৪) وَمَنْ يَّتَاَلَّ عَلَى اللّٰهِ يُكَذِّبْهُ - وَشَرُّ الرَّوَايَا رَوَايَا

(১৪) যে খোদার নামে (অত্যধিক) কসম খায়, সে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা

الْكَذِبِ - (১৫) وَمَنْ يَّكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللّٰهُ - وَمَنْ يَّصْبِرْ

আরোপ করে। মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীই সর্বাধিক নিকৃষ্ট বর্ণনাকারী। (১৫) যে ক্রোধকে হযম করিয়া লয়, আল্লাহ্ তাহাকে ইহার প্রতিদান

عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضْهُ اللّٰهُ - وَمَنْ يَّسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَغْفِرْ لَهٗ - وَمَنْ

দিবেন। বিপদে যে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাহাকে তাহার প্রতিদান দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত কামনা করে, আল্লাহ্ তাহাকে

يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ - (১৬) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

মা'ফ করেন, যে গোনাহ্-মোচন চায়' আল্লাহ্ তাহার গোনাহ্ মোচন করেন।

وَسَلَّمَ اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْبَكْرٍ - وَّاَشَدُّهُمْ فِىْ اَمْرِ

(১৬) নবী (দঃ) বলিয়াছেন: আমার উম্মতের মধ্যে আবু বকরই সর্বাধিক দয়ার্দ্র এবং আল্লাহ্র (দ্বীনের) ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মযবূত

اللّٰهِ عُمَرُ - وَاَحْيَاهُمْ عُثْمَانُ - وَاَقْضَهُمْ عَلِىٌّ - (১৭) وَّسَيِّدَا

উমর। উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক লজ্জাশীল উছমান এবং সর্বোত্তম বিচারক আলী।

شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ

(১৭) হাসান ও হোসায়ন জান্নাতবাসী যুবকদের নেতৃদ্বয় এবং জান্নাৎবাসীনী

الْجَنَّةِ فَاطِمَةُ - (১৮) وَسَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ

নারীদের সর্দার ফাতেমা। (১৮) হামযা সমস্ত শহীদদের সর্দার। হে

لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً لَّاتُغَادِرُ ذَنْبًا -

পরওয়ারদেগার। আব্বাস এবং তাঁহার পুত্রের সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দিন। কোন গোনাহ্ই যেন ক্ষমা হইতে বাদ না পড়ে।

(১৯) اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ مِنْ بَعْدِىْ غَرَضًا

(১৯) আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্কে ভয় কর। আমার

مَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ -

পরে তাঁহাদেরে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল বানাইও না। যে তাঁহাদেরে ভালবাসিবে সে আমার মহব্বতেই তাহা করিবে এবং যে তাঁহাদের সহিত শত্রুতা রাখিবে সে

(২০) وَخَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ

আমার সহিত শত্রুতার দরুনই এমন করিবে। (২০) সর্বোত্তম যুগ হইতেছে

يَلُوْنَهُمْ وَالسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمَهُ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ - وَمَنْ

আমার যুগ, তারপর অব্যবহিত পরের যুগ, তৎপর যাহারা সে যুগের পরের যুগে অবস্থান করিবে। (ইসলামী) রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক আল্লাহ্র ছায়াস্বরূপ;

اَهَانَهُ اَهَانَهُ اللّٰهُ - (২১) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ

যে ব্যক্তি তাহার সম্মান করিবে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে মর্যাদা দান করিবেন। যে তাহাকে অপদস্থ করিবে আল্লাহ্ তাহাকে অপদস্থ করিবেন। (২১) হে

سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ - (২২) وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

পরওয়ারদেগার! আমাদেরে ও আমাদের পূর্ববর্তী ভাইদেরে যাহারা ঈমানের সহিত দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়াছেন, সকলকে ক্ষমা করুন এবং (২২) মু'মিনদের প্রতি

رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - (২৩) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

আমাদের দিলে কিনা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবেন না। হে পরওয়ারদেগার! নিঃসন্দেহে

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ

আপনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। (২৩) হে পরওয়ারদেগার! জীবিত ও মৃত

(২৪) اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

সমস্ত মু'মিন মুসলমান নরনারীকে ক্ষমা করুন। (২৪) হে পরওয়ারদেগার! যে বা যাহারা মুহম্মদ (দঃ)-এর দ্বীনের সাহায্য করে, তাহাদেরে আপনিও

وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (২৫) عِبَادَ

সাহায্য করুন এবং যাহারা তাঁহার দ্বীনকে অপদস্থ করিতে প্রয়াস পায়,

اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ - اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

তাহাদেরে আপনি অপদস্থ করুন। (২৫) হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আল্লাহ্র রহমত আপনাদের উপর বর্ষিত হউক। নিশ্চয়, আল্লাহ্ ন্যায়-নীতি, সততা, পরোপকার

وَاِيْتَاۤءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ط

এবং ঘনিষ্টদের মধ্যে দান-খয়রাত বিতরণের আদেশ করেন এবং অশ্লীল নির্লজ্জতাজনক নিষিদ্ধ কার্যকলাপ ও সীমালংঘন হইতে বিরত থাকিতে হুকুম

(২৬) يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ـ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ

করেন। (২৬) তিনি তোমাদিগকে নছীহত করেন, যেন তোমরা উপদেশে উপকৃত হও। তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, তিনি তোমাদেরে স্মরণ,(কৃপা) করিবেন

وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَوْلٰى

এবং তোমরা তাঁহার কাছে দোঁআ চাও, তিনি ক্ববূল করিবেন। নিঃসন্দেহ,

وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَهَمُّ وَاَتَمُّ وَاَعْظَمُ وَاَكْبَرُ ٥

আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌রই সর্বোচ্চ, সর্বোত্তম'শ্রেষ্ঠ সম্মানী, সমধিক মর্যাদাবান, সর্বাধিক কামেল, সমধিক গুরুত্ব পূর্ণ এবং সর্বাধিক মহান।

জুমুআর পয়লা খোৎবা—৫৯

(শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহ্‌মদ মদনী [রঃ] সংকলিত)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِخَيْرِ الْاَدْيَانِ وَمَا كُنَّا

(১) সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদেরে সর্বোত্তম দ্বীনের

لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ - (২) وَاَكْمَلَ لَنَا دِيْنَنَا وَاَتَمَّ

দিকে হেদায়ত করিয়াছেন। আল্লাহ্ হেদায়ত না করিলে আমাদের হেদায়ত পাওয়ার কোনই শক্তি নাই। (২) এবং যিনি আমাদের জন্য আমাদের

عَلَيْنَا نِعْمَتَهٗ وَرَضِىَ لَنَا الْاِسْلَامَ دِيْنًا - (৩) فَلَا نَعْبُدُ

দ্বীনকে কামেল (পূর্ণ) করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নেয়ামত আমাদেরে পূর্ণভাবে দান করিয়াছেন এবং ইসলামকে আমাদের দ্বীনরূপে মনোনীত করিয়াছেন।

وَلَا نَسْتَعِيْنُ اِلَّآ اِيَّاهُ - (৪) اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ

(৩) আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো এবাদত (দাসত্ব) করি না এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো কাছে সাহায্য কামনা করি না। (৪) তিনি

فَاَصْبَحُوْا بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا - (৫) وَحَثَّهُمْ عَلٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا كَاَعْضَاءِ

মু'মিনদের দিলে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহারই করুণায় তাহারা (মোমেনরা) পরস্পর ভাই ভাই হইয়াছে। (৫) মু'মেনদিগকে

جَسَدٍ وَّاحِدٍ اَنْصَارًا وَّاَخْدَانًا - (৬) نَهَاهُمْ عَنْ مُّوَالَاةِ

একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত পরস্পর সাহায্যকারী ও বন্ধু হওয়ার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। (৬) তিনি তাহাদিগকে (অর্থাৎ মুমেনদিগকে)

اَعْدَائِهٖ اَعْدَاءِ الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ - (৭) وَاَوْعَدَهُمْ

তাঁহার এবং তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম ইসলাম ও মুসলমান জাতির শত্রুদের সহিত

بِمَسِّ النَّارِ وَالْخُذْلَانِ عَلَى الرُّكُوْنِ اِلَى الظَّالِمِيْنَ -

বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (৭) এবং যালেমদের দিকে ঝুঁকিয়া

(৮) وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى شَمْسِ الْهِدَايَةِ وَالْيَقِيْنِ الْمُمَيِّزِبَيْنَ

পড়িলে পরিণামে দোযখ ভোগ এবং লাঞ্ছনার ধম্‌কি দিয়াছেন। (৮) রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক ঈমান ও হেদায়তের সূর্যমণি, পাক না-পাকের প্রভেদকারী,

الطَّيِّبِ وَالْخَبِيْثِ الْمُهِيْنِ - (৯) اَلْمَامُوْرِ بِالْغِلْظَةِ وَالْجِهَادِ عَلَى

(৯) কুফ্‌ফার ও মুনাফিকদের সহিত কঠোরতা অবলম্বন, জেহাদ পরিচালনা

الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاَعْدَادِ الْمُسْتَطَاعِ مِنَ الْقُوَّةِ الْمُرْهِبَةِ

এবং আল্লাহ্‌র লাঞ্ছিত দুশমনদের অন্তরে ভীতি-কম্পন সৃষ্টিকারী অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধ

قُلُوْبَ اَعْدَاءِ اللّٰهِ الْمَخْذُوْلِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ

সরঞ্জামাদি সাধ্যানুসারে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য আদিষ্ট সাইয়্যেদেনা হযরত

الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ مُنْقِذًا لِّلْخَلَائِقِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ

মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি যিনি সারা-জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত ও

ذِى الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ - (১০) وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الْاَشِدَّاءِ عَلَى

মখলুকাৎকে প্রবল পরাক্রম, পরম শক্তিমান আল্লাহ্‌র গযব হইতে নিস্তার দাতা।

الْكُفَّارِ الرُّحَمَاءِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَتْبَاعِهِمْ وَتَابِعِيْهِمْ

(১০) এবং কাফেরদের উপর বজ্রকঠোর ও মুমেনদের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন ও

اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ الْحُمَاةِ بَيْضَةَ الْاِسْلَامِ وَالدِّيْنِ الْمُبِيْنِ -

নম্রতা অবলম্বনকারী তাঁহার পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণ এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের অনুসরণকারীদের উপর, দ্বীনে মুবীন তথা ইসলামের সাহায্যকারী মুমেনদের

(১১) أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَامَ هٰذَا النَّعَاسُ

উপর। (১১) (অতঃপর শুন ঃ) হে মানবজাতি ! আর কতদিন তোমরা সীমাহীন

الْفَظِيعُ وَلَمْ يَزَلِ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ يُنَبِّهُكُمْ - (১২) وَإِلَامَ

তন্দ্রায় পড়িয়া থাকিবে ? অথচ মহাগ্রন্থ ক্বোরআনে পাক সর্বদা তোমাদেরে

هٰذَا النَّوْمُ الشَّنِيعُ وَلَمْ يَبْرَحِ الدَّهْرُ الْيَقْظَانُ

সতর্ক করিতেছে ! (১২) আর কতদিন তোমাদের এই দুর্ভাগ্যজনক গাঢ় নিদ্রার ভান চলিবে ? অথচ জাগ্রত জমানা বার বার তোমাদের জাগাইয়া

يُوقِظُكُمْ - (১৩) أَمَا بَانَ لَكُمْ أَنَّ الْأُمَمَ قَدْ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمْ

দিতেছে ! (১৩) সে কথা কি তোমাদের সম্মুখে পরিষ্কার হইয়া উঠে নাই যে,

تَدَاعِيَ الْأَكَلَةِ عَلَى الْقَصْعَةِ - (১৪) وَاجْتَمَعَتْ عَلٰى أَنْ تَبْلَغَ

অন্যান্য জাতিগুলি খাবারপূর্ণ থালার চতুষ্পার্শ্বে খাদ্য-লোভাতুরদের ন্যায় তোমাদের চতুষ্পার্শ্বে জমাআত হইয়া রহিয়াছে। (১৪) তাহারা ইসলাম,

الْمُسْلِمِينَ وَبِلَادَهُمْ فَتَمْضَغَهَا مُضْغَةً - (১৫) حَتَّامَ

মুসলিম জাতি এবং মুসলিম রাষ্ট্র ও জনপদগুলিকে গ্রাস করিবার জন্য সমবেত ও

تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ - (১৬) وَحَتَّامَ

একতাবদ্ধ হইয়াছে। (১৫) আর কতদিন তোমরা মানুষকে ভয় করিতে থাকিবে ? অথচ আল্লাহ্কেই সবচেয়ে বেশী ভয় করা উচিত। (১৬) আর

تَتَوَلَّوْنَ الْأَعْدَاءَ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ تَتَوَلَّوْهُ - (১৭) أَفَطَالَ

কতদিন তোমরা দুশ্‌মনদের সহিত বন্ধুত্ব সম্পর্ক রাখিয়া চলিবে ? অথচ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের সহিতই তোমাদের বন্ধুত্ব রাখা চাই। (১৭) পূর্ববর্তীদের

عَلَيْكُمُ الْاَمَدُ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ فَقَسَتْ قُلُوْبُكُمْ - (১৮) اَمْ زَالَ

মত তোমাদের নিকটও শেষদিন (ক্বিয়ামত) কি অনেক দূর বলিয়া মনে হইতেছে ? আর এই জন্যই কি তোমাদের দিল শক্ত হইয়া গিয়াছে ? (১৮) অথবা আল্লাহ্‌র

عَنْكُمُ الْخُشُوْعُ لِذِكْرِ اللّٰهِ فَتَحَجَّرَتْ اَفْكَارُكُمْ وَعُقُوْلُكُمْ -

যিক্‌রে তোমাদের দিলে নম্রতা (খুশু) সৃষ্টি হওয়ার শক্তি কি লোপ পাইয়াছে ? এই জন্যই কি তোমাদের চিন্তা ও বোধশক্তি পাথরের মত কঠিন হইয়া

(১৯) اَلَا تَرَوْنَ اَنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ عَنْ

গিয়াছে ? (১৯) তোমরা কি দেখিতে পাও না যে, আল্লাহ্‌র ভয়ে অনেক

مَخَافَةِ اللّٰهِ - (২০) وَاَنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ

পাথরই ফুটিয়া জল-প্রবাহের সৃষ্টি হয় ; (২০) অনেক পাথর আল্লাহ্‌র ভয়ে ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায় এবং উহাদের ভিতর হইতে পানি বাহির

اَوْ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ - (২১) اَفَحَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا اَنْ

হইতে থাকে, আর অনেক পাথর তাঁহার ভয়ে স্থানচ্যুত হইয়া গড়াইয়া পড়ে। (২১) তোমরা কি মনে কর, মুখে "আমরা ঈমান আনিয়াছি" বলিয়া

تَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَاَنْتُمْ لَا تُفْتَنُوْنَ - (২২) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا

লইলেই তোমাদেরে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে,আর তোমাদের (সত্যতার) পরীক্ষা নেওয়া হইবে না ? (২২) অথবা তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা এমনিই

الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَتُبْتَلُوْا بِمِثْلِ

বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইবে, আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত তোমাদের উপর কঠিন মুহূর্ত আসিবে না এবং তাহাদের ন্যায় তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া

مَا كَانُوْا يُبْتَلُوْنَ - (২৩) فَوَاللّٰهِ لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

হইবে না ? (২৩) কসম খোদার, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে (তাহাদের বাহ্যিক কাজের মাধ্যমে) জানিয়া লইবেন, যাহারা তাহাদের ঈমানের দাবীতে

وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ - (٢٤) وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا

সত্য এবং অনুরূপ ভাবে মিথ্যাবাদীদেরেও জানিয়া লইবেন। (২৪) তোমাদের

مِنْكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الصَّابِرِيْنَ - (٢٥) فَقَدْ وَرَدَ فِى الْخَبَرِ عَنِ

মধ্য হইতে যাহারা (আল্লাহ্‌র পথে) জেহাদ করিয়াছে, তাহাদিগকে জানিয়া লইবেন

النَّبِيِّ الصَّادِقِ الْاَبَرِّ صَاحِبِ الْقَبْرِ الْاَعْظَمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

এবং ধৈর্যশীলদেরেও চিনিয়া লইবেন। (২৫) মহাসম্মানী, কবরে বসবাসকারী,

وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ - (٢٦) سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ

সত্যনবী হুযুরে আকরাম (দঃ) হইতে বর্ণিত আছে— (২৬) আমার পরবর্তীকালে

فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَاَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ - (٢٧) فَلَيْسَ

এমন সব শাসকের সৃষ্টি হইবে যে, যে ব্যক্তি তাহাদের কাছে যাইবে, তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে এবং তাহাদের অত্যাচারমূলক কাজে

مِنِّىْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَىَّ الْحَوْضَ - (٢٨) وَمَنْ

তাহাদের সহায়তা করিবে, (২৭) তাহারা আমার দলবর্তী নয়, আমিও তাহাদের দলবর্তী নই, এমন ব্যক্তি আমার নিকট হাওযে কাওছরে যাইতে পারিবে না।

لَّمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ اَوْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ

(২৮) আর যাহারা তাহাদের কাছে যাইবে না কিংবা যাইবে, কিন্তু তাহাদের মিথ্যাকে

عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَىَّ الْحَوْضَ -

সত্য প্রতিপন্ন করিবে না এবং যুলমে তাহাদের সাহায্যকারী হইবে না, তাহারা আমার দলবর্তী, আমিও তাহাদের দলবর্তী এবং এমন ব্যক্তি আমার কাছে

(٢٩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا

হাওযে কাওছরে যাইবে। (২৯) এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন: তোমরা পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ, রেষারেষি ও নিন্দাবাদ

وَلَا تَدَابَرُوْا - وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا - (٣٠) وَقَالَ اللّٰهُ

করিও না এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই হইয়া যাও। (৩০) আল্লাহ্‌তা'আলা

تَعَالٰى فِىْ كِتَابِهِ الْعَظِيْمِ - بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا

তাঁহার মহান কিতাবে এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ ঐ সমস্ত মোনাফেকদেরে, যাহারা

اَلِيْمَا نِالَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

মোমেনদের পরিবর্তে কাফেরদেরে বন্ধুরূপে বরণ করে, কঠোর শাস্তির সুসংবাদ

(٣١) اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا - (٣٢) بَارَكَ

জানাইয়া দিন। (৩১) তাহারা কি ঐ সমস্ত কাফের খোদাদ্রোহীদের নিকট সম্মান-সম্ভ্রম কামনা করে? নিশ্চয়ই সমস্ত সম্মান-সম্ভ্রম আল্লাহ্‌ তা'আলারই

اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ

জন্য। (৩২) আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার জন্য ও আপনাদের জন্য কোরআনে আযীমের মাধ্যমে বরকত দান করুন এবং আয়াতসমূহ ও হেকমতপূর্ণ বাণীসমূহের

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥

আলোচনা হইতে আমাকে ও আপনাদেরে উপকৃত করুন।

খোৎবা—৬০

জুমুআর ছানী খোৎবা

(শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহ্‌মদ মদনী [রঃ] সংকলিত)

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি, তাঁহার কাছে সাহায্য কামনা ও ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাঁহার উপর ঈমান (বিশ্বাস)

وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - (২) وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ

রাখি এবং তাঁহারই উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করি। (২) আর আমরা সমস্ত

سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا - (৩) مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ

প্রবৃত্তিগত এবং সমস্ত মন্দকাজ হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাই। (৩) আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়ত করেন, কেহই তাহাকে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।

فَلَا هَادِيَ لَهٗ - (৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ

আর আল্লাহ্ যাহাকে গোমরাহ্ করেন তাহাকে কেহই হেদায়ত করিতে পারিবে না। (৪) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন

لَهٗ - (৫) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

মা'বুদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৫) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদিনা হযরত মুহম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার প্রেরিত

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

রাসূল। আল্লাহ্ তাআলার করুণা, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহার উপর

(৬) اَمَّا بَعْدُ فَيَآ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللّٰهَ تَعَالٰى فِي السِّرِّ

এবং তাঁহার পরিবার পরিজন ও ছাহাবীদের উপর। (৬) অতঃপর—হে মানব-মণ্ডলী! গোপনেই হও বা প্রকাশ্যেই হও, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌কে ভয় কর

وَالْعَلَنِ - وَذَرُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ - (৭) وَحَافِظُوْا

এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত সর্বপ্রকারের নির্লজ্জতার কাজ হইতে বাঁচিয়া

عَلَى الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَةِ وَوَطِّنُوْٓا اَنْفُسَكُمْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ -

থাক। (৭) জুমুআ এবং জমাআতের পূর্ণ পাবন্দি কর এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের

(৮) وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ اَمَرَكُمْ بِاَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهٖ - ثُمَّ ثَنّٰى

আনুগত্য বা ফরমাঁবরদারীতে নিজেদেরে অভ্যস্ত কর। (৮) জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তোমাদেরে এমন এক কাজের আদেশ দিয়াছেন, যে কাজে প্রথমতঃ নিজের

بِمَلٰۤئِكَةِ قُدْسِهٖ - (৯) ثُمَّ ثَلَّثَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ بَرِيَّةِ جِنِّهٖ

নাম, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পবিত্র ফেরেশতাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (৯) এবং

وَاِنْسِهٖ - (১০) فَقَالَ وَلَمْ يَزَلْ قَآئِلًا كَرِيْمًا تَشْرِيْفًا لِّقَدْرِ

তৃতীয়তঃ তাঁহার সৃষ্ট জিন ও মানবজাতির মধ্যে মোমেনদেরে হুকুম করিয়াছেন।

حَبِيْبِهٖ وَتَبْجِيْلًا وَّتَعْظِيْمًا - (১১) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ

(১০) সুতরাং তিনি তাঁহার হাবিবের (বন্ধুর) মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও সম্মানার্থে

عَلَى النَّبِيِّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

বলিয়াছেন : (১১) "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁহার ফেরেশতাবর্গ তাঁহার নবীর উপর দুরূদ পড়েন। হে ঈমানদারগণ ! তোমরাও তাঁহার উপর দুরূদ ও সালাম

(১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ فِيْ قَبْرِهٖ حَيٌّ

পাঠ কর।" (১২) স্বীয় কবরে জিন্দা রাসূলে মাকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : কৃপণ সেই ব্যক্তি, যাহার সম্মুখে আমার নাম উল্লেখ হয়

اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ - (১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ

অথচ সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করে না। (১৩) আনন্দ ও গৌরবের জন্য

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَكَفٰى بِهٖ ابْتِهَاجًا وَّفَخْرًا - مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ

যাঁহার নামই যথেষ্ট সেই নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ পাক তাহার উপর

وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا - (١٤) اَللّٰهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

দশবার করুণা বর্ষণ করেন। (১৪) হে খোদা! জগতের মধ্যে আপনার

عَلٰى اَحَبِّ خَلْقِكَ اِلَيْكَ وَاَكْرَمِهِمْ لَدَيْكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

সর্বাধিক প্রিয় ও আপনার নিকট সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সত্তা, সাইয়্যেদেনা

مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَتَابِعِيْهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى عَدَدَ

হযরত মুহম্মদ মোস্তফা, তাঁহার পরিবার-পরিজন, তাঁহার ছাহাবী, তাবেঈন

ও অনুসারীবর্গের উপর ঐ প্রকার ও ঐ পরিমাণে দুরূদ, সালাম ও বরকত নাযিল

مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى - (١٥) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ صِدِّيْقِ نَبِيِّكَ

করুন, যে প্রকারে এবং যে পরিমাণে আপনি সন্তুষ্ট ও প্রীত হন। (১৫) হে

وَصَدِيْقِهٖ - وَاَنِيْسِهٖ فِى الْغَارِ وَرَفِيْقِهٖ - (١٦) مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهٖ

আমাদের প্রভু! আপনার নবীর বিশ্বাসী, অন্তরঙ্গ বন্ধু, গুহাবাস কালের সঙ্গী ও সাথীর উপর আপনি সন্তুষ্ট থাকুন। (১৬) যাঁহার সম্পর্কে বিধি

سَيِّدُ مَنْ جَاءَ مِنْكَ بِالنَّهْىِ وَالْاَمْرِ - لَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا

নিষেধসহ আগত নবীদের প্রধান (দঃ) বলিয়াছেন : যদি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত

غَيْرَ رَبِّىْ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ - (١٧) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ النَّاطِقِ

অন্য কাহাকেও আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতাম, তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করিতাম। (১৭) হে পরওয়ারদেগার! আপনি সত্য ও বিশুদ্ধ বাণী

بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ الْاَوَّاهِ

ব্যক্তকারী, হক ও বাতেলের পার্থক্য কারী, খোদাগত প্রাণ ও আল্লাহ্‌রই কাছে

الْاَوَّابِ - (١٨) مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهٖ سَيِّدُ الْجِنِّ وَالْبَشَرِ - لَوْكَانَ

অধিকতর ক্রন্দনকারী ওমর ফারূক (রাঃ)-এর উপর সন্তুষ্ট থাকুন। (১৮) জিন ও মানবজাতির শিরমণি রাসূলে মাকবুল (দঃ) যাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন :

بَعْدِىْ نَبِىٌّ لَكَانَ عُمَرُ رض - (١٩) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ كَامِلِ الْحَيَاءِ

"আমার পরে যদি কেহ নবী হইতেন, তবে ওমরই হইতেন।" (১৯) পূর্ণ

وَالْاِيْمَانِ مُحْيِى اللَّيَالِىْ قِيَامًا وَّتِلَاوَةً وَّدِرَاسَةً وَّجَمْعًا

হায়া (লজ্জাশীলতা) ও ঈমানের অধিকারী, নামায, কোরআন পাঠ ও

لِلْقُرْاٰنِ - (٢٠) مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهٖ اَكْمَلُ الْخَلَائِقِ وَسَيِّدُ

সংকলনে রাত্রি জাগরণকারী হযরত ওছমানের প্রতি আপনি সন্তুষ্ট থাকুন। (২০) যাহার সম্পর্কে সৃষ্ট জীবসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কামেল পুরুষ ও

وُلْدِ عَدْنَانَ لِكُلِّ نَبِىٍّ رَّفِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَرَفِيْقِىْ فِيْهَا عُثْمَانُ

আদনান বংশের শ্রেষ্ঠতম সন্তান (রাসূলে মাকবূল দঃ) বলিয়াছেন ঃ বেহেশ্‌তে প্রত্যেক নবীরই একজন সঙ্গী হইবেন এবং আমার সঙ্গী হইবেন ওছমান

ابْنُ عَفَّانَ رض - (٢١) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ مَّرْكَزِ الْوِلَايَةِ وَالْقَضَاءِ -

ইবনে আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। (২১) হে পরওয়ারদেগার! বেলায়েত

بَابِ مَدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَالسَّخَاءِ لَيْثِ بَنِىْ غَالِبٍ - اِمَامِ الْمَشَارِقِ

ও ন্যায় বিচারের উৎস, দান ও জ্ঞান-নগরীর প্রবেশ-দ্বার, বনি গালেব

وَالْمَغَارِبِ - (٢٢) مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهِ النَّبِىُّ الْاَوَّاهُ - مَنْ كُنْتُ

বংশের সিংহ পুরুষ, মগরিব ও মাশরিকের নেতা (হযরত আলী) এর উপর সন্তুষ্ট হউন। (২২) যাঁহার সম্পর্কে খোদার এশ্‌কে রোদনকারী নবী (দঃ) বলিয়াছেন ঃ

مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَّوْلَاهُ - (٢٣) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ السَّيِّدَيْنِ

আমি যাহার মাওলা (বা বন্ধু) আলীও তাহার মাওলা। (২৩) হে প্রভু!

الشَّهِيدَيْنِ الْقَمَرَيْنِ الْمُنِيرَيْنِ - رَيْحَانَتَىْ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ -
উজ্জ্বল চন্দ্র, সূর্য, শ্রেষ্ঠ শহীদদ্বয়, সাইয়্যেদুল কাওনায়নের (পৌত্র) সুবাসিত
(২৪) مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهِمَا مُنِيْرُ فِضَاءِ الدَّارَيْنِ سَيِّدَا شَبَابِ
পুষ্প (হযরত হাসান ও হোসায়েন)-এর উপর রাযী থাকুন। (২৪) যাঁহাদের সম্পর্কে ইহকাল ও পরকালের আকাশ উজ্জ্বলকারী রাসূলে মাকবূল (দঃ)
أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - (২৫) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ
বলিয়াছেন : হাসান ও হোসায়েন বেহেশ্‌তী যুবকদের সর্দার। (২৫) হে প্রভু !
أُمِّهِمَا الْبَتُوْلِ الزَّهْرَاءِ بَضْعَةِ جَسَدِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ
তাঁহাদের পুণ্যময়ী জননী, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহের
وَالسَّلَامُ الْعَزِيْزَةِ الْغَرَّاءِ - (২৬) مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهَا مُنْقِذُ
টুক্‌রা প্রিয়তমা (ফাতেমা) যাহ্‌রা বতূলের উপর আপনি রাযী থাকুন।
الْخَلَائِقِ عَنِ النَّارِ الْحَاطِمَةِ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطِمَةُ رض
(২৬) যাঁহার সম্পর্কে উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে লোকদিগকে পরিত্রাণকারী (রাসূলে
(২৭) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ عَمَّىْ نَبِيِّكَ الْمَخْصُوْصِيْنَ بِالْكَمَالَاتِ بَيْنَ
মাকবূল দঃ) বলিয়াছেন : "ফাতেমা হইবে বেহেশতী নারীদের সর্দার।"
النَّاسِ أَبِىْ عُمَارَةَ الْحَمْزَةِ وَأَبِى الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ رض -
(২৭) হে প্রভু ! আপনি আপনার নবীর বিশিষ্ট চাচাদ্বয় আবু উমারা হামযা ও
(২৮) وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ
আবুল ফযল আব্বাসের উপর সন্তুষ্ট হউন। (২৮) হে প্রভু ! বেহেশ্‌তের সু-সংবাদ

بِالْجَنَّةِ الْكِرَامِ - (٢٩) وَعَنْ سَائِرِ الْبَدْرِيِّيْنَ وَاَصْحَابِ بَيْعَةِ

প্রাপ্ত দশ জনের মধ্যে বাকী ছয় জনের উপর খুশী থাকুন। (২৯) এবং বদর

الرِّضْوَانِ اللُّيُوْثِ الْعِظَامِ - وَعَنْ سَائِرِ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ

যুদ্ধ ও বয়আতুর রেযওয়ানে শামিল অন্যান্য সিংহ পুরুষ, সকল আনছার ও

مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَاَتْبَاعِهِمْ وَتَابِعِيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى

মোহাজির ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের

يَوْمِ الْقِيَامِ - (٣٠) اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِاَحَدٍ مِّنْهُمْ فِىْ عُنُقِنَا

সমস্ত অনুসারীদের উপরও সন্তুষ্ট থাকুন। (৩০) হে প্রভু! আমাদিগকে

ظَلَامَةً - وَنَجِّنَا بِحُبِّهِمْ عَنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (٣١) وَاجْعَلْهُمْ

তাঁহাদের মধ্যে কাহারো প্রতি অনাচারের দায়ী করিবেন না এবং তাঁহাদের সম্পর্কে ভালবাসা পোষণ করার খাতিরে ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা হইতে আমাদেরে

شُفَعَاءَ لَنَا وَمُشَفَّعِيْنَ بَيْنَ يَدَيْكَ يَوْمَ الْمَحْشَرِ - (٣٢) اَللّٰهُمَّ

মুক্তি দিন। (৩১) এবং হাশরের দিনে আপনার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশকারী করিয়া দিন এবং যেন তাঁহাদের সুপারিশ গৃহীত হয়।

يَا مَنْ اَمْرُهٗ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّوْنِ وَمَنْ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا

(৩২) হে মহা শক্তিমান সত্তা! যাঁহার সম্পূর্ণ ব্যাপার ‘কাফ’ ও ‘নূন’ (বাংলায় ‘হ’ এবং ‘ও’)-এর মধ্যে নিহিত এবং যিনি কোনকিছুর ইচ্ছা করিলেই

قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ - (٣٣) نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ

“হও” (كُنْ) বলেন, আর সাথে সাথেই তাহা হইয়া যায়। (৩৩) হে প্রভু!

الْاَمِيْنِ الْمَامُوْنِ - اَنْ تَنْصُرَ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَتُنْجِزَ وَعْدَ

আপানার আমীন ও মামুন নবী (হযরত মুহম্মদ দঃ)-এর ইজ্জতের ওছিলায় বলিতেছি, ইসলাম ও মুসলমানদেরে সাহায্য করুন এবং "মুমিনদের সাহায্য

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ - (৩৪) وَوَفِّقْ وُلَاةَ الْاِسْلَامِ

করা আমার কর্তব্য" বলিয়া যে ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ করুন। (৩৪) এবং

وَسَلَاطِيْنَهُمْ لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ - وَاَعْصِمْهُمْ عَنِ الضَّلَالِ وَالْغَيِّ

মুসলিম শাসকবৃন্দ ও সম্রাটদেরে আপনার পছন্দনীয় পথে চলার তওফীক

وَالْمَيْلِ اِلَى الشَّيْطَانِ وَمَا يَهْوَاهُ - (৩৫) اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ

দিন; তাঁহাদেরে কুপথ, ভ্রান্তি এবং শয়তানের পছন্দসই কার্যকলাপের ঝোঁক হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। (৩৫) হে খোদা! ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য-

الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ - وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْاِسْلَامَ

কারীদেরে সাহায্য করুন এবং আমাদেরেও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং ইসলাম

وَالْمُسْلِمِيْنَ - وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ - (৩৬) وَاغْفِرِ اللّٰهُمَّ لِجَمِيْعِ

ও মুসলমানদের বিড়ম্বনাকারীদেরে লাঞ্ছিত করুন এবং আমাদেরে তাহাদের

الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ

অন্তর্ভুক্ত করিবেন না। (৩৬) হে খোদা! সমস্ত জীবিত ও মৃত মোমেন

وَالْاَمْوَاتِ - (৩৭) اِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ لِّلدَّعَوَاتِ

মুসলিম নরনারীকে ক্ষমা করিয়া দিন। (৩৭) হে বিশ্ব-প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি

يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ - (৩৮) رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا

অধিক শ্রোতা, নিকটবর্তী ও প্রার্থনা গ্রহণকারী। (৩৮) প্রভু হে! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছি, আপনি যদি মাফ না করেন এবং আমাদের প্রতি

وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ - (৩৯) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا

অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরাও চরম ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িব।

بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ

(৩৯) প্রভু হে! হেদায়ত করার পর আমাদের অন্তরকে বাঁকা ও বিপথগামী করিবেন না এবং আপনার তরফ হইতে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

الْوَهَّابُ - (৪০) وَاعْفُ عَنَّا قف وَاغْفِرْ لَنَا قف وَارْحَمْنَا قف

নিঃসন্দেহ, আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। (৪০) আমাদের পাপরাশি মোচন করুন,

اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝ (৪১) عِبَادَ اللّٰهِ

আমাদেরে ক্ষমা করুন, আমাদের উপর রহম করুন। হে খোদা! আপনিই আমাদের মাওলা। সুতরাং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য করুন।

رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى

(৪১) হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আল্লাহ্‌র রহমত আপনাদের উপর বর্ষিত হউক। আল্লাহ্ আপনাদেরে ন্যায়নীতি, সততা, পরোপকার এবং ঘনিষ্টদের

الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ

মধ্যে দানখয়রাত বিতরণের আদেশ করেন এবং অশ্লীল, নির্লজ্জতাজনক, নিষিদ্ধ কার্যকলাপ ও সীমা লংঘন হইতে বিরত থাকিতে হুকুম করেন। তিনি

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ (৪২) اُذْكُرُوا اللّٰهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ

তোমাদিগকে নছীহত করেন, যেন তোমরা উপদেশে উপকৃত হও। (৪২) তোমরা

وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ - (৪৩) وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى

আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, তিনি তোমাদেরে স্মরণ করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কাছে দো'আ চাও তিনি কবুল করিবেন। (৪৩) নিশ্চয়, আল্লাহ তা'আলার

وَاَوْلٰى وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَتَمُّ وَاَهَمُّ وَاَكْبَرُ ۝

যিক্‌রই সর্বোচ্চ, সর্বোত্তম, শ্রেষ্ঠ সম্মানী, সমধিক মর্যাদাবান, সর্বাধিক কামেল, সমধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক মহান্‌। পরিশিষ্ট খোৎবা সমাপ্ত।